বর্তমানের জন্য
ইষ্টেরদেরকে
গড়ে তোলা

মহিলাদের জন্য গ্লোবাল অ্যাডভান্স লীডারশীড ট্রেনিং ম্যানুয়াল

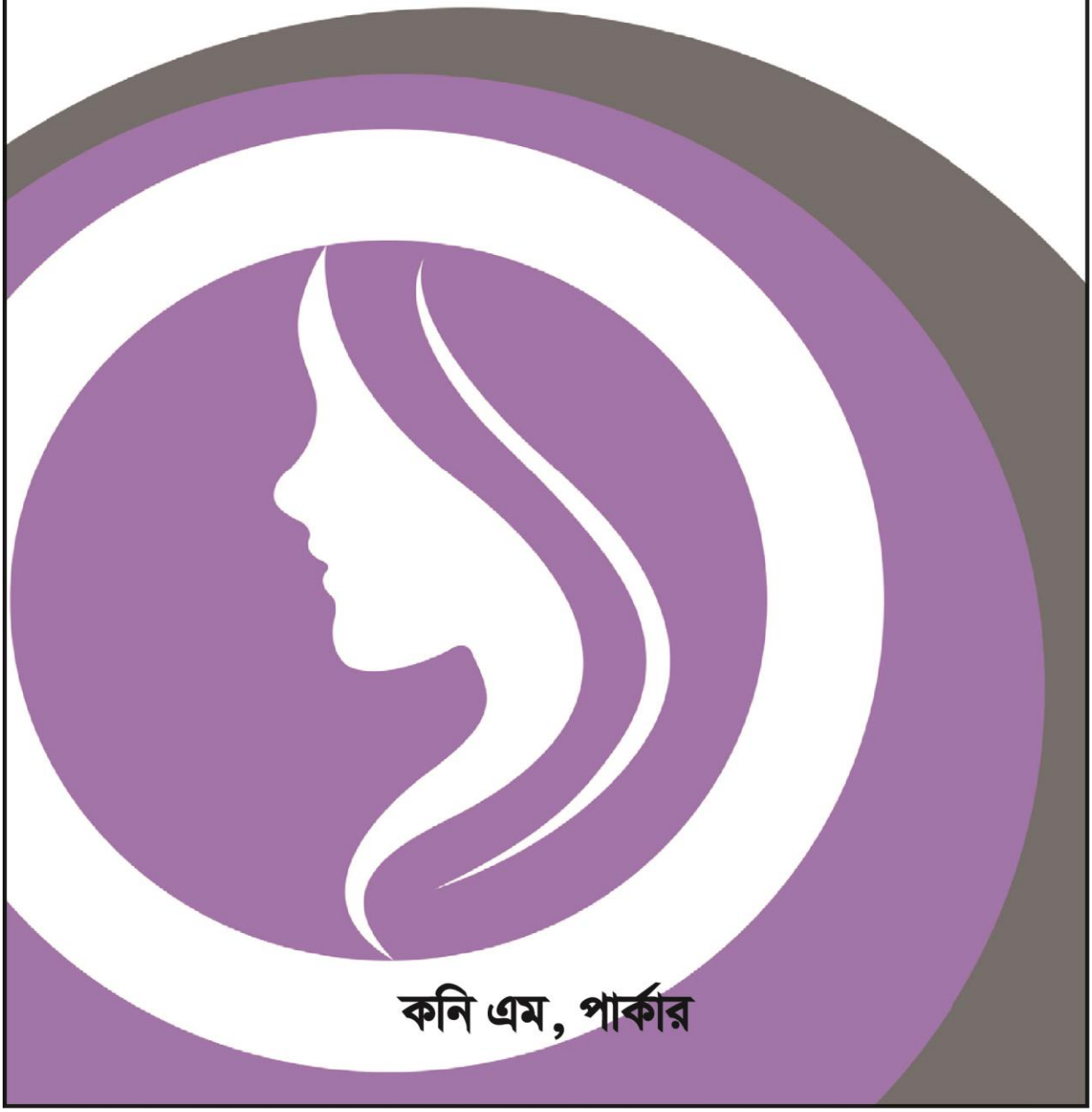

কনি এম, পার্কার

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

মহিলাদের জন্য গ্লোবাল অ্যাডভান্স লীডারশীড ট্রেনিং ম্যানুয়াল

এই বইটি গ্লোবাল অ্যাডভান্স ছাড়া আর কারো দ্বারা বিক্রয়ের জন্য নহে। এই বইটির যে কোন অংশ পুনর্মূদ্রন করার জন্য অনুমতি দেওয়া গেল কেবলমাত্র এই শর্তে যে ব্যক্তিগতভাবে প্রশিক্ষণেরজন্য বইটির যে কোন অংশ ব্যবহার করা হবে ও বিনামূল্যে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।।

যদি অন্য কোনভাবে উল্লেখ করা না হয়ে থাকে তাহলে, তাহলে সকল উদ্ধৃত শাস্ত্রাংশ বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটির রি-এডিট পুরাতন বাংলা (কেরী) ভার্সন হতে নেওয়া হয়েছে। কপিরাইট ©১৯৭৯,১৯৮০,১৯৮২ প্রকাশক বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক সংরক্ষিত। অনুমতি সহকারে ব্যবহৃত হোল।

ISBN 0-0749202-0-7

সূচিপত্র

মুখপত্র..... .....৪
পরিচিতি.....৫

আমি কে

১. খ্রীষ্টে আমার পরিচিতি..... .....৭
২. আত্মাতে চলা..... .....১৫
৩. জীবনের মানচিত্র তৈরী করা..... .....২১
৪. আমার অতীতের বিষয় নিয়ে সমাধান করা ২৮

অন্যদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক

৫. ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সম্পর্কের যত্ন নেওয়া... .....৩৫
৬. সেবক নেতৃত্ব.....৪৮
৭. মূল্যবোধ, অগ্রাধিকার, উদ্বৃত্ত.....৫৬
৮. যোগাযোগ, ব্যক্তিত্ব, সম্পর্ক.....৬৩

আমার নেতৃত্ব

৯. ঈশ্বর আপনাকে যেখানে স্থাপন করেছেন সেখানে নেতৃত্ব দেওয়া. ৭৩
১০. দলবদ্ধভাবে কাজ করা- নেতৃত্বের মূল চাবিকাঠি.....৭৯
১১. অনুসরন করবার জন্য আহূত.....৮৬
১২. চিন্তা করা, উৎসব করা, দায়িত্ব অর্পণ করা..... ৯৪

গ্রন্থপূঞ্জী..... .....৯৯

মুখপত্র

প্রিয় বন্ধু,

আপনাকে একটি মহৎ উদ্দেশ্যে আহ্বান করা হয়েছে!

গোবাল অ্যাডভান্স আপনাকে এই পুস্তক সম্পদটি দিচ্ছে যেন আপনার বিশ্বাস আরোও বৃদ্ধি পায়, এবং আপনি যেন অন্যদেরকে খ্রীষ্টের পথে আনবার জন্য প্রভাবিত হন।

যারা এই পুস্তকটি ব্যবহার করবেন এমন অনেকে এমন সংস্কৃতির মধ্যে বসবাস করেন যেখানে মহিলাদের প্রতি প্রায়ই খুবই খারাপভাবে আচরণ করা হয়ে থাকে। আমরা আপনাকে জানাতে চাই যে ঈশ্বর আপনার সম্বন্ধে খুব ভালো ধারণা পোষণ করেন। আপনি তাঁরই সাদৃশ্যে সৃষ্ট। তিনি আপনাকে ভালোবাসেন এবং তিনি চান যেন আপনার জীবনের মধ্য দিয়ে অনেকের জীবন পরিবর্তন আসে।

ঠিক ইষ্টের এর মতো, আপনিও এরকম সময়ের জন্যই আহূত হয়েছেন। ঈশ্বর আপনাকে ইতিহাসের এমন এক সময়ে যে স্থানে রেখেছেন সেটি কোন দূর্ঘটনা নয়। তিনি তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য আপনাকে ব্যবহার করতে চান।

আমরা এই প্রার্থনা করি আপনি অন্যান্য অনেক মহিলাদেরকে চিরদিনের জন্য প্রভাবিত করতে উৎসাহিত ও দক্ষ হবেন। আপনি আপনার পরিবার, আপনার সমাজ, আপনার দেশ এবয় এই পৃথিবীর জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত!

কৃতজ্ঞতার সঙ্গে নিয়োজিত,

যোনাথন শিবলী,

প্রেসিডেন্ট,

গোবাল অ্যাডভান্স হুইটনি, ডটারটি,

কো-অর্ডিনেটর, দি এসথার ইনিশিয়েটিভ

পরিচিতি

তখন যীশু নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাতে দত্তত হইয়াছে। অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর, পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাঁহাদিগকে বাপ্তাইজিত কর; আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দাও। আর দেখ, যুগান্ত পর্যন্ত আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি (মথি ২৮:১৮-২০) ।

প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে, এই পৃথিবীতে থাকাকালনি শেষ এই নির্দেশ দিলেন। এই নির্দেশটি এই পুস্তিকাটির বিশষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে, প্রভু শুধু মাত্র তাঁর হতভম্ব শিষ্যদেরকে অন্য মানুষদেরকে পরিত্রাণের পথে আনতে ও সেজন্য তাদেরকে স্বর্গে একটি গৃহের প্রতিজ্ঞা করেনি। তাদেরকে বলা হয়েছিল তারা যেন "সকল জাতিকে শিষ্য করে..... আমি যা তোমাদেরকে আজ্ঞা করেছি তা তাদেরকে শিখায়"- এটি আরোও অনেক বড় এক নির্দেশ ও চ্যালেঞ্জ! "শিষ্য করা"র জন্য আমাদের জীবন খুলে দেওয়া ও আমাদের ভিতরে কিছু না রেখে আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে দিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয় যেন অন্যদেরকে ভালোবাসতে ও তাদেরকে পরিচালনা দিতে পারি, প্রতিদিন সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আমাদের অন্তকরণের ত্রাণকর্তার সঙ্গে বাধ্যতায় সম্পর্ক রেখে চলতে উৎসাহিত করা।

আপনার জন্য এই পুস্তকটি লিখতে আমার খুব আনন্দ হয়েছে , এখানে আমি আমার জীবনের যাত্রাপথ নিয়ে আলোচনা করেছি। এই পুস্তকটির মধ্যে কয়েকটি পাঠের বিষয়ে আমি আমার জীবনে চলার পথে দেখা হয়েছে এমন অনেক যোগ নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে পর্য্যবেক্ষণ ও নির্দেশনা লাভ করে শিখেছি, আবার কোন কোনটি আমি কোন বইতে পড়েছি, বা কোন সভা-সেমিনারে ও উপদেশে শুনেছি এবং চলতে চলতে এগুলো আমার জীবনে ব্যবহার করেছি। আবার কোন কোনটি আমি আমার জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিখেছি। আমি খুব খোলাখুলি ভাবে স্বীকার করছি যে নীতিমালাগুলো একান্তই মূল বিষয় এবং বিষয়বস্তুকে তুলে ধরবার জন্য প্রথমে দেওয়া হয় নি। কিন্তু যেখানে কোন একটি বিষয়বস্তু বুঝতে কষ্টকর, বা বিষয়টি আপনার নিজস্ব পরিস্থিতির জন্য বিশেষভাবে আকর্ষণীয় ও উপযুক্ত সে সব ক্ষেত্রে, আমি আপনাদেরকে "আরোও পড়বার জন্য" অতিরিক্ত রেফারেন্স বিষয়বস্তু দিয়েছি।

আমি এই পাঠগুলো বিশেষভাবে তাদের জন্য লিখেছি যারা মহিলাদের বাইবেল ভিত্তিক প্রশিক্ষণ সামগ্রী আকাঙ্খা করছেন। এখানে উদাহরণ ও অভিজ্ঞতাগুলো একজন মহিলার মনোভাব থেকে নেওয়া হয়েছে। আপনি যদি একজন খ্রীষ্টিয়ান মহিলা নেত্রী হয়ে থাকেন, যিনি ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য পরবর্তী প্রজন্ম প্রস্তুত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাহলে আমি আপনাকে ১২টি নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ সেশনের নির্দেশিকা হিসেবে এই পাঠগুলো ব্যবহার করতে উৎসাহ দেবো।

যদি আপনি এমন একজন মহিলা হন যিনি কেবলমাত্র আপনার নেতৃত্বের যাত্রা শুরু করেছেন, তদাহলে প্রার্থনাপূর্বক এমন কয়েকজনকে খুঁজে বের করুন যারা আপনার সমমনা এবং আপনার একসঙ্গে একজন ঈশ্বরভীরু প্রশিক্ষণদাতাকে বেছে নিন যিনি তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে শেয়ার করবেন।

আমি খুব সহৃদয়তার সঙ্গে আশা করি যে আপনি এই পাঠগুলো "সমাজে" অধ্যয়ন করবেন, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যদের সাথে মিলিত হবার আগে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি পাঠ পাঠ করবেন ও সে বিষয়ে চিন্ত করবেন এবং পরস্পরের সঙ্গে অন-লাইনে বা

ব্যক্তিগতভাবে আপনার চিন্তা, অভিজ্ঞতা , এবং জ্ঞান শেয়ার করবেন ও পরস্পরকে উৎসাহ দেবেন। নেতৃত্ব একটি নত-নম্র করার বিষয় হতে পারে। যদি আপনি নিজেকে একজন 'সহজাত নেতা' হিসেবে মনে না করেন, তাহলে আপনি এরকম অনেক ভালো ভালো লোকদের সঙ্গে আছেন; মোশি, গিদিয়ন, বা দায়ূদ কেউই নিজেদেরকে সহজাত নেতা বলে মনে করতেন না, কিন্তু ঈশ্বর হাজার হাজার লোকদেরকে পরিচালিত করবার জন্য নেতা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। একটি সুন্দর খবর হলো এই যে ঈশ্বর আমাদেরকে এমন শিষ্য তৈরী করতে বলছেন না যারা আমাদেরকে অনুসরণ করবে, কিন্তু তিনি সেই শিষ্যদেরকে তৈরী করতে বলছেন যাদেরকে আমরা প্রভু যীশুকে অনুসরণ করতে নেতৃত্ব দিতে পারি, যিনি সদা সর্বদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন, এবং যিনি স্বর্গে ও পৃথিবীতে সকল কর্তৃত্বভার বহন করছেন।

প্রভু যীশুর জ্ঞান ও উপস্থিতি আমাদের সবাইকে পরিচালিত করুক, আমরাও তাঁকে অনুসরণ করি।

লণ্ড আছে

পাঠ ১: খ্রীষ্টে আমার পরিচিতি

নেতৃত্বের প্রথম একটি নিয়ম হলো আপনার নিজেকে অন্যের সামনে আপনি কে তা দেখানো এবং আপনি কোথায় যাচ্ছেন। এটি ছাড়া, আপনি এবং যারা আপনাকে অনুসরণ করবে তারা সকলেই দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরে মরবেন, এবং ফলে কিছুই করতে পারবেন না। খ্রীষ্টিয়ান হিসেবে, খ্রীষ্টে আমাদের পরিচিতি স্পষ্ট। পবিত্র বাইবেলে এমন শতশত পদ পাওয়া যায় যেখানো দেখানো হয়েছে ঈশ্বর আমাদের সম্বন্ধে কী বলেন। আমরা এই পৃথিবীর লবণ, এই পৃথিবীর জ্যোতি, খ্রীষ্টের রাজদূত, তাঁর দেহ, পবিত্র যাজকবর্গ, পবিত্র জাতি। কিন্তু ঈশ্বর আমার সম্বন্ধে কী বলেন- আমি কে? তিনি আমাকে কীভাবে দেখেন? আমি জানি আমি নতুন জন্ম পেয়েছি (যোহন ৩:৩)। এতে কি আমার পরিচিতির কোন পরিবর্তন হয়? যদি হয়, কীভাবে হয় বা হয় না? প্রেরিত পৌল এই সমস্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করে ইফিষীয় মন্ডলীর লোকদেরকে জোরালোভাবে উত্তর দিয়েছেন। তিনি একটি পত্র লিখেছেন যাতে লিখেছেন, "ইফিষে স্থিত পবিত্র ও খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসী জনগণ সমীপে"। এই লোকদের মধ্যে আমরাও আছি!

১. আমি আশীর্বাদ পেয়েছি ও ধন্য হয়েছি: "ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, (ইফিষীয় ১:৩)। 'ধন্য' শব্দটি গ্রীক শব্দ 'ইউলোগেও' থেকে নেওয়া হয়েছে যার অর্থ হলো "কারো সম্বন্ধে ভালো কথা বলা"। ঈশ্বর বলেন- আমি তাকে আশীর্বাদ করি ও ধন্য হয় (ঈশ্বর সম্বন্ধে ভালো কথা বলে) যে আশীর্বাদ করেছে (আমার সম্বন্ধে ভালো বলেছে)। এটি কতো আশ্চর্য যে ঈশ্বর যিনি শূণ্য থেকে শক্তির সাথে কথা বলে পৃথিবী ও বিশ্বব্রহ্মান্ড সৃষ্ট করেছেন

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

তিনি খ্রীষ্টে আমার জীবনে "সমস্ত আত্মিক আশীর্বাদে" গঠনমূলকভাবে কথা বলেছেন? আমি যখন নিরুৎসাহিত বা দুঃখে পূর্ণ ছিলাম, এবং ভাবতাম আমার জীবনে দেবার মতো কিছু নেই , তিনি আমার সম্বন্ধে ভালো কথা বললেন, আমার প্রশংসা

করলেন, এবং সমস্ত আত্মিক আশীর্বাদে আশীর্বাদ করলেন। পুরাতন নিয়মে, পিতারা তাদের সন্তানদের উপরে আশীর্বাদ করতেন। আপনার কি যাকোব তাঁর নাতিদেরকে মিশরে আশীর্বাদ করার কাহিনীটি মনে পড়ছে? দায়ূদ শলোমনকে আশীর্বাদ করছেন? এই আশীর্বাদে সৃজনশীল ক্ষমতা থাকে এবং আমাদের ঈশ্বর পিতা, আমাদের উপরে সৃজনশীল আশীর্বাদের কথা বলেছেন এবং আমাদের মধ্যে আত্মিক সকল আশীর্বাদ প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। একবার ভেবে দেখুন - এ কথাটি কতো শক্তিশালী কথা!!

২. আমি মনোনীত: "কারণ তিনি জগৎ পত্তনের পূর্বে খ্রীষ্টে আদিগকে মনোনীত করিয়াছেন যেন আমরা তাঁহার সাক্ষাতে প্রেমে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হই (ইফিষীয় ১:৪)। যিনি আমাদিগকে সমস্ত আত্মিক আশীর্বাদে স্বর্গীয় স্থানে খ্রীষ্টে আশীর্বাদ করিয়াছেন" (ইফিষীয় ১:৪)। ঈশ্বর নিজেই আমাকে মনোনীত করেছেন। অন্যে কে কী বলেছে বা মনে করেছে তাতে কিছুই আসে যায় না, আমি কোন দূর্ঘটনায় পড়ে, বা ভুল করে আসি নি। এমন কি যদি আমার পিতামাতারা মনে কষ্ট পেয়ে থাকেন যে- হায় এই সন্তানটি ছেলে হলো না কেন, কিন্তু ঈশ্বরই আমাকে পুরুষ বা মহিলা করে তাঁর মনের মতো করে সৃষ্ট করেছেন। আর এই সিদ্ধান্তটি হঠাৎ করে বা তাড়াহুড়ো করে নেওয়া হয় নি। এই পৃথিবীর জন্ম হবার আগেই আমাকে ঈশ্বর মনোনীত করে রেখেছেন। বস্তুত তুমিই আমার মর্ম রচনা করিয়াছ। তুমি মাতৃগর্ভে আমাকে বুনিয়াছিলে (গীত ১৩৯:১৩)। মনোনীত করার গ্রীক শব্দ হলো 'একলেগোমাই' যার অর্থ হলো 'একজনে পক্ষে মনোনীত বা নির্বাচন করা'। তিনি আমাকে বেছে নিয়েছেন ও তাঁর বলে ঘোষণা করেছেন। বাজারে আমরা যখন ফল বাছাই করি, আমরা শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে সুন্দর, নিখুঁতটি বাছাই করি, সেটি যেরকম সেটি অনুসারে সব সময় করি না, কিন্তু সেগুলোর মধ্যে আমরা যে ভালো দিকটি দেখি , এবং নিশ্চয়ই আমাদের মনের একটা ইচ্ছা অনুসারে আমরা বাছাই করি। ঈশ্বরও যে আমাদেরকে বাছাই করেছেন তা আমাদের গর্বের বিষয় হওয়া উচিৎ নয় কারণ এই পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টিতে মুর্খ ও দূর্বলদেরকেই ঈশ্বর মনোনীত করেন (১ করি ১:২৭)। কিন্তু এই ঘটনা আমাদেরকে প্রত্যাশা ও উৎসাহে ভরপূর করা উচিৎ এবং আমাদেরকে আমাদের হাঁটু পাততে চালিত করা উচিৎ কারণ আমরা তখনই উপলব্ধি করতে পারি আমরা তাঁর উপর কতো নির্ভরশীল (২ করি ১২:৯)।

৩. আমাকে ভালোবাসা হয়েছে: "তিনি আমাদিগকে... পূর্ব হইতে নিরুপণও করিয়াছিলেন (ইফিষীয় ১:৫)। পবিত্র বাইবেলে অনেক স্থানে তাঁর প্রত্যেক সন্তানের জন্য তাঁর গভীর ও অসীম ভালোবাসার কথা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী জোরালোভাবে রোমীয় ৮:৩৮,৩৯ এবং রোমীয় ৫:৭, ৮:৩৮ পদে প্রকাশিত হয়েছে। কেননা আমি নিশ্চয় জানি, কি মৃত্যু, কি জীবন, কি দূতগণ, কি আধিপত্য সকল, কিউপস্থিত বিষয় সকল, কি ভাবী বিষয় সকল, কি পরাক্রম সকল, কি ঊর্ধ্ব স্থান, কি গভীর স্থান, কি অন্য কোন সৃষ্ট বস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অবস্থিত ঈশ্বরের প্রেম হইতে আমাদিগকে পৃথক করিতে পারিবে না।

নোটস

রোমীয় ৫:৭,৮ : বস্তুতঃ ধার্মিকের নিমিত্ত প্রায় কেহ প্রাণ দিবে না, সজ্জনের নিমিত্ত হয় ত কেহ সাহস করিয়া প্রাণ দিলেও দিতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁহার নিজের প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন; কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনও খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্ত প্রাণ দিলেন।

আমাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়তো তার জাগতিক পিতার অশেষ ভালোবাসা না-ও জানতে পারে এবং ঈশ্বরের প্রেম তার কাছে একটি অসম্ভব স্বপ্নের মতো মনে হতে পারে। তথাপি আমাদের হৃদয়ের গভীরে আমরা সেই ভালোবাসার জন্য আকাঙ্খা করি- সেই ভালোবাসা এমন শক্তিশালী, শর্তহীন, করুণায়পূর্ণ, দয়াবান, উদার, ক্ষমাশীল ও নম্র। ঈশ্বর সেই প্রেমই আমাদেরকে দেন এবং সেই সঙ্গে আরোও অনেক কিছু দেন । আমাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়তো গভীর আবেগের দুঃখ ও যন্ত্রণা অনুভব করেছি । আর হয়তো মনে মনে জিজ্ঞেস করি, "যদি ঈশ্বর আমাকে ভালোবাসেন এবং তিনি যদি এতাই শক্তিশালী হয়ে থাকেন তাহলে তিনি কেন এটি হতে দিলেন?" তিনি আমাদেরকে জানাতে চান যে দুঃখ ও বেদনার মধ্যে, তিনি সেখানে ছিলেন, এবং তাঁর হৃদয় আমাদের হৃদয়ের সঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছিলো। তিনি তাঁর কাছে ছুটে যেতে ও তাঁর ভালোবাসা ও আরোগ্যদায়ী শক্তি লাভ করতে আমাদেরকে বারবার ডাকেন। অন্যেরা, আমার মতো, হয়তো একজন দয়ালু অনুগ্রহেপূর্ণ পিতার ভালোবাসা পেয়েছে। আমার পক্ষে একজন জ্ঞানবান ও ক্ষমাবান স্বর্গীয় পিতাকে বিশ্বাস করা সহজ ছিল। আমি মনে মনে তাঁকে আমার নিজের বাবার মতো করে এঁকেছি কারণ আমার বাবাকেই আমি সবচেয়ে বিশেষ আদর্শ ব্যক্তি বলে জানতাম। কিন্তু আমি কখনই সেই দিনের কথা ভুলবো না যেদিন যখন আমি ঘরে ফিরে যাবার জন্য আকুল হয়ে ছিলাম সেদিন ঈশ্বর আমাকে বললেন, "আমি তোমার বাবা হতে চাই!" এটি মনে হলো আমার চোখের উপর হতে যেন আইস পড়ে গেলো এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার চিরকালের জন্য শক্তিতে ভরপুর ও আশ্রয় ও সত্যে পূর্ণ বাবা হলেন।

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

এর পর আমি আর ফিরে তাকাইনি। যদি আপনি সত্যিই জানতে চান যে ঈশ্বর পিতা আপনাকে নিঃশর্তভাবে ভালোবাসেন, তাহলে আপনি তাঁকে সেই সত্যটি আপনার হৃদয়ে প্রকাশ করতে বলুন, তারপরে আপনার প্রতিটি দিনের সব চাইতে অনাকাঙ্খিত জায়গায় তাকে দেখতে চেষ্টা করুন।

৪. আমাকে দত্তক নেওয়া হয়েছে: "তিনি আমাদিগকে যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আপনার জন্য দত্তকপুত্রতার নিমিত্ত পূর্ব হইতে নিরূপণ করিয়াছিলেন, ইহা তিনি নিজ হিত সংকল্প অনুসারে... (ইফিষীয় ১:৫)। ঈশ্বর কেবল আমাতে মনোনীত করেন নি, আশীর্বাদই করেন নি, ভালোবাসেন নি, কিন্তু তিনি আমাতে তাঁর পরিবারে দত্তক নিয়েছেন এবং তাঁর সম্পদের অধিকার দান করেছেন (যোহন ১:১২; ইফিষীয় ১:১১; গালাতীয় ৪:৬,৭)! ঈশ্বরের পরিবারের একটি অংশ হবার কি এক অপূর্ব সুযোগ, সেখানে সারা পৃথিবী জুড়ে আমার ভাইবোনদেরকে দেখতে পাবো। আমরা হয়তো একই ভাষায় কথা বলি না, বা একই সংস্কৃতির লোকও না, কিন্তু আমাদের সকলের একজন পিতা, একজন মুক্তিদাতা, এবং একজন আত্মা আছেন যা আমাদেরকে একে অপরের জন্য ভালোবাসায় ও যত্নে এক করে দেয়।

৫. আমাকে গ্রহণ করা হয়েছে: "নিজ প্রতাপের প্রশংসার্থে করিয়াছিলেন, সেই অনুগ্রহে আমাদিগকে সেই প্রিয়তমে গৃহীত করিয়াছেন" (ইফিষীয় ১:৫,৬)। 'গৃহীত' কথাটি গ্রীক শব্দ 'চারিটু' থেকে নেওয়া হয়েছে যে শব্দের অর্থ হলো "আনন্দিত অবস্থায় পাওয়া গেল" বা "আনন্দ পেল"। এই গ্রীক শব্দটি কেবল মাত্র আর একবার নতুন নিয়মে ব্যবহার করা হয়েছে, সেটি হলো লূক ১:২৮ পদে স্বর্গদূত এসে মরিয়মকে "অয়ি মহানুগৃহীতে" বলে অভিহিত করেছিলেন। ঈশ্বর খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমাতে আনন্দ পান। তিনি আমার মধ্যে আনন্দ পান। তিনি আমাকে গ্রহণ করেন। তিনি আমাকে বলেন যে আমি মহানুগৃহীতে। মহিলারা বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে সময় কাটাতে খুব ভালোবাসে। আমরা পরস্পর একে অন্যের কাহিনী বা গল্প শুনতে চাই ও আমারটাও বলতে চাই। মহিলাদের মতো সম্পর্ক আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ; তারা আমাদের আত্মা ও মনকে উজ্জীবিত করে- কিন্তু কোন কোন সময়ে তারা করে না। বাতিল হওয়া আমাদের পক্ষে দ্বিগুণ কষ্টকর, আঘাত মনের গভীরে ঢুকে যায়। এটি কতো ভালো লাগে শুনতে যে রাহাদের রাজা আমাদের ভালোবাসেন ও আমরা যেমন আছি তেনই তিনি আমাদেরকে গ্রহণ করেন। তিনি আমাদের কখনই ছেড়ে যাবেন না বা আমাদের হতে মুখ লুকাবেন না। তিনি আমাদেরকে সাহসের সঙ্গে তাঁর অনুগ্রহ সিংহাসনের সামনে আসতে বলেছেন (ইব্রীয় ৪:১৬)। যখন আমি প্রার্থনা করি, আমি মনে মনে একটি অতি সুন্দর সোনার কামরার মধ্যে ঈশ্বরতে অতি উচ্চ ও উন্নত অবস্থায় চিন্তা করি। যখন আমি সেই কামরার দরজার দিকে যাই, তাঁর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আর তিনি আমাতে শুধু মাত্র তিনি তাঁর হাত খুলে দেন যেমন করে একজন অনুতপ্ত ব্যক্তি অনুগ্রহ পাবার জন্য করে তাঁর উপস্থিতির মধ্যে স্বাগতম জানান তা নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি সেই হাত এতো চওড়া করে খুলে দেন যাতে আমি আমার পিতার কাছে দৌড়ে যেতে পারি, এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরতে পারি। আমি "গৃহীত", "মহানুগৃহীত" ও "তাঁর আনন্দ"।

৬. আমি মুক্ত: "যাঁহাতে আমরা তাঁর দ্বারা মুক্তি, ... পাইয়াছি।

পাঠ ১: খ্রীষ্টে আমার পরিচিতি

(ইফিষীয় ১:৭)

মুক্তি শব্দটির গ্রীক শব্দ হলো "অ্যাপলিট্রোসিস"। এই শব্দটির মূল শব্দের অর্থ হলো "খুলে দেওয়া" বা উন্মুক্ত করা" যেটি ব্যবহার হতো তাদের জন্য যখন কোন বন্দীকে মুক্ত করা হতো, যে দরজ্ বন্ধ ছিল সেটিকে খোলা হতো ও দেয়াল ভেঙ্গে ফেলা হতো।

রুতের বিবরণের পুস্তকে মুক্তির ধারণা খুব স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। রুতের সময়কালে, যখন কোন পরিবার দুঃস্থ হয়ে পড়তো,"পরিবার নিকটতম আত্মীয়কে (রুতের ক্ষেত্রে বোয়স)... পরিবারের বন্দী হয়ে পড়ে থাকা সবাইকে বা জিনিষপত্রগুলোকে মুক্ত করতে হতো" (কিটেল,১৯৬৪, পৃ ৩৩০)। মানব জাতির পতনে, আমরা পাপের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ি, আমরা পাপের দাস হই (১ করি ১৫:২২; রোমীয় ৬:১৬-২২)। কিন্তু ঈশ্বর, প্রভু যীশুর রক্তের দ্বারা, পাপের শক্তি হতে আমাদের মুক্ত করার জন্য মুক্তিপণ দিলেন , ও তাঁর পরিবারে তিনি আমাদেরকে পুনঃসংযুক্ত করলেন (রোমীয় ৬:১৮)। রুতের কাহিনী আমাদের কাহিনী। প্রভু যীশু, আমাদের বোয়স, আমার বংশের আত্মীয়-মুক্তিদাতা, আমাদের মুক্তির জন্য মূল্য দিলেন যেন আমরা স্বর্গীয় পিতার সঙ্গে আবার মিলিত হতে পারি।

৭. আমি ক্ষমা পেয়েছি: "তাঁহাতে আমরা... অপরাধ সকলের মোচন পাইয়াছি, ইহা তাঁহার সেই অনুগ্রহ ধন অনুসারে হইয়াছে" (ইফিষীয় ১:৭)। আমার অতীতের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করা হয়েছে। সব কিছু করা হয়েছে। আমি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পবিত্র ও ধার্মিক বলে গণ্য হয়েছি। "তেমনি তিনি আমাকে পরিত্রাণের বস্ত্র পরাইয়াছেন, ধার্মিকতা পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন করিয়াছেন" (যিশাইয় ৬১:১০)। আমি "নতুন মনুষ্যকে পরিধান কর, যাহা সত্যের ধার্মিকতায় ও সাধুতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হইয়াছে" তা পরেছি (ইফিষীয় ৪:২৪)। অব্রাহামের মতো, আমি "ঈশ্বরের বিশ্বাস করেছি, এবং তাহা আমার পক্ষে ধার্মিকতা বলিয়া গণিত" হয়েছে। আমি রাজা দায়ূদের সঙ্গে নিজেকে একীভূত করে বলতে পারি "ধন্য সেই, যাহার অধর্ম ক্ষমা করা হইয়াছে, যাহার পাপ আচ্ছাদিত হইয়াছে। ধন্য সেই ব্যক্তি যাহার পক্ষে সদাপ্রভু অপরাধ গণনা করেন না, এবং যাহার আত্মাতে প্রবঞ্চনা নাই" (গীত ৩২:১,২)। অপরাধ কথাটি হিব্রু শব্দ "পেসা" থেকে এসেছে যার অর্থ হলো "অবাধ্যতার পাপ" (আমি জানতাম এটি ঠিক নয়, তবুও আমি সেটি ক তে মনঃস্থির করেছি।") ঈশ্বর এমন কি এই ধরণের পাপগুলোও ক্ষমা করেন। রাজা দায়ূদ সেই অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন ; তিনি জানতেন যে সেই পাপ করা অন্যায়। আমি যে পাপ করেছি এবং যে সকল অপরাধ ও আমার হৃদয়ের বিরুদ্ধতা করেছি ঈশ্বর আমারও সেই সকল পাপ ক্ষমা করেন (চাত্তা)। আমার পপের শাস্তি প্রভু যীশুর রক্তের দ্বারা পরিশোধিত হয়ে গেছে।

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

নোটস

এবং আমি সেই নিশ্চয়তা পেয়েছি যে "যদি আমি আমার পাপ সকল স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরায় তিনি আমার পাপ সকল মোচন করিবেন ও সমস্ত অধার্মিকতা হইতে শুচি করিবেন" (১ যোহন ১:৯)। ঈশ্বরের ক্ষমা লাভ করার জন্য আমি কোন কিছু করতে পারি না। "কেননা অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ। এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই। ঈশ্বরেরই দান। তাহারি কর্ম্মের ফল নয় যেন কেহ শাঘা না করে"(ইফিষীয় ২:৮,৯)।

৮. আমাকে স্বর্গীয় স্থানে বসানো হয়েছে: "তিনি খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদিগকে তাঁহার সহিত উঠাইলেন, ও তাঁহার সহিত স্বর্গীয় স্থানে বসাইলেন" (ইফিষীয় ২:৬)। মহা যাজকের সামনে খ্রীষ্টের বিচারের সময়ে প্রভু এই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, "কিন্তু এখন অবধি মনুষ্যপুত্র ঈশ্বরের পরাক্রমের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিবেন" (লূক ২২:৬৯)। প্রভু যীশু জানতেন তিনি কোথায় যাচ্ছেন এবং সেখানে তিনি তাঁর সঙ্গে আমাদেরকেও নিয়ে গেছেন। এই কথার ব্যাপকতা কি? খ্রীষ্টে, শয়তানের উপরে আমাদেরকে কর্তৃত্বভার দেওয়া হয়েছে। এখন, সেই কর্তৃত্ব পালন করার জন্য আমাদের একটি দায়িত্ব আছে।

৯. আমাকে ডাকা হয়েছে: "যেন তোমরা জানিতে পার তাঁহার আহ্বানের প্রত্যাশা কি, পবিত্রগণের মধ্যে তাঁহার দায়াধিকারের প্রতাপধন কি (ইফিষীয় ১:১৮)। আমাকে ঈশ্বর আহ্বান করেছেন যেন আমি প্রত্যামা নিয়ে জীবন যাপন করি।

মুখস্থ পদঃ

১ যোহন ৩:২ প্রিয়তমেরা, এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান; এবং কি হইব, তাহা এই পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। আমরা জানি, তিনি যখন প্রকাশিত হইবেন, তখন আমরা তাঁহার সমরূপ হইব; কারণ তিনি যেমন আছেন,তাঁহাকে তেমনি দেখিতে পাইব।

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

ইফি ১:৩-৬ ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, যিনি আমাদিগকে সমস্ত আত্তিক আশীর্বাদে স্বর্গীয় স্থানে খ্রীষ্টে আশীর্বাদ করিয়াছেন; কারণ তিনি জগৎপত্তনের পূর্বে খ্রীষ্টে আমাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলেন, যেন আমরা তাঁহার সাক্ষাতে প্রেমে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হই; তিনি আমাদিগকে যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আপনার জন্য দত্তকপুত্রতার নিমিত্ত পূর্ব হইতে নিরূপণও

করিয়াছিলেন; ইহা তিনি নিজ ইচ্ছার হিতসঙ্কল্প অনুসারে, নিজ অনুগ্রহের প্রতাপের প্রশংসার্থে করিয়াছিলেন। সেই অনুগ্রহে তিনি আমাদিগকে সেই প্রিয়তমে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

মূল সত্য :

আমি আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হয়েছি। আমাকে ঈশ্বর মনোনীত করেছেন। আমাতে তিনি ভালোবেসেছেন। আমাকে তিনি গ্রহণ করেছেন। আমি মুক্ত হয়েছি। আমাকে ঈশ্বর ক্ষমা করেছেন। আমাকে তিনি তাঁর সঙ্গে স্বর্গীয় স্থানে বসিয়েছেন। আমাকে আহ্বান করা বা ডাকা হয়েছে।

আপনার প্রতিক্রিয়া/সাড়াদান:

১. এই তালিকার মধ্যে যে তিনটি সত্য আপনার কাছে সব চেয়ে বেশী মূল্যবান করে মনে হয় সেগুলো বাছাই করুন। এই সত্যগুলো সম্বন্ধে আরোও গভীর সচেতনতা আপনার সম্বন্ধে আপনি যেভাবে চিন্তা করেন, ঈশ্বর সম্বন্ধে আপনি যেভাবে চিন্তা করেন, এবং অন্য যে মানুষদের সম্বন্ধে আপনি জীবনে সব চাইতে বেশী চিন্তা বা যত্ন করেন তাদের সম্বন্ধে যেভাবে চিন্তা করেন কীভাবে সে বিষয়ে পরিবর্তন আনতে পারে?

   ক.----------

   খ----------

   গ----------

২. এই সব সত্যগুলোর মধ্যে কোন কোনটি আপনার পক্ষে বিশ্বাস করা সব চাইতে কঠিন? আপনার সম্বন্ধে এই সব সত্যগুলোকে আরোও বেশী করে গ্রহণ করার জন্য আপনি আগামী কাল থেকে কি কি পদক্ষেপ নিতে পারেন? এই পদক্ষেপ নেওয়া প্রতিদিন প্রার্থনা করার মতো সহজ হতে পারে যে, ঈশ্বর আপনার হৃদয়ে সেই সত্য যে প্রকাশিত ও সমর্থিত করেন। অথবা, এই সত্য সম্বন্ধে পবিত্র বাক্য কী বলে সে সম্বন্ধে ঈশ্বরের বাক্য প্রায়গিক ধ্যান ও অধ্যয়ন করার সিদ্ধান্ত হতে পারে, অথবা ঈশ্বর অন্য যে কোন চিন্তা আপনার হৃদয়ে দিতে পারেন সেগুলোও হতে পারে।

৩. এই সব সত্যগুলোর মধ্যে আপনার জন্য গ্রহন ও বিশ্বাস করা কোনটি সব চাইতে সহজ? আর আপনি কেন সেরকম মনে করেন? এমন কি কোন সময় ছিল যখন পবিত্র বাইবেলের একটি পদ, অথবা কোন বাইবেল স্টাডি, বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, বা ঈশ্বরের দ্বারা প্রকাশিত কোন সত্য, বা অন্য কিছু আপনার হৃদয়ে সেই সত্যকে সমর্থিত করেছিল?

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

যদি এ বিষয়ে আরোও জানতে চান তাহলে পড়ুন:

হি লাভস মি- লেখক: ওয়েইন জ্যাকবসেন (জ্যাকবসেন, ২০০০)

বিলিভিং গড- লেখক: বেথ মুর (মুর ২০০৪)

দি ব্লেসিং- লেখক: স্মলী অ্যান্ড ট্রেন্ট (স্মলী অ্যান্ড ট্রেন্ট ১৯৮৬)।

১৪

লগু আছে

পাঠ ২: আত্মাতে চলা

নতুন আমি: আমার দেহ,প্রাণ ও আত্মা

ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে তিনিটি স্পষ্টতই ভিন্ন , তথাপি সম্পৃক্ত অংশ দিয়ে সৃষ্ট করেছেন সেগুলো হলো আত্মা, প্রাণ ও দেহ (১ থিষলনীকীয় ৫:২৩)। আমরা যদি আমাদের প্রাণকে আমাদের মন, ইচ্ছে ও আমাদের আবেগ হিসবে দেখি, এবং আমাদের আত্মাকে আমাদের অস্তিত্বের একেবারে কেন্দ্রীয় স্বত্বাকে বুঝি, এখানে তাহলে খুব সহজ একটি ছবি দিয়ে আমরা এটি বুঝতে পারি: যখন আমি একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হলাম, তখন আমার আত্মা নবিনীকৃত হলো (২ করি ৫:১৭)। আমার শরীর একই রয়ে গেলো, তার ওজন বাড়লোও না, কমলোও না, চুলের রং পাল্টালো না, এবং আমার প্রাণ (মন, ইচ্ছে ও আবেগ) ও মূলত একই রয়ে গেলো। আমি যদি খ্রীষ্টিয়ান হবার আগে একজন ভালো অঙ্কবিদ না হতাম, আমি সম্ভবত পরে ভালো একজন অঙ্কবিদ হয়ে উঠতাম না। যদি খ্রীষ্টিয়ান হবার আগে আমি একজন দৃঢ়চেতা মানুষ হতাম, তার পরে আমি সম্ভবত একই রকমের দৃঢ়চেতা মানুষই থাকতাম।আর এর আগে আমি যদি আবেগজনিতভাবে কোন মনোকষ্টে পড়তাম

ছবি আছে

আবেগ, মন, ইচ্ছা ও আত্মা

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

তাহলে আমার খ্রীষ্টিয়ান হবার পরে, সম্ভবত আবেগজনিত মনোকষ্ট আমার থেকেই যেতো। তাহলে নতুনটা হলো কী? আমার আত্মা!! পরিত্রাণের সময়ে ঈশ্বর আমার- আমার আত্মার মধ্যে- মধ্যে একটি যোগাযোগ স্থাপনকারী যন্ত্র স্থাপন করে দিয়েছেন। রোমীয় ৮:১৪ পদে লেখা আছে যে ঈশ্বরের একজন সন্তান হিসেবে আমাকে ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। সেটি কীভাবে হয়? ঈশ্বরের আত্মা আমার আত্মার সঙ্গে প্রায়ই এ শান্ত মৃদু স্বরে যোগাযোগ করে (১ রাজাবলী ১৯:১১,১২)। কিন্তু ঈশ্বর

আমাএক যা করতে বলেন তা এমন কি আমার আত্মা করতে চাইলেও আমার মন, ইচ্ছে, আবেগ ও দেহ তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে নড়তে চায় না, এবং তাই এক ধরণের যুদ্ধ চলে।

আমার মন নবীনীকৃত করা

আমার মনকে নবীনীকৃত করা ঈশ্বরের বাক্য পাঠ ও অধ্যয়ন করে আমাকে আমার মন নবনীকরণের (রোমীয় ১২:২) পদ্ধতি শুরু করতে হবে। সেই সঙ্গে, প্রার্থনাপূর্বক, ঈশ্বরের চরিত্র, গুণাবলী ও তাঁর উদ্দেশ্য নিয়ে অধ্যয়ন করে সেগুলো বুঝতে হবে। আমি আমার আত্মাকে প্রার্থনা করা, আত্মাতে গান করা ও আত্মাতে প্রার্থনা করার মধ্য দিয়ে আমার আত্মাকে উৎসাহিত করতে পারি। আমার নিজের আত্মা যতোই বৃদ্ধি পায়, ততোই এটি আমার মনের (মন, ইচ্ছে ও আবেগের) ও আমার দেহের উপর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ঈশ্বরের বাক্য যতোই আমার মনকে নবীনীকৃত করে, সেই মন ঈশ্বরের আত্মার সঙ্গে ততোই সংযুক্ত হতে থাকে (যোহন ১৫:৩)

কিন্তু সুখবরটি ও খারাপ খবরটি হলো এই যে, আমার মনকে আমি যা খাওয়াই সেটি দিয়েই এটি নবীনীকৃত হয়। যদি আমি আমার আত্মাকে ঈশ্বরের চিন্তা ও ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে পূর্ণ করি, এই আত্মা ঈশ্বরের মতো করে নবীনীকৃত হতে থাকবে। যদি আমি বারবার এটিকে ময়লা, অপবিত্র টিভি, বই, ছায়াছবি, সঙ্গীত, ম্যাগাজিন, কথাবার্তা ও অন্যান্য ধরণের নেতিবাচক জিনিষ দিয়ে পূর্ণ করি, আমার মর খুব ধীরে ধীরে নতুন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাবে। এই সঙ্গে, আমার মনের ভিতরে যা কিছু যায় তা নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য, আমার আত্মাকে কীভাবে আমার চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেটি শিখতে হবে।

আমার মনের ভিতরে কি যায় তা নিয়ন্ত্রন করা ছাড়া, আমাকে শিখতে হবে কী করে আমার আত্মা আমার মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ফিলিপীয় ৪:৮ পদে লেখা আছে: অবশেষে, হে ভ্রাতৃগণ, যাহা যাহা সত্য, যাহা যাহা আদরণীয়, যাহা যাহা ন্যায্য, যাহা যাহা বিশুদ্ধ, যাহা যাহা প্রীতিজনক, যাহা যাহা সুখ্যাতিযুক্ত, যে কোন সদ্‌গুণ ও যে কোন কীর্তি হউক, সেই সকল আলোচনা কর।" দুঃখের বিষয় হলো এই যে, আমরা যখন নেতিবাচক চিন্তা করি, তার ফলে আমরা নেতিবাচক কথাও বলি, এবং সেটি আমাদেরকে নেতিবাচক কাজের দিকে নিয়ে যায় (হিতোপদেশ ২৩:৭)।

নীচের দিকে নেমে যাওয়া প্যাঁচটি অবশ্যাম্ভাবী। দু'জন নার্সারী স্কুলে যাওয়া শিশুর মা হিসেবে আমি এ বিষয়টি নিয়ে যুদ্ধ করেছি। সচেতন চিন্তা ছাড়া, সন্তানদের ডায়াপর পরিবর্তন করা ও তাদের নাক পরিষ্কার ক তে করতে, আমি লক্ষ্য করতাম যে আমি নিজেই অন্য লোকদের ও আমার পরিস্থিতি সম্বন্ধে নেতিবাচক চিন্তা করছি ।

পাঠ ২: আত্মাতে চলা

নোটস

আমি বিশ্বাসই করতে পারতাম না কতো তাড়াতাড়ি আমার চিন্তাগুলো প্যাঁচের নীচের দিকে নেমে যেতো। এক দিন, আমি আমাকে এভাবে মনে মনে আঁকলাম, একটি স্কি ঢালের নীচে আমি আটকা পড়ে আছি, আর আমার পিছনে একটি অনেক উঁচু পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। আমার মনে পড়লো যে আমি প্রার্থনা করতে আরম্ভ করলাম, "প্রভু, আমি যখন ঐ পাহাড়ের উপরে উঠবো তখন তুমি যদি শুধু মাত্র আমাকে নেতিবাচক চিন্তাগুলো দেখিয়ে দাও, তাহলে আমার পক্ষে নীচের ঢালে নেমে যাওয়া হতে রক্ষা পাওয়া সহজ হবে।" আমি আমার প্রতিটি দিন এই প্রার্থনা করে শুরু করতে আরম্ভ করলাম, আর ঈশ্বর বিশ্বস্তভাবে আমার আত্মার মধ্যে মুহূর্তের সচেতনতা দিতে থাকলেন- "ওখানে যেও না।" সে অবস্থায় আমি আবিষ্কার করলাম যে, আমি যদি পবিত্র বাইবেল হতে পদ মুখস্থ বলতে শুরু করি, বা কোন আরাধনা-গান গাই, বা, কোন সুন্দর প্রশংসার সঙ্গীত/সুর শুনি তাহরে আমার আত্মা আবার সেই "পবিত্র ও সুন্দর" উচ্চস্থলীতে উঠে যায়।

আমরা যখন নেতিবাচক চিন্তা করতে করতে নিজের কাছে ধরা পড়ে যাই, আমাদের নিজেদের দোষী ভাবার কোন কারণ নেই, কিন্তু আমাদের অবশ্যই অনুতাপ ও মন পরিবর্তন করা দরকার নেতিবাচক বা খারাপ চিন্তা পাপ, কারণ এটি ঈশ্বরের বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ (ফিলিপিয় ৪:৮)। আপনি পবিত্র আত্মাকে অনুরোধ করুন আপনি যতোবার নেতিবাচক বা খারাপভাবে চিন্তা করকে আরম্ভ করেন, তিনি যেন আপনার দোষ দেখিয়ে দেন (যোহন ১৬:৭,৮)। আমি নিজের চেষ্টায় মনের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হতে চেষ্টা করবেন না। তিনি তো আপনাকে সাহায্য করবার জন্য আপনার পাশে আছেন। আপতি তাঁকেই সাহায্য করতে বলুন, এবং বলতেই থাকুন। ফিলিপীয় ১:৬ পদের উপর ভিত্তি করে দাবী করুন "তোমাদের অন্তরে যিনি উত্তম কার্য আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি যীশু খ্রীষ্টের দিন পর্যন্ত তাহা সিদ্ধ করিবেন।" আমি আমার জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক চিন্তা করতে শিখি।

আমার ইচ্ছে ও আমার আবেগ সমর্পণ করা

শুধু আমার মনকে নবীনীকৃত হলে হবে না, কিন্তু আমার ইচ্ছেকেও ঈশ্বরের আত্মার কাছে সমর্পিত হতে শিখতে হবে। প্রেরিত প্রৌল বলেন, "খ্রীষ্টের সহিত আমি ক্রুশারোপিত হইয়াছি, আমি আর জীবিত নই, কিন্তু খ্রীষ্টই আমাতে জীবিত আছেন; আর এখন মাংসে থাকিতে আমার যে জীবন আছে, তাহা আমি বিশ্বাসে, ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাসেই, যাপন করিতেছি; তিনিই আমাকে প্রেম করিলেন, এবং আমার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন" (গালাতীয় ২:২০)।

নোটস

প্রতিদিন আমার ইডচ্চাগুলোকে ক্রুশে বিদ্ধ করতে হবে, যেন আমি ঈশ্বর পথ বেছে নিতে পারি। এটিই হলো আমার চিন্তাসহ আমার জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁকে আমার প্রভু বলে গ্রহণ করা। আমার ভাবাবেগগুলোও যিনি এখন আমার জীবনের মধ্যে বাস করেন সেই ঈশ্বরের আত্মার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে।

এর পরবর্তী একটি অধ্যায়ে আমাদের অতীতের ভাবাবেগের দুঃখ খষ্ট ও ক্ষতগুলোর বিষয়ে আমরা কী করবো তা আমরা শিখবো। কিন্তু এখন একজন নব-বিশ্বাসী যে সহজ প্রশ্নটি করে থাকে সেটি নিয়ে আলোচনা করি। আমি জানি আমাকে 'সব সময় আনন্দ করতে' হবে (ফিলিপীয়৪:৪; ১ থিষলনীকীয় ৫:১৬)। এবং আমি এমন খ্রীষ্টিয়ানদের সম্পর্কে পড়েছি যারা এভাবেই জীবনে চলে। কিন্তু, আমি সেভাবে কীভাবে চলতে শিখতে পারি? ইফিষীয় ৫:২০ পদে সেই গোপন চাবিকাঠিটি দেওয়া হয়েছে-"সর্বদা সর্ববিষয়ের নিমিত্ত আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর"। করি টেন বুম দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে বন্দীশালায় মাছির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া শেখার কাহিনী বলেছেন। সেকানে তাঁর বোন তাকে বলেছিলেন যে সেই মাছিগুলোর জন্য গার্ডরা দূরে সরে থাকতো। আমি যখন প্রকৃত কৃতজ্ঞতার হৃদয় নিয়ে চলতে শিখলাম ও আমার জীবনে নানা মারাত্মক সমস্যার মধ্যেও প্রভুকে ধন্যবাদ দিতে লাগলাম, আমি আমার অন্তরের গভীর হতে আনন্দ ও শান্তি উৎসারিত করছিলাম। আমি আমার সকল পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে শিখলাম, এবং জানলাম যে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে সব কিছু একসঙ্গে আমার মঙ্গলের জন্য কাজ করবে, সেটি আমি দেখতে পাই বা না পাই (রোমীয় ৮:২৮)।আমি যেভাবে আশা করেছিলাম এবং আমি যতোটুছু পারতাম তার সব কিছু করেছি, তখন যখন সব কিছু সেভাবে চলে না, আমি জোর করে বিশ্বাস করে নিই যে ঈশ্বরের কাচে আরোও ভালো কোন পরিকল্পনা আছে এবং তিনি সেটি কীভাবে পূর্ণ করেন তা দেখবার জন্য চোখ মেলে থাকি। যখন আমি আমার নিজের পরিকল্পনা অনুসিারে সব কিছুকে নিজের মতো করে সাজানোর পরিবর্তে সব পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণভার প্রভু ঈশ্বরের হাতে দিই, সেভাবেই আমি আমার ইচ্চাগুলো তাঁর হাতে সমর্পণ করি। আমি দেখতে পেয়েছি যে আমি যতো আমার আত্মার মধ্যে আনন্দ ও শান্তি প্রবেশ করাতে চাই, ততোই আমি ঈশ্বরের আত্মার সাথে সাথে চলতে পারি, ফরে আমি সবচেয়ে কঠিনতম পরিবেশের মধ্যেও আমি আশাবাদী হয়ে উঠি যে সবচাইতে ভালো বিষয়টি আসছে।

পাঠ ২: আত্মাতে চলা

এটি হলো সেই প্রত্যাশা যার সম্বন্ধে ইব্রীয় ৬:১৯ পদে লেখা আছে," আমাদের সেই প্রত্যাশা আছে, তাহা প্রাণের নোঙ্গরস্বরূপ, অটল ও দৃঢ়, এবং তিরস্করিণীর ভিতরে যায়।" একটি গোলমাল-পূর্ণ, দিশাহারা, ও প্রতিদিন পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে আমার মনের জন্য একটি নোঙ্গর দরকার। আর সেই জন্য প্রভু (আন্তরিকভাবে) আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবার জন্য অপেক্ষা করে থাকেন

(আশা করেন, তাকিয়ে থাকেন, ও আকাঙ্খা করে থাকেন); আর তাই তিনি নিজেকে উঁচুতে ওঠান, যেন আপনার উপর তিনি তাঁর দয়া প্রকাশ করতে পারেন, এবং আপনাকে তাঁর সকল ভালোবাসা দিতে পারেন। কারণ প্রভু ন্যায়বান ঈশ্বর । ধন্য (সুখী, ভাগ্যবান ও যাদেরকে দেখে হিংসে হয়) তারা যারা (আন্তরিকভাবে) তাঁর জন্য অপেক্ষা করে, যারা প্রত্যাশা করে ও তাঁর (বিজয়ের, তাঁর অনুকম্পা, তাঁর ভালোবাসা, তাঁর শান্তি, তাঁর আনন্দ এবং তাঁর অতুলনীয় বন্ধুত্বের) জন্য আকাঙ্খা করে! (যিশাইয় ৩০:১৮)

মুখস্থ পদঃ
২ করিন্থীয় ৫:১৭- ফলতঃ কেহ যদি খ্রীষ্টে থাকে, তবে নূতন সৃষ্টি হইল; পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে, দেখ, সেইগুলি নূতন হইয়া উঠিয়াছে।

যিহূদা ২০- কিন্তু, প্রিয়তমেরা, তোমরা আপনাদের পরম পবিত্র বিশ্বাসের উপরে আপনাদিগকে গাঁথিয়া তুলিতে তুলিতে, পবিত্র আত্মাতে প্রার্থনা করিতে করিতে, ...

রোমীয় ১২:২- আর এই যুগের অনুরূপ হইও না, কিন্তু মনের নূতনীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তরিত হও; যেন তোমরা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পার, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি; যাহা উত্তম ও প্রীতিজনক ও সিদ্ধ।

গালাতীয় ৫:১৬- কিন্তু আমি বলি, তোমরা আত্মার বশে চল, তাহা হইলে মাংসের অভিলাষ পূর্ণ করিবে না।

মূল সত্যঃ

আত্মাতে চলার অর্থ হলো দেহের দৈনিক নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখা, মনের নতুনীকরণ, আবেগের আরোগ্য, মনের ইচ্ছার সমর্পণ। এগুলো খুবই কষ্টকর ও ব্যবস্থাভিত্তিক বলে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে, এটি আমাদেরকে মুক্ত করে, আলো ও জীবন দান করে, কারণ এগুলো নিজের প্রচেষ্টাতে সম্পন্ন করা যায় না, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে আত্মার নিকটে জীবন সমর্পিত করার মধ্য দিযেই করা যায়।

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

আপনার প্রতিক্রিয়া/সাড়াদানঃ

১. আপনার জীবনের কোন অংশ (দেহ, মন, ইচ্ছা আবেগ) কে পবিত্র আত্মার নিয়ন্ত্রণের কাছে সমর্পণ করা সব চেয়ে কষ্টকর বা চ্যালেঞ্জিং বলে মনে হয়? কেন মনে হয় এ বিষয়ে কিছু সময় ধরে চিন্তা ও প্রার্থনা করুন ও আপনার চিন্তাগুলো লিখে রাখুন।

২. আপনি এই অংশে কিছুটা বিজয়ী হবার জন্য আগামী কাল কোন পদক্ষেপ নিতে পারেন?

যদি এ বিষয়ে আরোও জানতে চান তাহলে পড়ুন:
ক্লেনসিং সেমিনার: লেখক- ক্লেনসিং স্ট্রীম মিনিস্টীজ (মিনিস্ট্রীজ, ১৯৯৯)
দ্য উইনিং অ্যাটিচিউড: লেখক- জন ম্যাক্সওয়েল (ম্যাক্সওয়েল ১৯৯৩)
ব্যাটলফিল্ড অব মাইন্ড: লেখক- জয়েস মায়ার (মায়ার , ১৯৯৫)

লগু আছে

পাঠ ৩: আমার জীবনের মানচিত্র তৈরী করা

আমার পরিচর্যার সময়কালে, আমি ঈশ্বরের শতশত মহিলাদের জীবন কাহিনী শুনেছি। যদিও আমার যা মনে হয়েছে তা কোনভাবে বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর ভিত্তি করে হয় নি, তবুও, আমি তিনটে সাদারণ বিষয় দেখতে পেয়েছি:

১. যদিও এই সব মহিলাদের অনেকেই অবিশ্বাসী পিতামাতার সঙ্গে তাদের ঘরে বড় হয়েছিল, ও খুব কমই গীর্জা-উপাসনাতে যোগ দিতো, কিন্তু এই মহিলাদের বেশীরভাগ মহিলা অবাক হয়ে লক্ষ করেছিল যে এমন কি তাদের ছোটবেলাতে তাদেরকে প্রার্থনায় টেনে নিয়ে যাওয়া হতো ও ঈশ্বরের বিশ্বাস করানো হয়েছিল।
২. যে সব মহিলারা তাদের কাহিনী আমাকে বলেছিল তাদের অর্ধেকেই শিশু হিসেবে মুখের কথা দ্বারা বা যৌনভাবে অত্যাচারিত হয়েছিল। তাদের অনেকেই কখনোই সেই সব অভিজ্ঞতার কথা কারো কাছে বলে নি, কিন্তু কোন "নিরাপদ" পরিবেশে সেগুলো নিয়ে কথা বলাতে মুক্তির স্বাদ পেয়েছিল।
৩. আমাদের জীবন কাহিনী নিয়ে কথা বলা, শোনা ও সে বিষয়ে যে শিক্ষা লাভ করেছি তা নিয়ে চিন্তা করার মধ্যে শক্তি, জ্ঞান, উৎসাহ ও শক্তি লুকানো আছে।

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

নোটস

এই পাঠটি আপনার "আত্মিক যাত্রার" বিষয়ে চিন্তা করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাবার সময়ে আপনাকে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যটি হলো যেন আপনার জীবনের ঘটনা ও অভিজ্ঞতাগুলোর উপরে প্রার্থনাপূর্বক চিন্তা করতে প্রয়োগ করেন যেন আপনি কে ও আপনার সামনে নেতৃত্বের যাত্রায় ঈশ্বর যে আপনাকে আহ্বান করছেন তার জন্য ঈশ্বর কীভাবে আপনাকে প্রস্তুত ও দক্ষ করে তুলছেন তা বুঝতে পারেন।

আমার ঐতিহ্য:

একটি পরিবারের সেই সব ব্যক্তিদের নামের ও তাদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক লিখে একটি গাছ তৈরী করুন যারা আপনার জীবনে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছেন। সেকানে তাদের জন্ম, বা মৃত্যুর কারিখ বা এমন কি যদি তাদের নাম জানা না থাকে তা লিখবেন না। এই কাজের মধ্য দিয়ে আপনি একটি বংশলতিকা তৈরী করছেন না, কিন্তু আপনার জীবনে আপনার পরিবারের প্রবাবের একটি তালিকা করছেন। প্রতিটি নামের পাশে তাদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ও যে সুন্দর প্রবাব দিয়েছেন তা লিখুন। এখানে একটি উদাহরণ দিলাম: মেরী অ্যান মানডে: মা,

অন্যদেরকে সেবা করার আনন্দের আদর্শ ছিলেন তিনি।

নম্রতা প্রদর্শন করতেন, মিকিয়েছেন কীভাবে বিরূপ অবস্থার উপরে জয় করা যায়।

আপনার হয়তো এমন কোন পূর্বপুরুষ ছিল যাঁকে আপনি কখনও দেখেন নি, কিন্তু তারা আপনার জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছেন। হয়তো, তারা অন্য কোন একটি দেশে গিয়ে অভিবাসী হিসেবে বাস করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অথবা কোন নতুন ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন যাতে পরিবারের জীবন ধারা বদলে গিয়েছিল। ঈশ্বরের এই কাজটি আপনার জীবনের ঐতিহ্য, যদিও এই ঘটনাগুলো আপনার জন্মের পূর্বে ঘটেছিল।

পাঠ ৩: আমার জীবনের মানচিত্র তৈরী করা

আমার জীবন কাহিনী :

আপনার জীবন সম্বন্ধে আপনার জন্ম হতে এই পর্যন্ত প্রতি পাঁচ বছর ধরে চিন্তা করুন। অন্য একটি কাগজে বা নোট বইতে, প্রত্যেক পাঁচ বছর ধরে ধরে, আপনার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল, যে যে লোকেরা আপনার উপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং যে যে স্থানে আপনি বিভিন্ন অভিজ্ঞতা পেয়েছিলেন সেগুলো লিখুন। কেন এগুলো গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে একটি বাক্য লিখুন।

বিশেষ করে চিন্তা করুন:

১. সমস্যাগুলো- বিশেষ করে বেদনাদায়ক ঘটনা, লোক বা অভিজ্ঞতা
২. আনন্দময়- মহা আনন্দের বা সন্তুষ্টির অভিজ্ঞতা
৩. প্রভাব- যে যে লোকেরা আপনাকে উৎসাহ দিয়েছে, প্রশিক্ষক, পিতামাতা, নিকটতম বন্ধুরা, শিক্ষকেরা, আপনার দলের নেতারা বা যাদের সম্বন্ধে আপনি পড়েছিলেন
৪. ঈশ্বর কাজ করেছেন- আপনার জীবনে আপনি যে সব ঘটনাগুলোকে ঈশ্বরের নিজের হাতের কাজ বলে মনে করেন।

উদাহরণ স্বরূপ: ০ থেকে ৫ বছর পর্যন্ত :

মানুষ:
১. মা
২. বাবা
৩. বোনেরা
৪. ভাইয়েরা

স্থান:
১. বাড়ী
২. দাদু দিদিমাদের বাড়ী
৩. গীর্জাবাড়ী

ঘটনা:
১.ভাই/বোনের জন্ম,
২.স্কুলে যাওয়া আরম্ভ
৩.পরিবার অন্য কোথাও গিয়ে বাস করা

প্রিয় কাজ করা :
১. মায়ের কাজে সাহায্য করা
২.অতিথিদের আপ্যায়ন করা
৩.ক্লাশে শিক্ষিকাকে সাহায্য করা।

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

আপনার জীবনের প্রতি পাঁচ বছরের সময়কালে এরকম করে ছক বানান: ৬ থেকে ১০বছর, ১১-১৫ বছর, ইত্যাদি।

ছক আছে

১. সেই তথ্য নিয়ে নীচের লাইনে আপনার জীবনের কাহিনীতে জীবনের চড়াই-উৎরাই বর্ণনা করুন। লাইনটি আরো লম্বা করতে পারেন যদি প্রয়োজন হয়। আপনার মূল্যায়নে যে ঘটনা/ব্যক্তি /স্থান আপনার চিন্তাকে সবচাইতে বেশী প্রভাবিত করেছে তার বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে দু'একটি শব্দ জুড়ে দিতে পারেন। একটি চার্ট তৈরী করতে গিয়ে, সেই বয়সে আপনার আবেগিত, আত্মিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা কর্ণনা করতে গিয়ে ১ থেকে ১২ নম্বরের মধ্যে যে কোন একটি নম্বর দিতে পারেন।

২. এবারে, ভিন্ন ভিন্ন রংএ বা ভাবে প্রতিটি সময়ে আপনার জীবনের আবেগিক চড়াই উৎরাই বর্ণনা করুন।

৩. এবারে তৃতীয় লাইনটিকে ভিন্ন রংএ বা ভাবে আপনার জীবনের আত্মিক (ঈশ্বরের সঙ্গে চলা) চড়াই উৎরাই বর্ণনা করুন।

আমার আহ্বান, আত্মিক দান ও আকাঙ্খা

যখন আপনি আপনার ঐতিহ্য ও আপনার জীবন কাহিনী নিয়ে চিন্তা করবেন, তখন প্রতিটি ঘটনার বা পরিস্থিতির তিনটা "কাহিনী" বাছাই করুন যে সময়ে আপনি সব চাইতে বেশী পূর্ণ ও শক্তিমালী বলে অনুভব করেছিলেন বা যখন আপনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আপনি ঠিক সেখানেই ছিলেন যেখানে ঈশ্বর আপনাকে রাখতে চেয়েছিলেন, বা আপনি সেই কাজটি করছিলেন যার জন্য ঈশ্বর আপনাকে সৃষ্ট করেছিলেন। এটি হয়তে একটি নির্দিষ্ট ঘটনা, বা এটি হতে পারে এমন এক সময় যখন আপনি এমন এক কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন যে সমস্যাটি আপনাকে বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জ করেছিল, এবং তথাপি আপনি সফলতার সাথে সেটি শেষ করতে পেরেছিলেন। নীচের জায়গায় আপনি সেরকম প্রতিটি কাহিনী যতোটুতু সম্ভব ততো বিস্তারিতভাবে লিখুন ।

পাঠঃ ৩ আপনার জীবনের মানচিত্র তৈরী করা

আপনি যখন লিখবেন, তখন নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখবেন :

আমি কীভাবে এ কাজটি করতে আরম্ভ করি?

ক. আমি কী করেছিলাম?
খ. আমি কীভাবে তা শেষ করেছিলাম?
গ. আমি কীভাবে বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি কাজটি ভালোভাবে শেষ করেছিলাম?

ঘ. এই কাজটির বিষয়ে কোন দিকটি আমার সব চাইতে ভালো লেগেছিল ?

কাহিনী নং ১:

কাহিনী নং ২:

কাহিনী নং ৩:

এ সময়ে আপনি আপনার বিশ্বস্ত বন্ধুর সাথে আপনার জীবনের কাহিনীগুলো নিয়ে কথা বলুন, সেই কাহিনীগুলোতে সঙ্গে রং চড়াতে পারেন বা যদি আর কোন বিস্তারিত বিষয় মনে পড়ে তা বলতে পারেন, আপনি কি করেছিলেন ও কীভাবে সেটি করেছিলেন তা বলতে পারেন, কিন্তু কেন করেছিলেন সেটি বলবেন না। এটি করে দেখুন এবং তার বিবরণ দিয়ে দেখুন কেন আপনি এটি করতে এতো আনন্দ পেয়েছিলেন। আপনার বন্ধুর কাজ হলো আপনার কথাগুলো শোনা ও আপনি যা বলেন তা লিখে রাখা এবং আপনি কেন সেটি করতে এতো আনন্দ পেয়েছিলেন তা লেখা। এ ছাড়া, তিনি আরোও লিখবেন আপনি কোথায় ছিলেন বা কাদের সাথে ছিলেন সে বিষয়েও কোন তথ্য লিখবেন। আপনি ও আপনার বন্ধু সেই কাহিনীগুলোতে কোন মিল খুঁজে পান কি-না তা দেখবেন।

সার সংক্ষেপ:
আপনি যখন একাকী থাকেন, আপনি তখন প্রার্থনাপূর্বক আপনার কাহিনীগুলোর বিষয়ে, আপনার ঐদিহ্য, ও আপনার অতীতের অভিজ্ঞতাগুলো নিয়ে চিন্তা করুন। আর ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করুন যেন তিনি আপনাকে আপনার সম্বন্ধে যা কিছু শিখেছেন তার মধ্যে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দেন, এবং এই কাজ করার মধ্য দিয়ে তাঁর আহ্বান ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানাতে বলুন। আপনি ঠিক এই মুহূর্তে কোন বিষয়ে বেশী আকাঙ্খা করছেন?

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

সেই সব ক্ষেত্রে আপনার কোন কোন গুণ বা ঈশ্বরের দান থাকলে তা আপনার পরিচর্যাতে ব্যবহার করা যেতো? কোন কোন গুণ হয়তো এখনও সুপ্ত রযেছে এবং এমন অনেক অভিজ্ঞতা আছে যার কোন মানে আপনি এখনও খুঁজে পান নি। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করেন যে "এই কাহিনীটি এখনও সম্পূর্ণ হয় নি"। ঈশ্বরের ইচ্ছা এখনও প্রকাশিত হয় নি। ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য, আমি যখন এই কাজটি করছিলাম, আমি আবিষ্কার করেছিলাম যে 'মহিলা ও ব্যবসার' জন্য আমার এক ধরণের দারুণ আকাঙ্খা রয়েছে। এর কিছু দিনি পরেই, মহিলাদের পরিচর্যা কাজের ডিরেক্টরের পদ থেকে আমি অব্যাহতি নিলাম। আর ৬৫ বছর বয়সে, একটি স্কুলের মাস্টার অভ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশান পদে যোগ দিলাম - এই স্কুলে ধর্মতত্ব ও ব্যবসা শিখানো হতো।

আপনার অভিজ্ঞতা হয়তো আপনাকে আরোও একটু কম অভিনব পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যাবে, কিন্তু আপনার জীবনে ঈশ্বরের পরিচালনা ও তাঁর পথে আপনাকে পরিচালনা করার বিষয়ে কখনই সন্দেহ করবেন না!

মুখস্থ পদঃ

গীত ১৩৯:১৩-১৬; [১৩] বস্তুতঃ তুমিই আমার মর্ম রচনা করিয়াছ; তুমি মাতৃগর্ভে আমাকে বুনিয়াছিলে। [১৪] আমি তোমার স্তব করিব, কেননা আমি ভয়াবহরূপে ও আশ্চর্যরূপে নির্মিত; তোমার কর্ম সকল আশ্চর্য, তাহা আমার প্রাণ বিলক্ষণ জানে। [১৫]আমার দেহ তোমা হইতে লুক্কায়িত ছিল না, যখন আমি গোপনে নির্মিত হইতেছিলাম, পৃথিবীর অধঃস্থানে শিল্পিত হইতেছিলাম। [১৬]তোমার চক্ষু আমাকে পিণ্ডাকার দেখিয়াছে, তোমার পুস্তকে সমস্তই লিখিত ছিল, যাহা দিন দিন গঠিত হইতেছিল, যখন সেই সকলের একটিও ছিল না।

গীত ৩৭:২৩-২৪ [২৩] সদাপ্রভু কর্তৃক মনুষ্যের পদক্ষেপ সকল স্থিরীকৃত হয়, তাহার পথে তিনি প্রীত। [২৪] পতিত হইলেও ভূতলশায়ী হইবে না; কেননা সদাপ্রভু তাহার হস্ত ধরিয়া রাখেন।

মূল সত্যঃ

ঈশ্বর আপনার সঙ্গে সঙ্গে আছেন, এমন কি আপনার মায়ের গর্ভে যখন আপনি ছিলেন তখনও, আপনার জীবনে সংকঠকাল ও আনন্দের সময়ে তিনি আপনার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। হয়তো আপনি তাঁর উপস্থিতি বুঝতে পারেন নি, কিন্তু পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁর ভালোবাসা হতে আপনাকে পৃথক করতে পারবে না।

আপনার প্রতিক্রিয়া/ সাড়াদানঃ

১. আপনার কি মনে হয় যে ঈশ্বর কোন কোন গুণ বা দান আপনাকে দিয়েছেন, কিন্তু সেগুলো এখনও সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে, সেগুলোকে ঈশ্বরের রাজ্যের উদ্দেশ্যে জাগাতে হবে ?

২. আপনি এখন বা পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে সেই ঘুমন্ড় দানগুলো "আবিষ্কার" করতে কোন কোন পদক্ষেপ নিতে পারেন যেন আপনি সেগুলোকে জাগাতে পারেন ও সেগুলোকে উন্নত করে ব্যবহার করতে পারেন?

এ বিষয়ে যদি আরোও জানতে চান তাহলে পড়ুনঃ

হোয়াট আর ইয়োর স্পিরিচুয়াল গিফটস ? (হেনরিখস, ২০১৩)
ডিসকভারিং ইয়ের গিফটস (বক, ২০১৫)

স্ট্রেংথস ফাইন্ডার ২.০: লেখক- টম রাথ (রাথ ২০১৪)
ইয়োর স্পিরিচুয়াল গিফটস : লেখক- পিটার ওয়াগনার (ওযাগনার, ১৯৯৪)
ডিসকভার ইয়োর গড গিভেন গিফটস : লেখক- ডন অ্যান্ড কেটি ফরচুন (ফরচুন অ্যান্ড ফরচুন, ১৯৮৭)
ফ্রি স্পিরিচুয়াল গিফটস অ্যানালাইসিস (গিলবার্ট, ২০১৫)।

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

লগু আছে

পাঠ ৪: আমার অতীতের সমস্যার সমাধান করা

আপনি যখন কিছু সময় ধরে আপনার জীবনের ঐতিহ্য ও ব্যক্তিগত জীবনের যাত্রা নিয়ে চিন্তা করেছেন, এবার আপনি সেই সব লোক, স্থান ও ঘটনার বিষয়ে চিন্তা করুন যেগুলো আপনার জীবনকে রূপ দিতে, অন্য লোকদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক গড়তে ও

আজও আপনার পরিচর্যা কাজ চালাতে কাজ করে চলেছে । অন্যরা আপনার ভিতরে যে জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি ও আশীর্বাদ দিয়েছেন তা এখনও আপনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ও অন্যদেরকে আশীর্বাদ করে চলেছে।

কোন খারাপ অভিজ্ঞতা বা কষ্ট-যাতনা আপনার সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে? হয়তো এগুলোর মধ্যে কয়েকটি ঘটনা আপনাকে আরোও বেশী কনুণাময় ও যত্নবান পরামর্শদাতা ও বন্ধু করে গড়ে তুলেছে (২ তীমথিয় ২:২)। আপনি কেবলমাত্র সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে পরবর্তীটি কি আপনাকে "আরোও ভালো" না "আরোও তিক্ত" করে তুলেছে। প্রশ্নটি হলো আপনার অতীতের ভালো প্রভাবকে আপনি কি করে পরিপূর্ণভাবে ভালো ও খারাপ প্রভাবকে আপনার ভবিষ্যতের জীবনের জন্য একেবারে কমিয়ে নিয়ে আনতে পারেন।

সফলতার বিষয়ে চিন্তা করা

আপনার জীবনের আনন্দ মুহুর্তগুলো নিয়ে কিছু সময় ধরে চিন্তা করুন- সেই মুহুর্তগুলো যখন আপনি অনুভব করতেন যে আপনি ঠিক সেই কাজগুলো করতেন যা করবার জন্য ঈশ্বর আপনাকে সৃষ্টি করেছিলেন। আর আপনি তাঁর আশীর্বাদের হাত দেখতে পেতেন। আপনি কী ভাবছেন? আপনি যা সাধর করতে পেরেছিলেন সেজন্য কি আপনার মনে এক ধরণের অহংকার অনুভব করছেন?

পাঠ ৪: আমার অতীতের সমস্যার সমাধান করা

বা এমন কোন বোকামী চিন্তা করছেন যে আপনি যেন সেই স্থানে ফিরে পারেন? বা একটু হালকা দুঃখ বা ভয় পাচ্ছেন যে আপনার গৌরবের দিন শেষ হয়ে গেছে এবং এখন থেকে সব কিছু নীচের দিকে নেমে যাবার মতো হবে? আমাদের সফলতা থেকে আমরা কি শিক্ষা পেতে পারি? আমার মনে অনেকগুলো উত্তর আসছে। ঈশ্বর আপনার কাছে আরোও অনেক উত্তর প্রকাশ করতে পারেন যা একান্তই আপনার ব্যক্তিগত। কিন্তু এখানে আমি কয়েকটি শিক্ষার কথা বলছি যা তিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন।

আমি যখন কঠিন পরিশ্রম করেছি ও সফলতা লাভ করেছি, দখন খুব সহজেই অহংকারের ভাব আমার মনে চলে আসতে পারে। হয়তো, আমি বেশ জ্ঞানী ছিলাম তাই অন্যদের সামনে আমার সফলতা নিয়ে অহংকার করি নি। কিন্তু, আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে সেখানে কি আত্ম-অহংকার বা তৃপ্তি ছিল? অহংকার বিশেষ করে নেতাদের জন্য মারাত্মক একটি গর্তের মতো। এই শিক্ষাটি নবুখদনিৎসর খুব ভালোভাবে শিখিয়েছেন, যিনি কিছু করার আনন্দ পাবার পরে একটি সাবধানবানীমূলক দর্শণ পেলেন এবং

তারপরে তার জীবনে মারাত্মক হীর অবস্থা নেমে এলো। সেই সাবধানবানীটি শুনুন: আর যাহারা স্বগর্বে চলে তিনি তাহাদিগকে নম্র করিতে সমর্থ (দানিয়েল ৪:৩০-৩৭)।

এমন অনেক সময় আসে যখন আমরা আমাদের সফলতার মধ্যে সরাসরি ঈশ্বরের কাজ দেখতে পাই- এমন এক সুযোগ যখন আশ্চর্যভাবে খুলে (বা বন্ধ করে) দেয়, পবিত্র আত্মার একটি মৃদু শান্ত স্বর যা আমাদেরকে কঠিন কিন্তু অস্বাভাবিক সিদ্ধান্ত নিতে পরিচালিত করে, কোন স্বর্গীয় নির্দেশনা যা হয়তো পাওয়া যায় পরস্পরের সঙ্গে হালকা কথাবার্তার মধ্যেও। কিন্তু আমরা যখন অনেক সময় ধরে কঠিন পরিশ্রম করি ও তার ফলে কোন লক্ষ্যে পৌছাই, এবং আমাদের আশেপাশের লোকেরা আমাদেরকে অভিনন্দন জানায়, তখন খুব সহজেই আমরা তাঁকে ভুলে যেতে পারি যিনি আমাদেরকে দেখবার জন্য চোখ দিয়েছিলেন, শুনকার জন্য কার, চিন্তা করবার জন্য মস্তিষ্ক, পড়াশুনা করবার জন্য শিক্ষার সুযোগ, ভালোবাসায় পূর্ণ পিতামাতাদের দিয়েছিলেন যারা আমাদের শিমুকাল হতে যত্ন আত্যি করে এসেছেন। এটি চিন্তা করা খুব সহজ যে আমরা আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টাতে বিজয়ী হয়েছি, এবং ঈশ্বরের কাছে ও যারা আমাদের যাত্রাপথে আমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুলে যাই। আমরা যখন আমাদের আনন্দের বিষয়ে চিন্তা করি, আমরা তখন ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনি যদি তা কখনও না করে থাকেন, তাহলে যারা আপনার জীবনে বিশেষ অবদান রেখেছেন. তাদের কাছে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতার একটি ছোট চিঠি বা ইমেইল লিখে ফেলুন।

যদি আপনি দুঃখ বা ভয়ের মধ্যে আছেন যে "অতীতই সব চেয়ে ভালো ছিল" তাহলে ঈশ্বরের পুস্তকে লেখা গীতসংহিতা ১৩৯:১৬ পদটি স্মরণ করুন:"তোমার চক্ষু আমাকে পিন্ডাকার দেখিয়াছে, তোমার পুস্তকে সমস্তই লিখিত ছিল, যখন সে সকলের একটিও ছিল না।" আপনার শরীরের মধ্যে যতোক্ষণ শ্বাস থাকবে, মনে রাকবেন ঈশ্বরের রাজ্য বৃদ্ধির জন্য আপনার হাতে ঈশ্বরের একটি কাজ করবার থাকবে। প্রশ্নটি হলো এই যে আপনি কি আপনার অতীত হতে অনেক দূরে সরিয়ে আপনার ভবিষ্যতে তাঁর স্বপ্ন দেখতে খুঁজবেন কি-না।

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

এ, আর, বার্ণার্ড তাঁর বিশেষ খ্যাত উপদেশ "আপনার দর্শনই আপনার ভবিষ্যত" এর মধ্যে সাবধানর বাণী উচ্চারণ করেছিলেন "স্বপ্ন ছাড়া কোন মানুষ হলো ভাবষ্যত ছাড়া কোন মানুষ যে সব সময় তার অতীতের মধ্যে ডুবে থাকে।"প্রভু যীশুর মৃত্যুর পরে প্রেরিত পিতর অন্য শিষ্যদেরকে আবার মাছ ধরতে নিয়ে গিয়েছিলেন। নওমী তাঁর স্বামী ও ছেলেদের মৃত্যুর পরে ইস্রায়েলে ফিরে গিয়েছিলেন, এবং আদম এদনে ফিরে যেতে পারতেন যদি ঈশ্বর তাকে সেখানে যেতে বাধা না দিতেন। যদি আপনি মনে করেন যে আপনি এখনও অতীতের মধ্যে বাস করছেন, তাহলে আপনার কাছে একটি পশ্ন করা যেতে পারে, সেটি হলো- ঈশ্বর আপনাকে ভবিষ্যতের জন্য যে দর্শণ দিয়েছিলেন সেটি কি আপনি নষ্ট করে ফেলেছেন? (যিরমিয় ২৯:১১)।

আবেগজনিত ক্ষতের আরোগ্য

আমাদের সকলেই আমাদের জীবনে এমন অভিজ্ঞতা লাভ করেছি যখন মনে হয়েছে যে আমাদের চারিপাশের পৃথিবী যেন ভেঙ্গে চুড়ে শেস হযে যাচ্ছে। যেমন হয়তো কোন প্রিয়জনের হঠাৎ মৃত্যু, কোন ডাক্তারের মারাত্মক কোন কথা, চাকুরি চ্যুতি, আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া, কোন কিশোরের বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা, কোন বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা, সম্পর্ক ভেঙ্গে যাওয়া, বা আগের অধ্যায়ে আপনি যারা আপনার জীবনে "কঠিন সময়" আনতে অবদান রেখেছিল তাদের বিষয়ে আপনি ব্যক্তিগতভাবে যাদের নাম উল্লেখ করেছেন। সেই সব সময়ে আমরা আবেগজনিত যে ক্ষতে ভূগি, সেগুলো অনেক বছর ধরে আমাদের মনের ভিতরে থাকতে পারে, কিন্তু আবার যখন সবচেযে কম আশা করি তখনই সেটি বের হয়ে আসে। তা যা আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া, ও অন্যান্যদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়ে রাগ, ভয়, পরিত্যাগ, বাতিল হওয়া, হতাশা, আতঙ্ক, লজ্জাবোধ, পাপবোধ, বা অন্য কোন রকমে সেটি বের হয়ে আসতে পারে। এখানে প্রশ্নটি হলো- যদি আমরা পরিত্রাণ লাভের সময়ে তাৎক্ষণিকভাবে এই সব রোগ হতে সুস্থ্য না হই তাহলে কীভাবে আমরা সেটি পেতে পারি? সেটি কি সম্ভব?

আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, প্রভু যীশুই আরোগ্যদাতা, তিনি শুধু শারীরিক ব্যথা ও অসুস্থতা থেকে সুস্থ্য করেন না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাদের আবেগজনিত সমস্যা হতেও মুক্ত করেন। তিনি ভগ্ন-আত্মার সুস্থকারী। তিনি আশ্চর্যভাবে সেই সব ক্ষত তাৎক্ষণিকভাবে দূর করে দিতে পারেন, বা, যখন প্রতিটি স্তর তাঁর কাছে সমর্পিত হয়, তিনি নরমভাবে পিয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো করে- এক একটি স্ড়র এক একবারে সেই আত্মা সুস্থ করেন। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি- শারীরিক ও আবেগজনিত বা মানসিক ক্ষতের মধ্যে অনেক একই ধরণের সমান্তরাল স্তর রয়েছে। আর এগুলোর প্রত্যেকটির সুস্থীকরণের ধরণও একই রকম। 'পেটের ভিতরের (অ্যাবডমিনাল) ক্ষতের চিকিৎসার' চেয়ে চামড়ার উপরে একটি কাটার জন্য অনেক কম চিকিৎসা, যত্ন ও সময় প্রয়োজন। পরেরটিতে তাড়াতাড়ি মূল্যায়ন, ঔষধের প্রয়োগ, ব্যান্ডেজ ও কিছু সময়ের প্রয়োজন। একইভাবে বাহ্যিক কিছু আবেগজনিত ক্ষতের জন্য- যেমন কঠিন কিছু কথা, রাগের মাথায় ঝগড়া ঝাঁটি, ইত্যাদিতে- তাৎক্ষণিকভাবে আঘাতের ক্ষত সৃষ্টি হয়, কিন্তু দ্রুত মূল্যায়ন, ক্ষমা চেয়ে নেওয়া, পুনরায় ভালো সম্পর্ক সৃষ্টি করা ও ভালোবাসা, ও সম্মান করাই হবে উপযুক্ত চিকিৎসা।

পাঠ ৪: আমার অতীতের সমস্যার সমাধান

নোটস

এই বিষয়টি খুব তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যায় ও সহজেই ভুলে যায়। হিতোপদেশ ১৯:১১ পদে কতো সুন্দরভাবে বলা হয়েছে: "মানুষের বুদ্ধি তাহাকে ক্রোধে ধীর করে, আর দোষ ছাড়িয়া দেওয়া তাহার শোভা।" কিন্তু গভীর মনের ক্ষতগুলো অতো সহজে সুস্থ হয় না- যেমন নিকটতম বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা, একচন বিশ্বস্ড় উপদেষ্টার প্রতারণা, একজন প্রতিজ্ঞা করেও তা রাখে নি, কোন ঝগড়া যা সমাথান হয় নি তার ফলে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়, হয়েছে, বা কোন অন্যায্যতা- এগুলো এতো তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়া যায় না। এর জন্য প্রয়োজন বিশেস যত্ন। এগুলোর যদি চিকিৎসা না করা হয়, তাহরে এই মানসিক ব্যথাগুলো শারিরীক অসুস্থতার মতোই বাড়তে পারে ও ছড়িয়ে যায়, ফলে সমস্ত শরীর আক্রান্ত হয়ে পড়ে। কোন মানসিক আঘাতটি বাড়তে পারে তখনই যখন আমরা প্রার্থনাপূর্বক তার সমাধান না করে সেটির বিষয়ে চিন্তা করতে থাকি। অথবা, সেই তিক্ততাকে আমাদের হৃদযের গভীরে প্রবেশ করতে দিই (ইব্রীয় ১২:১৫)। আমরা নিজেদেরকে দোষমুক্ত বরে মনে করি ও দাবী করি যে আমরা চাই যেন কেবলমাত্র "সত্য" ও 'ধার্মিকতা' বজায় থাকে। কিন্তু, আমাদের হৃদয়ের অন্তস্থলে একটি বাড়তে তাকা ক্ষত সমস্ত হৃদয়ে ও

আমাদের অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে সম্পর্কে বিষ ছড়াতে থাকে। কেবলমাত্র প্রকৃত ক্ষমার মধ্য দিয়েই সুস্থতা ও স্বাধীনতা আসে। এ বিষয়ে পবিত্র বাইবেল খুবই স্পষ্ট। ক্ষমা খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য কোন ঐচ্ছিক বিষয় নয়। মথি ৬:১৫ পদে প্রভু যীশু বলছেন, "কিন্তু তোমরা যদি লোকদিগকে ক্ষমা না কর, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন না।"
ক্ষমার মানে এই নয় যে সেই ব্যক্তিটি যা বরেছে বা যা করেছে তা দুঃখজনক ছিলনা, বা সেটি তারা আবার করতে পারে। আর, ক্ষমার মানে সব সময় এই নয় যে, সেই ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক তৈরী করতে হবে। যদি সেই ব্যক্তি বা তারা তাদের বুল স্বীকার না করে, এবং আবারি আমাদে কে কষ্ট দিতে পারে, তাহলেও আমরা তাদেরকে ক্ষমা করতে পারি , কিন্তু তাদেরকে একটু দূর থেকে ভালোবাসবো। আমাদের জন্য ক্ষমা নয়, তাই ক্ষমা না করার বিষ অন্যদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে নষ্ট করে না বা যে ব্যক্তি আমাদেরকে কষ্ট দেয় তার সঙ্গে আমাদেরকে বেঁধে রাখে।

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

নোটস

তাই, আমরা কীভাবে বলতে পারি যে আমরা প্রকৃতভাবেই আমাদের অতীত কোন কষ্ট বা দুঃখদায়ীকে ক্ষমা করে দিয়েছি? যখন সেই ঘটনাটি আমাদের বর্তমানের কোন সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত আর করে না, আমরা তখন বুঝতে পারি যে আমরা আমাদের উপরে সেই পাপের শক্তি থেকে আমরা মুক্ত হয়েছি। মনে রাখবেন, ক্ষমা করা আমাদের একটি অবিরাম প্রক্রিয়া, এটি কোন একবারের জন্য কোন ঘটনা নয়।
যখনই সেই দুঃখের কথা মনে আসে, আপিন ক্ষমা করে দিতে মনস্থির করুন। এ চাড়াও অনেক গভীর 'পেটের ভিতরের ক্ষতের চিকিৎসা' ধরণের মানসিক ক্ষতের ফলে দারুণ যন্ত্রণা, নির্যাতন, বা অন্য কোন ধরণের সহিংসতার অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগতভাবে পাওয়া যায়- সেটি হতে পারে সেই ঘটনার শিকার হয়ে বা তার সাক্ষী হয়ে। প্রভু যীশু এখনও আমাদের আত্মার ও মনের সুস্থকারী। তাঁর নরম ভালোবাসার স্পর্শের দ্বারা সকল গভীর দুঃখময় যন্ত্রণা সুস্থ হওয়া সম্ভব। শারীরিক যন্ত্রণার মতো মানসিক ও আত্মিক ক্ষতও প্রায়ই খুব গভীর হতে পারে এবং তা বাইরে থেকেও দেখা যায়- যেমন পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক ভেঙ্গে যাওয়ার

সুতো, রেগে যাওয়া ও তিক্ততায় পূর্ণ কথাবার্তা, বৃদ্ধি পাওয়াকে বাঁধা দেওয়ার মতো ভয় ও অনিশ্চয়তা। আর, যেমন শারীরিক ক্ষতের সুস্থতার সময়ে, তেমনি প্রভু যীশু মানসিক ও আত্মিক ক্ষতগুলোও একেবারে ভিতর থেকে বের করে নিয়ে এসে সুস্থ করেন।

আমরা কেমন করে বলতে পারি যে যদি আমাদের অতীত থেকে আমাদের মনে কোন মানসিক ক্ষত থাকে, সেগুলো হতে সুস্থ হবার জন্য আমাদেরও কিছু করবার আছে? আমাদের অনেকে এমন এমন সময়ের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি যখন কোন ব্যক্তি আমাদেরকে কিছু বলেছে বা করেছে, এবং আমরা দেখতে পেয়েছি যে আমরা হঠাৎ করে তার বিরুদ্ধে কিছু করেছি যা সেই অবস্থায় অযোগ্য। এটি কেমন করে হলো? প্রায়ই, এটি কোন ভিতরে থেকে যাওয়া ক্ষত আমার সেই শত্রু প্রলুব্ধ করে খারাপ কাজ করতে ব্যবহার করেছে, এটি হতে পারে কোন কোন সময় আমাদের কঠিন সময়ে আমরা বিশ্বাস করেছি এমন একটি মিথ্যা কথা। সেই মিথ্যা কথাটি আমাদেরকে বন্দী করে রাখে যতোক্ষণ পর্যন্ত না সত্য বেরিয়ে আসে ও আমাদেরকে স্বাধীন করে (যোহন ৮:৩২)।

৩২

পাঠ ৪: আমার অতীতের সমস্যার সমাধান

মানসিক ও আবেগজনিত সুস্থীকরণের ও স্বাধীনতার অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আমরা কোন পদক্ষেপ নিতে পারি? (নোট: আপনি নীচের এই পডদক্ষেপগুলো নিতে নিতে নিশ্চয়ই আত্মিকভাবে পরিপক্ক বিশ্বস্ত বন্ধুকে নিয়ে এ বিষয়ে প্রার্থনা করবেন।)

০১. স্বর্গীয় পিতার সামনে আপনি নীরবে আসুন ও তাঁর সাহায্য ও সুস্থীকরণের জন্য প্রার্থনা করুন।

০২. আপনার ক্ষতের মুলে যে পরিস্থিতিটি ছিল সেটি দেখিয়ে দেবার জন্য আপনি পবিত্র আত্মাকে অনুরাধ করুন। তিনি হয়তো আপনার মনে আপনার অতীতের কোন ঘটনার বিষয়ে নিয়ে আসবেন, বা হয়তো, ঈশ্বরের আত্মার মৃদু স্বর আপনার হৃদয়ে কথা বলবেন। আপনি যা পাবেন তাতে আপনি অবাক হয়ে যেতে পারেন, কিন্তু তাঁর পরিচালনার উপর নির্ভর করুন।

০৩. আপনি তাঁকে জিজ্ঞেস করুন যে তিনি কি সেই ঘটনার বিষয়ে আপনাকে কিছু জানাতে চান কি-না, এবং তার ফলে আপনি কি কোন মিথ্যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন কি-না। যা কিছু ঈশ্বরের বাক্যের বিরোধী তা-ই শয়তানের মিথ্যা। যেমন, "আমাকে কেউ-ই ভালোবাসে না" কথাটি দিয়াবলের মিথ্যা।" আমাকেই আমার বিষয়টি দেখে নিতে হবে, কেউ আমাকে তা করে দেবে না" এটি হলো শয়তানের আরেকটি মিথ্যা।

০৪. আপনি অনুতাপ করুন এবং ঈশ্বরকে বলুন যেন তিনি আপনাকে ক্ষমা করেন। শয়তানের কোন মিথ্যা কথা বিশ্বাস করা পাপ। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আরোও পাপ হয়তো আছে যেগুলো আপনি করেছেন। যেমন, ভ্রান্ত বা লুকানো বিদ্যায় বিশ্বাস করা পাপ, এবং ইচ্ছেপূর্বক আসক্তিমূলক কাজে রত থাকা পাপ।

০৫. আপনি ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করুন যে এমন কেউ কি আছেন কি-না যার কাছে আপনার ক্ষমা চাইতে ও পেতে হবে এবং ঈশ্বর আপনাকে যা করতে বলেন তা আপনি পালন করুন। আপনার হৃদয়ে ক্ষমা না করার মনোভাব একটি পাপ। ঈশ্বরের ক্ষমার ও তাঁর সুস্থীকরণের ক্ষমতার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিতে ভুলবেন না। যদি সেই সব কঠিন সময়গুলো খুবই কষ্টকর হয়ে থাকে, ও আপনার জীবনে খুব নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, তাহলে কেন প্রেমময় ঈশ্বর সেই সব দুঃখ ও বেদনা থেকে রক্ষা করবেন না? আমাদের মধ্যে বেশীরভাগ লোক এ কথা সত্য বলে স্বীকার করবেন যে সেই দুঃখ বেদনার কঠিন সময়ের মধ্যেই আমরা আরোও দৃঢ় হয়ে উঠেছি, এবং তাঁর ইচ্চার উপরে আমাদের উচ্ছাগুলো সমর্পণ করেছি ও সেই সময়ে তাঁর দিকে আরোও ঝুঁকে পড়েছি।

মুখস্থ পদঃ

যোহন ৮:৩২- আর তোমরা সেই সত্য জানিবে, এবং সেই সত্য তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে।

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

২ করিন্থীয় ১০:৪-৫; কারণ আমাদের যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র মাংসিক নহে, কিন্তু দুর্গসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে পরাক্রমী। আমরা বিতর্ক সকল এবং ঈশ্বর-জ্ঞানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমস্ড় উচ্চ বস্তু ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি, এবং সমুদয় চিন্তাকে বন্দি করিয়া খ্রীষ্টের আজ্ঞাবহ করিতেছি;

১ করিন্থীয় ১০:১৩; মনুষ্য যাহা সহ্য করিতে পারে, তাহা ছাড়া অন্য পরীক্ষা তোমাদের প্রতি ঘটে নাই; আর ঈশ্বর বিশ্বাস্য; তিনি তোমাদের প্রতি তোমাদের শক্তির অতিরিক্ত পরীক্ষা ঘটিতে দিবেন না, বরং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষার পথও করিয়া দিবেন, যেন তোমরা সহ্য করিতে পার।

মূল সত্যঃ

আমাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা যেন আমরা আমাদের অতীত হতে মুক্ত হই, তাঁর সত্যের আলোকে আমরা যেন সেই অতীতকে পর্যালোচনা করতে পারি - পাপের ক্ষমা পাই, বিবেক পরিশুদ্ধ হয়, ক্ষত সকল আরোগ্য হয়, শপরাজিত হয়, ভয় দূরীভূত হয় এবং প্রেম পুনঃস্থাপিত হয়।

আপনার প্রতিক্রিয়া/সাড়াদানঃ

যদি আপনি নিজেকে অনবরত আপনার জীবনের বিশেস কয়েকটি বিষয় নিয়ে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইতে দেখেন, তাহলে তাঁর সাথে কিছুটা সময় একসঙ্গে কাটান, তাঁকে বলুন যেন তিনি আপনাকে দেকিয়ে দেন কেন সেই বিশেষ বিষয়ের উপরে আপনি বিজয়ী হতে পারছেন না। আমার জন্য এই বিষয়টি ছিল- অহংকারের পাপ। একদিন যখন আমি আরেকবার ক্ষমা চাইলাম, আমি অনুভব করলাম যে প্রভু আমাকে বলছেন,"তুমি কি সত্যিই তা হতে মুক্ত হতে চাও?" সত্যি করে বলতে, আমি আসলেই সেটি থেকে যে মুক্ত হতে পারি তা কখনই ভাবি নি। তাই সঙ্গে সঙ্গে আমি উত্তর দিলাম,"হ্যাঁ"। পরবর্তী পনের মিনিটে, আমি মনের মধ্যে এমন সমস্ত দৃশ্যে অবতারণা দেখতে পেলাম যে আমি অনেকের সাথে (আমার বোন, বন্ধুদের, স্বামী) প্রতিযোগিতা করছি এবং জয়ী হবার অভিজ্ঞতা পাচ্ছিলাম। এর পরে প্রভু আমাকে দেখালেন কীভাবে সেই প্রতিযোগিতামূলক আত্মা অন্যদের সঙ্গে আমার সম্পর্ককে প্রবাবিত করেছে এবং আমি হিংসায় পূর্ণ হয়েছি ও তা আমার আত্মার গভীরে গিয়ে স্থান দখল করে নিয়েছে। সেই ঘটনাটিই ছিল আমার স্বাধীনতা পাবার যাত্রার আরম্ভ। ঈশ্বর আপরা সঙ্গে কোন বিষয়ে কথা বরতে চাইছেন?

এ বিষয়ে যদি আরোও জানতে চান তাহলে পড়ুন:

থিওফসটিক প্রেয়ার মিনিস্ট্রি : লেখক- এড এম স্মিথ (স্মিথ, ২০০৫)

টোটালী ফ্রি :লেখক- রবার্ট মরিস (মরিস, ২০১৫)

ব্রেকিং ফ্রি: লেখক- বেথ মুর (মুর,১৯৯৯)

ফরগিভ অ্যান্ড ফরগেট: লেখক- লুইস স্মিডস (স্মিডস, ১৯৮৪) { HYPERLINK "http://www.immanuelapproach.com" }

লণ্ড আছে

পাঠ ৫: ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সম্পর্কের যত্ন করা

ঠিক যেভাবে আমরা আমাদের দেহের যত্ন নেবার ও সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য শারীরিক ব্যায়াম করি, সেভাবে আমাদের আত্মিক পেশী দৃঢ় করার জন্য ও আত্মিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করতে হবে। এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে আমরা এই উদ্দেশের জন্য উপযুক্ত বারোটি ভিন্ন ভিন্ন নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করবো। আপনি সেগুলোর সব ক'টি প্রতিদিন বা জীবনের প্রতিটি সময়কালে ও পরিস্থিতিতে ব্যবহার করবেন না। কিন্তু, জেনে রাখুন যে, এই নীতিমালাগুলো আছে ও সেগুলোকে বহু শতাব্দী ধরে অনেক

খ্রীষ্টিয়ানেরা ব্যবহার করে আসছেন। প্রভু যীশু যখন এ পৃথিবীতে ছিলেন তখন তিনি নিজে এর প্রত্যেকটির আদর্শ ছিলেন। আপনি যখন নিজে এই নিয়মগুলোগুলো চর্চা করতে শিখবেন, আপনি আত্মিকভাবে বেড়ে উঠতে ও ঈশ্বরের সাথে আরোও গভীর সম্পর্ক স্থাপন ও বৃদ্ধি করতে পারবেন। এই নীতি নিয়মগুলো আপনাকে জানতে সাহায্য করবে যে আত্মিক জগত বলতে কিছু আছে যা এই জাগতিক জগত থেকে এতো পৃথকভাবে আপনার কাছে উপস্থিত হয় যা শুধু আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝতে পারি। সু-খবরটি হলো এই যে, এই নীগুলো পালন করবার জন্য আমাদেরকে বিজ্ঞ ধর্মতাত্বিক হওয়ার দরকার নেই। শুধু আমাদের যা দরকার তা হলো ঈশ্বরের জন্য আকাঙ্খী একটি হৃদয় (গীত ৪২:১,২)।

এই এগুলো যেন ধর্মীয় ব্যবস্থা বা আত্মিক মাপকাঠি, সেভাবে 'ব্যায়ামগুলো' করা আমাদের লক্ষ্য নয়। আমাদের নিজেদের পাপ ও আত্মকেন্দ্রিকতা নিয়ে কাজ করাই লক্ষ্য।

নোটস

আমরা যদি এগুলোকে আমাদের ইচ্ছা শক্তি ও দৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে কাজ করি, আমরা ফরীশীদের মতো হয়ে যাবো, যারা হৃদয়ের বিষয় নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বাহ্যিক উপায় ব্যবহার করতো। ফলে, এটি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে আমরা বিফল হয়েছি কারণ, "হৃদয় হতে যা উপচে ওঠে, মুখে তা-ই বের হয়" (মথি ১২:৩৪)। কেবলমাত্র ঈশ্বরই আমাদের হৃদয় রূপান্তরিত করতে পারেন। কিন্তু, এই নীতি নিয়মগুলো ঈশ্বরের জন্য আমাদের হৃদয় প্রস্তুত করবে যেন আমরা তাঁর কাজ করতে পারি। বীজবপকের দৃষ্টান্তে, প্রভু যীশু বলেছিলেন যে বীজ হলো ঈশ্বরের বাক্য, এবং জমি হলো আমাদের হৃদয়। আপনি এই নীতি নিয়মগুলোকে আপনার হৃদয়ের জমি প্রস্তুত করার সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারেন যেন ঈশ্বরের বাক্যের বীজ জমির ভিতরে প্রবেশ করে শিকড় ছড়ায় ও বৃদ্ধি পায় (গালাতীয় ৬:৮; লূক ৮:৫-৮)। 'আমি তোমাদিগকে যে বাক্য বলিযাছি তৎপ্রযুক্ত তোমরা এখন পরিস্কৃত আছ' (যোহন ১৫:৩)।

অংশ- ১: আত্মার শৃঙ্খলার নীতি ও নিয়মকানুন

১. আরাধনা:

প্রভু যীশু কূপের পাড়ে মহিলাটিকে বলেছিলেন যে ঈশ্বর সক্রিয়ভাবে তাদেরকে খুঁজছেন যারা তাঁকে আত্মায় ও সত্যে ভজনা করবে (যোহন ৪:২৩)। তার অর্থ কী? এ বিষয়ে একটু চিন্তা করুন। আমি মনে করি যে তিনি তাদেরকে খুঁজছেন যারা প্রেমে ও

সরলতায়, সততায়, খোলাখুলিভাবে, মুক্ত হৃদয়ে তাঁর কাছে আসবে। তাদের মধ্যে কোন ছল চাতুরি, বা গোপন পাপ বলে বা গুপ্ত চাওয়া পাওয়া বলে কিছু থাকবে না। তারা ঈশ্বরকেই তাঁর প্রাপ্য সম্মান করবে। তা ছাড়া, গীত ৯৫:৬ পদে লেখা আছে 'আইস আমরা প্রণত হই, আমাদের নির্ম্মাতা সদাপ্রভুর সাক্ষাতে জানু পাতি'। আমরা আক্ষরিকভাবে আমাদের জানু পাতি বা না পাতি, যখন আমরা আমাদের ঈশ্বরকে আরাধনা করি আমাদের হৃদয়ে তাঁর প্রতি নত নম্রতা ও শ্রদ্ধার ভাব থাকা উচিৎ। তাঁকে আরাধনা করতে হবে "পবিত্র শোভায়" "তাঁহার পাদপীঠে" "নির্দোষ অঞ্জলী ও বিমল অন্তঃকরণ" (গীত ২৯:২; ৯৯:৫ ,২৪:৪) নিয়ে ।

পাঠ ৫: ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সম্পর্কের যত্ন করা

আমাদের স্বেচ্ছায় আরাধনা ও প্রশংসাই ঈশ্বর খোঁজেন। এটির কারণ এই নয় যে তিনি তাঁর নিজের অহমিকাকে বড় করে দেখেন, কিন্তু এই আরাধনার ফলে আমাদের মধ্যে কী হয় সেজন্য। আমরা যতো তাঁর গৌরব ও ক্ষমতা, মহত্ব ও পবিত্রতা স্বীকার করি, ও তাঁর উপস্থিতিতে সময় কাটাই, আমাদের সমস্যা ও আমাদের পরিবেশ পরিস্থিতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করে।

আরাধনা বহু ধরণের হতে পারে- আরাধনা সঙ্গীত শুনে আমাদের হৃদয় মন শান্ত হয়, সমবেত উপাসনায় একত্র হতে পারি, আত্মাতে গান করি, আত্মাতে প্রার্থনা করি, জানু পেতে, গভীর শ্রদ্ধায় তাঁর সামনে মাথা নত করা, তাঁর কাছে আত্ম সমর্পণের জন্য হাত তুলে রাখা, বা আত্মিকভাবে তাঁর উপস্থিতির মধ্যে প্রবেশ করার জন্য যা দরকার তা করা। প্রেমে, সম্মানে, ও প্রশংসায় আমাদের আত্মা তাঁর আত্মার সাথে সংযুক্ত হওয়ার চেয়ে আমাদের শারীরিক ভঙ্গী কম গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর উপস্থিতির মধ্যে আকাঙ্খা নিয়ে, তাঁর কাছে আপনার সব কিছু দিয়ে উপস্থিত হোন।

২. পাপ স্বীকার

সুসমাচারের কেন্দ্রীয় সত্যটি হলো এই যে প্রভু যীশু আমাদের পাপের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন। আমাদের পাওনা শাস্তি তিনিই বহন করেছেন যেন আমরা ক্ষমা পাই, পরিষ্কৃত হই, ঈশ্বরের সঙ্গে আবার মিলিত হই এবং অনন্ত জীবন পাই। ১ যোহন ১:৯ পদে বলা হয়েছে: আমরা যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং তিনি আমাদের পাপ সকল ক্ষমা করিবেন

ও আমাদের সকল অধার্মিকতা হইতে মুক্ত করিবেন।" বাস্তব সত্য হলো এই যে, আমাদের নতুন জন্ম লাভ করার পরেও, পাপ আমাদের আঁকড়ে ধরে থাকে, এবং প্রতিদিন আমরা এমন সব কাজ করি ও চিন্তা করি যা পবিত্র আত্মাকে কষ্ট দেয়। আমরা প্রায়ই বিস্তারিতভাবে সেই সকল পাপের সামনাসামনি হতে চাই না, আমাদের দূর্বলতা স্বীকার করে আরে একবার ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেতে চাই না। যদি আমরা আত্মিকভাবে বৃদ্ধি পেতে চাই, আমরা আমাদের জীবন পরীক্ষা না করে এগিয়ে যেতে পারি না।
প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে বলুন যেন তিনি আপনার কাছে সেই সব বিষয় প্রকাশ করেন যা আপনি করেছেন বা চিন্তা করেছেন ফলে তাঁর হৃদয়কে কষ্ট দিয়েছেন। তাহলে তাঁর বক্তব্য শুনুন,"হে ঈশ্বর আমাদিকে অনুসন্ধান কর, আমার অন্তকরণ জ্ঞাত হও, আমার পরীক্ষা কর, আমার চিন্তা সকল জ্ঞাত হও; আর দেখ, আমাতে দুষ্টতার পথ পাওয়া যায় কি না, এবং সনাতন পথে আমাকে গমন করাও" (গীত ১৩৯:২৩,২৪)। হৃদয়ের পাপগুলোও (যেমন গর্ব, ভয়, হিংসা, রাগ), মাংসের পাপগুলো (যেমন অলসতা, পেটুক, ব্যভিচার), যা কিছু করা হয়েছে এবং আপনার করা উচিৎ ছিল কিন্তু করেন নি, বলেন নি, চিন্তা করেন নি, সেই পথে যান নি।

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

যখন পবিত্র আত্মা আপনার কাছে সব কিছু প্রকাশ করবেন, অনুতাপ করুন, এবং দাঁর কাছে ক্ষমা চান। তাঁর আরোগ্য ও শুদ্ধকা গ্রহণ করুন। পাপ ক্ষমার সময়ের শেষে গীত ৫১:১০ পদ স্রণ করুন: "আমার অন্তরে সুস্থির আত্মাকে নতুন করিয়া দাও, হে সদাপ্রভু। "সমস্ত দিন ধরে এই চর্চাটি করুন ও ঈশ্বরের সাথে ছোট ছোট প্রার্থনা করুন। য়খনই ও যেখানেই পবিত্র আত্মা আপনাকে পাপের বিষয়ে দোষী সাব্যস্ত করেন, তৎক্টষণাৎ অনুতাপ করুন ও তাঁর কাছে ক্ষমা চান। এই বিষয়টি থুব দীর্ঘ সময় ধরে আত্মার অনুসন্ধানের জন্য করতে হবে, তা নয়। রাস্তার উপরে হাঁটু পাততে বা মাথা নতও করতে হবে না। আপনার আত্মাকে তাঁর আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করতে দিন। মনে রাখবেন যে তিনি আপনাকে ভালোবাসেন এবং আপনার সাথে প্রতি মুহুর্তে অন্রঙ্গ হতে চান, তাঁর উপস্থিতির অভিজ্ঞতা ও শান্তি আপনাকে জানাতে চান (১ থিষলনীকীয় ৫:১৭)।

আপনার জীবনে এমন সময় আসতে পারে যখন পাপের শক্তি এতো বেশী হতে পারে বা ক্ষত এতো গভীর হতে পারে যে আপনি পাপবোধ বা তিক্ততা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছেন না। প্রাচীণকালে খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে একটি অভ্যাস ছিল যখন তারা একজন জ্ঞানী ও বিশ্বস্ত বিশ্বাসীকে খুঁজে বের করতেন যিনি তাদের কথা শুনতেন ও জোরে জোরে ঈশ্বরের কাছ থেকে পাপের ক্ষমার কথা তাদেরকে শোনাতেন (যাকোব ৫:১৬)।

৩. প্রার্থনা

যদি ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান হন, তাহলে আমরা কেন প্রার্থনা করি? প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা পিতা ঈশ্বরের সাথে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করি। প্রার্থনা করা মানে পরিবর্তন করা। আমরা ঈশ্বরের ও তাঁর পবিত্রতার যতো কাছে আসি, আমরা ততোই আমাদের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ও খ্রীষ্টের সাথে একাত্ম হবার প্রয়োজনীয়তা দেখতে পাই। যদি আমরা একটু সময় নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, ও তাঁর কাছ থেকে উত্তর শোনার জন্য অপেক্ষা করি, আমরা তাঁর স্বর শুনতে পাবো। যদি আপনি অনিশ্চয়তায় থাকেন যে আপনি কি সত্যিই তাঁর স্বর শুনছেন কি-না, তাহলে আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন আপনি যেখাবে তাঁর কথা শুনছেন তা ঈশ্বর যেভাবে আপনার কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন তার সঙ্গে একই রকম কি-না। আমরা ফোনের মাধ্যমে আমাদের একজন বন্ধুর স্বরকে চিনতে পারি কারণ আমরা তঁকে প্রায়ই কথা বলতে শুনেছি। যখন কোন ব্যক্তি একজন বন্ধুর কথা উদ্ধৃতি দেয়, আমরা সেই বন্ধুর চরিত্র জানি এবং সাধারণত বরে দিতে পারি যে সেই উদ্ধৃতিটি ঠিক কি-না। একই ভাবে, পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে আমরা শুনতে পাই ও বুঝতে পারি যে সেটি ঈশ্বরের স্বর কি-না। প্রার্থনা হলো দ্বিমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা! ঈশ্বরের মেষ তাঁর স্বর চিনতে পারে। তিনি আপনার কাছে কতা বলবেন (যোহন ১০:২৭)।

প্রার্থনা এমন একটি বিষয় যা আমরা শিখতে পারি- প্রভু যীশুর কাছ থেকে, যারা কার্যকরভাবে প্রার্থনা করতে শিখেছে সেই বন্ধুদের কাছ থেকে, বাইবেল থেকে

পাঠ ৫: ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সম্পর্কের যত্ন করা

(পবিত্র বাইবেলে যে সমস্ত ব্যক্তিদের প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে), প্রার্থনার উপরে লেখা পুস্তক থেকে (পাঠের জন্য যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সেগুলো দেখুন), এবং চর্চা করে শিখুন।

প্রার্থনা জীবনে পরিবর্তন আনে (যাকোব ৫:১৬, ১ করি ৩:৯)। অসুস্থদের জন্য, বিবাহের জন্য, দেশের সরকারের জন্য, পালকদের ও মিশনারীদের জন্য ,পরিবারের সদস্যদের ও বন্ধুদের জন্য, নিজের সুরক্ষার জন্য, এমন কি যখন ঈশ্বর দেখিয়ে দেন সেই সব আগন্তুকদের জন্য প্রার্থনা করুন।

প্রার্থনার জন্য তিনটা প্রার্থনার নক্সা বা উপায়ের পরামর্শ দেওয়া হলো:

উপায় ১: প্রভুর শিখানো প্রার্থনা- প্রার্থনাটির পরিচিত শব্দ নয় কিন্তু নক্সার উপরে চিন্তা করুন

উপায় ২: প্রেরিতদের কার্যাবলী- স্তবস্তুতি, পাপক্ষমা, ধন্যবাদ, অন্যদের জন্য প্রার্থনা বিনতি

উপায় ৩: প্রার্থনা- প্রশংসা, অনুতাপ, চাওয়া, সমর্পণ করা, আশা করা, গ্রহণ করা

৪.ধ্যান

ধ্যান হলো শুধু মাত্র গভীরভাবে চিন্তা করা । কীভাবে দুশ্চিন্তা করতে হয় তা যদি আপনি জানেন, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই জানেন কীভাবে ধ্যান করতে হয়।

আপনি কী নিয়ে ধ্যান করবেন? পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে যেন আমরা ঈশ্বরের বাক্য, তাঁর ব্যবস্থা তাঁর ভালোবাসা, তাঁর কাজ, তাঁর প্রতিজ্হা ও আশীর্বাদ, এবং তাঁর আশ্চর্য কাজ নিয়ে ধ্যান করি (যিহোশূয় ১:৮; গীত ৪৮:৯; গীত ৭৭:১২; ১১৯:২৭,৪৮; ১৪৩:৫)।

আপনি কীভাবে ধ্যান করবেন? প্রথমে আপনি একটি নির্দিষ্ট সময় ও জায়গা ঠিক করে নিন যেকানে আপনার কোন ব্যাঘাত হবে না। আমি যখন সকালে হাঁটতে বের হই আমি এটি করি। অন্যরা তাদের প্রার্থনা বা পড়ার ঘরে নীরবে বসে করে। আপনার হৃদয়ে ঈশ্বর যেন তাঁর সত্য উন্মোচিত করেন সেজন্য তাঁকে অনুরোধ করুন। যদি পরিবেশ আপনাকে বাঁধা দেয়, তাহলে ঈশ্বরকে বলুন যেন তিনি সেগুলো নিয়ে কী করতে হবে তা যেন তিনি আপনাকে দেখিয়ে দেন বা বলে দেন। যখন আপনি অন্যদের জন্য প্রার্থনা করবেন আপনি ঈশ্বরকে ডেযকে বলুন যেন কীভাবে তাদের পক্ষে প্রার্থনা বিনতি করতে হয় তিনিই দেখিয়ে দেন। সমস্যাগুলো সমাধানের আগে আপনি ঈশ্বরের মৃদু স্বর শুনুন।

আপনি এই ধ্যান হতে কী ফল আশা করতে পারেন? পবিত্র বাইবেরে বলে,"আপনি নিজে অনুতাপ করতে শিখতে পারেন, সেই সঙ্গে বাধ্যতা, জ্ঞান, ঈশ্বরের গুণাবলী , তাঁর ভালোবাসা, তাঁর পবিত্রতা ও তাঁর শক্তি ও পরাক্রমের বিষয়ে নতুন ধারণা পেতে পারেন (গীত ১১৯: ৯৭,১০১,১০২)।

যদি এই বিষয়টি নতুন হয় এবং তাহলে আপনি স্থির ও ধৈর্য ধরে এই নীতি নিয়মটি শিখতে পারেন ।

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

অংশ- ২: প্রাণের শৃঙখলার (মন, ইচ্ছে ও আবেগ) নিয়মকানুন

৫.অধ্যয়ন:

অধ্যয়ন কথাটির অর্থ হলো ঈশ্বরের বাক্যের তাৎপর্য অনুধাবন করা, যেন মনের নতুনীকরণ হয় ও ঈশ্বরের সত্যের কাছে সেই মন সমর্পিত হয় (রোমীয় ১২:২, ফিলিপীয় ৪:৮)। ধ্যানে ঈশ্বর হৃদয়ে যে কথা বলেন তা প্রয়োগ করা হয় কিন্তু অধ্যয়নে শাস্ত্রের মধ্যে ঈশ্বর যা প্রকাশিত করেছেন তার দিকে দৃষ্টিপাত করা হয় ও বোঝার চেষ্টা করা হয় শাস্ত্রে ঈশ্বরের, তাঁর গুণাবলী, তাঁর উদ্দেশ্য ,জীবনের জন্য তাঁর নীতিমালা বুঝতে। "সঠিকভাবে ঈশ্বরের সত্য বিভাজন করার জন্য প্রয়োজন কেন্দ্রীভূত প্রচেষ্টা, বাক্য অনুসন্ধান, ঈশ্বরের আত্মার জ্ঞান। এই অধ্যয়নের বিভিন্ন উপাদান ইন্টারনেটে প্রচুরভাবে পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলোকে সমালোচনামূলকভাবে দেখতে হবে- এগুলো কি পবিত্র বাইবেলের বাকী অংশের সঙ্গে খাপ খায়? আপনি ঈশ্বরের চরিত্র ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চিন্তা করেন ও যা জানেন তার সঙ্গে কি মেলে? অধ্যয়নের জন্য কোন সংক্ষিপ্ত পথ নেই, এর জন্য চাই সময় ও নিজেকে অনুশাসন করা।

অধ্যয়ন শুরুর সময়ে এমন কোন ব্যক্তির সাথে কথা বলুন যাঁর আত্মিক জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রশংসার যোগ্য। কোন বাইবেল ডিক্সনারী, কনকরডান্স (মূল ভাষায় অধ্যয়ন করার জন্য), এবং একটি স্টাডি বাইবেল আপনার অধ্যয়ন আরম্ভ করার জন্য উপযুক্ত। যদি

আপনি ইন্টারনেটে যোগাযোগ করতে পারেন, এমন অনেক ওয়েবসাইট আপনি পাবেন যেগুলো আপনি বিনামূল্যে অধ্যয়নের সহায়িকা হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। এই অধ্যায়ের শেষে এরকম কয়েকটির নাম দেওয়া হলো।

আপনি আপনার প্রতিটি অধ্যয়নের সেশন শুরুতে প্রার্থনা করুন ও পবিত্র আত্মাকে অনুরোধ করুন যেন তিনি আপনাকে অন্তদৃষ্টি ও জ্ঞান দেন। এটি উপায় হলো শাস্ত্রের একটি বড় অংশ সবটুকু এক সঙ্গে পড়া ও সেই সঙ্গে এ বিষয়ে আপনার চিন্তা ও মনের ভাব লিখে ফেলা। এর পরে ছোট ছোট অংশগুলো আরোও গভীরভাবে পাঠ করুন ও ক্রস রেফারেন্স (এ বিষয়ে পবিত্র বাইবেলে কোতা কি লেখা আছে সেগুলো) এবং এই বিষয় সম্পর্কিত অন্যান্য অংশগুলোও পড়ে ফেলুন। আপনার বাইবেলে নোট করুন, আপনার কাছে যে যে অংশগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বরে মনে হয় সেগুলোকে হাইলাইট বা আন্ডারলাইন করুন। এর পরে আপনি কী শিখলেন তা লিখুন।

যদি আপনার পড়ার মধ্যে এমন কিছু থাকে যা আপনি বুঝতে পারছেন না, বা আপনি যা জানতেন বা সত্যি বলে মনে করতেন তার সঙ্গে খাপ খায় না, তাহলে ঈশ্বরকে অনুরোধ করুন যেন তিনি আপনাকে অন্তর্দৃষ্টি দেন (যাকোব ১:৫), কমেন্টারী, বাইবেল ডিক্সনারী ও অন্যান্য স্থান থেকে এ বিষয়ে পড়ে দেখুন যে তারা এ বিষয়ে কী বলেন। আত্মিকভাবে পরিপক্ক ও বিশ্বস্ত কোন ব্যক্তির সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করুন, কিন্তু 'নতুন কোন ধর্মতত্ব' বিষয়ে সাবধান থাকবেন। অন্যদের সাথে আপনার ধারণা নিয়ে আলোচনা করুন ও দেখুন তারা যা বরে সেটি কি পবিত্র বাইবেলের অন্যান্য স্থানে যা লেখা আছে তার সাথে মেলে কি-না।

পাঠ ৫: ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সম্পর্কের যত্ন করা

৬.নির্জনতা

নির্জনতা কথাটির অর্থ হলো একাকী থাকা ও কারো সঙ্গে কথা না বলার আকাঙ্খা করা। আমরা শব্দ ও হৈচৈ এর সঙ্গে এতো বেশী অভ্যস্ত হয়ে পড়তে পারি যে নীরবতা ও নির্জনতা আমাদের কাছে অপরিচিত ও অনাকাঙ্খিত হতে পারে। প্রভু যীশু প্রায়ই তার আশে পাশের লোকদের মধ্য থেকে বের হয়ে এমন কি তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকেও দূরে গিয়ে তাঁর স্বর্গস্থ পিতার উপস্থিতি অনুভব করতে ও তাঁর কথা শুনতে চাইতেন (মথি ৪: ১-১১; লূক ৬:১২; মথি ১৪:১৩,২৩; মার্ক ১:৩৫; ৬:৩১; লূক ৫:১৬)। একাকী থাকাতে আমরা কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই না। আমরা এই নীরব সময় বা মুহুর্তগুলোকে পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে থেকে - হয়তো খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠ আগে, বা রাতে ঘুমাতে যাবার সময়ে , রাস্তায় চলতে চলতে গাড়ীতে বসে বা লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে করতে, কোর নীরব স্থানে কিছু দিন ধ্যান ও প্রার্থনাতে কাটানোর মধ্য দিয়ে- উপভোগ করতে পারি। আমরা যখন আমাদের হৃদং তাঁর সামনে নীরব ও স্থির করি, যখন কোন মনে সমস্যা নিয়ে চিন্তা বা পরিকল্পনা না করে, আমাদের বিগত কথাবার্তার সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে সময় কাটাতে পারি। তিনি আমাদের হৃদয়ে প্রেমে উৎসাহ দিয়ে কথা বলবেন, আমাদের জীবনের জন্য তাঁর নির্দেশনা দেবেন, যে সমস্ত বিসয় আমাদেরকে সমস্যা দেয় সেগুলো সম্বন্ধে আমাদেরকে অন্তর্দৃষ্টি দেবেন (যিশাইয় ৩০:১৫)। আমরা যখন নিরবতা ও ধ্যানের অভ্যেস গড়ে তুলবো, আমরা হৃদয়ে শক্তি ও শান্তি পাবো, সন্তুষ্টির এক

আন্তরিক শান্তি পাবো যা অন্যদের প্রয়োজন সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা ও তাদের দুঃখ বেদনা সম্বন্ধে আমাদের ভালোবাসা বাড়িয়ে দেবে ।

৭. সমর্পণ বা বশীভূত হওয়া

সমর্পণের অর্থ হলো অধীনে থাকার প্রয়োজনীয়তা ও আমাদের নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে চলা হতে মুক্ত হওয়া। এই সমর্পরেণর দ্বারা আমরা আমাদের ইচ্ছে নিচ্ছেকে গুরুত্বহীণ করি না, কিন্তু আমাদের ইচ্ছাকে অস্বীকার করবার ও প্রভুকে অনুসরণ করবার সিদ্ধান্ত নিই কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে তাঁর ইচ্ছাই চূড়ান্তভাবে একদিন পূর্ণ আনন্দ নিয়ে আসবে (মার্ক ৮:৩৪,৩৫)।

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

সমর্পণ উভয়ই একটি মনোভাব ও একটি কাজ । প্রভু যীশু আমাদের জন্য এক উদাহরণ সৃষ্টি করে গেছেন, তিনি সব সময় তাঁর পিতার কাছে সমর্পিত জীবন যাপন করতে মনস্থির করতেন, এমন কি তাঁর জীবনের মূল্যের বিষয়েও তিনি পিতার ইচ্ছা পূরণ করেছেন (ফিলিপীয় ২:৪-৭; যোহন ৫:৩০; ৮:২৮; মথি ২৬:৩৯)। তিনি ফরীশীদের বা মানুষের মতামতের উপর সমর্পিত ও নির্ভর করে জীবন যাপন করেন নি (মার্ক ১২:১৪), যদিও তিনি রোমান কর্তৃপক্ষের অধীনে বাস করেছিলেন, (মার্ক ১২:১৬)।

প্রাথমিক মন্ডলীগুলিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেন মন্ডলীর সদস্যদের দাসেরা তাদের মালিকের ইচ্ছার কাছে সমর্পিত ও সেটাকেই মনোনীত করে (১ পিতর ২:১৮-২১)। যদিও মনে হয় এ চাড়া তাদের তো আর কোন পথ ছিল না। খ্রীষ্টিয়ান হিসেবে, পিতর তাদেরকে বলছিলেন যে তাদের নিশ্চয়ই একটি পথ আছে, এবং তাদের কে তাদের উপরে যে মালিকেরা আছেন তাদের কাছে সমর্পিত হবার পথটিই বেছে নিতে হবে। প্রেরিত পৌল স্ত্রীদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন যেন যেমন তারা প্রভু যীশুর কাছে বশীভূত তেমনই তারা তাদের স্বামীর কাছে বশীভূত হয় (ইফিষীয় ৫:২২,২৪)। প্রেরিত পিতর তাঁর পাঠকদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তারা,এমন কি যদি কোন কঠিন পরিস্থিতি হয় তাহলেও, তাদের দেশের সরকারের কাছে বশীভূত হয়, এবং তিনি নিজে কোন মানুষের চেয়ে ঈশ্বরকেই মনোনীত ও বেছে নিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন (১ পিতর ২:১৩-১৫; প্রেরিত ৫:২৯)।

বশীভূত বা সমর্পিত হওয়ার অভ্যেস করার জন্য, প্রতিদিন ও প্রতি মুহূর্তে ঈশ্বরের ও তাঁর ইচ্চার কাছে সমর্পিত হবার জীবন যাপনের চর্চা করুন। আমার স্বামীর কাছে বশীভূত হওয়া, বা অবিবেচক ও কর্তৃত্ব ফলানো কোন বসের কাছে, এবং সরকারী

কর্তৃপক্ষের কাছে খুবই সহজ ও স্পষ্ট হয়ে যায় যখন আমি প্রথমে প্রতিদিন আমার স্বর্গস্থ পিতার কাছে সমর্পিত জীবন যাপন করবার সিদ্ধান্ত নিই ও সেভাবে করি।

৮. সেবা কাজ

সেবাকাজের জীবনের শৃংখলা অভ্যাস করা অন্যকে সেবা করার চেয়ে আলাদা। আত্ম-ধার্মিকতার সেবা মানবিক প্রচেষ্টা হতে অঙ্কুরিত হয়, অন্য মানুষের কাছে প্রশংসা ও ধন্যবাদ পেতে চায়, সেরকম সেবা কাজ বাচাই করে করে যে কাকে ও কখন সেবা করতে হবে, এবং সাময়িক আবেগে পূর্ণ হয়ে প্রভাবিত হয়। প্রকৃত ঈশ্বর ভিত্তিক সেবা কাজ ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বের হয়, এটি গোপন থাকতে পছন্দ করে, কোন পদ বা লাভের দিকে চিন্তা না করেই সেবা করে, এবং এটি কোন সাময়িক ঘটনা নয় কিন্তু সারা জীবন যাপনের ধারা। আমরা যখন সেবা করবার জন্য মনোনীত করি, আমরা তখনও দায়িত্বে থাকি, যখন আমরা একজন সেবক হতে চাই আমরা তখন সেই দায়িত্বে থাকার অধিকার হতে সমর্পণ করি (মথি ২০:২৬; ২৩:১১, মার্ক ১০:৪৩)।

পাঠ ৫: ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সম্পর্কের যত্ন করা

প্রভু যীশু নিজে সেবার জীবন বেছে নিয়েছিলেন (মার্ক ১০:৪৫), কেবলমাত্র ক্রুশে তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বা তাঁর শিষ্যদের পা ধোয়াবার মধ্য দিয়ে নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর চারিপাশে যারা ছিল তাদের হৃদয়ের কথা ও তাদের প্রয়োজন অনুসারে পদক্ষেপ নেওয়ার মধ্য দিয়েও তিনি সেবা করেছিলেন (লূক ৭:১-১৭; মার্ক ৫:১-৪২)। তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে সময় কাটাতেন , তাদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করতেন, তাদের সঙ্গে বিশ্রাম করতেন, তাদেরকে শিক্ষা দিতেন, তাদের প্রশ্নের জবাব দিতেন, তাদেরকে দায়িত্ব দিতেন, এমন কি যদিও তারা সম্পূর্ণভাবে খাঁটি বা উপযুক্ত ছিল না। তিনি একেবারে নগণ্যদেরকে- শিশুদেরকে, মহিলাদেরকে, ভূতগ্রস্থদেরকে, এবং সমাজচ্যূতদেরকে তাঁর নিজের সম্মানের দিকে না তাকিয়ে সেবা করেছেন।

প্রকৃত সেবার একটি জীবনের সব চাইতে বড় চিহ্ন হলো নম্রতা, নিজেকে অস্বীকার করা এবং ঈশ্বরের অনুমোদন লাভ।

অংশ ৩: দেহের শৃঙ্খলার নিয়মকানুন

৯. উপবাস

উপবাসের শৃঙ্খলার নিয়মকানুন হলো আত্মক উদ্দেশ্যে খাদ্য (শক্ত বা তরল, কিন্তু পানি নয়) হতে নিজেকে পৃথক রাখা। কোন আংশিক উপবাস হলো সেটিই যা দ্বারা খাদ্য হতে নিজেকে দূরে রাকা হয় (দানিয়েল ১০:৩)।

যিহূদী ব্যবস্থা অনুসারে, বছরে একবার, প্রায়শ্চিত্তের দিনে, সকলকে উপবাস থাকতে হতো। নতুন নিয়মে, উপবাস রাকার জন্য কোন আদেশ দেওয়া হয় নি, কিন্তু প্রভু যীশু বলেছিলেন যে উপহার/দান দেওয়া, উপবাস করা ও প্রার্থনা করা ধর্মকর্মেরই অংশ (মথি ৬:১-১৮)। উপবাস করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া বাস্তবিকভাবে একটি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, যদিও, কোন কোন মন্ডলীতে কোন কোন সময় সামাজিকভাবে উপবাস করতে উৎসাহ দেওয়া হয় ।
উপবাসের উদ্দেশ্য হলো যেন আমরা ঈশ্বরের দিকে তাকাই ও তাঁর বাধ্য হবার জন্য অনুপ্রাণিত হই, আমাদেরকে যে সব কিছু নিয়ন্ত্রিত করে সেই অহংকার, ভোজন রসিকতা, রাগ ইত্যাদির মতো বিষয়গুলো যেন প্রকাশিত হয়, ঈশ্বরের নির্দেশনায় স্পষ্টতা খুঁজে পেতে পারি, অন্য লোকদের ও দেশের জন্য বিনতি প্রার্থনায় শক্তি পেতে পারি। খাওয়ার বদলে, এই সময়টি যেন আমরা প্রার্থনায় ও আরাধনায় কাটাই। যখন আপনার শরীর খেতে চাইবে, সেটিকে আপনি প্রার্থনা করার নির্দেশিকা হিসেবে ধরে আপনার দেহের উপরে আপনার আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করতে দিন। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটি পরামর্শ আমি দিই সেটি হলো- আপনার উপবাসের সময় আপনার হৃদয়ের মনোভাব পরিদর্শন করার গুরুত্ব; অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তায় আপনি নত নম্র হওয়ার বদলে সহজেই বদমেজাজি হয়ে যেতে পারেন (যিশাইয় ৫৮:৪,৬-৮)।

রিচার্ড ফস্টার তাঁর লেখা "দ্য সেলিব্রেশন অব ডিসিপিন" পুস্তকে পরামর্শ দিয়েচেন যে যারা এই নিয়ম শৃঙ্খলা প্রথমবারের মতো শুরু করেছেন

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

নোটস

তারা কয়েক সপ্তাহ ধরে সপ্তাহে একবার ২৪ ঘন্টা আংশিক উপবাসে একদিনের দুপুরের খাবার হতে পরের দিনের দুপুরের খাবার পর্যন্ত বিরত থাকুন, তখন ফলের রস কেতে পারেন, এবং উপবাস ভাঙ্গবার সময়ে দ্বিতীয় দিনে দুপুরের আহারে তাজা ফল ও সবজী খেতে পারেন। এর পরে, স্বাভাবিক উপবাস করবার সময়ে অনেক পানি খেতে পারেন। দীর্ঘ সময় ধরে উপবাস করবার সময়ে অন্যদের পরামর্শ বা উপদেশ পড়া বা এমন কোন ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করা যিনি নিয়মিতভাবে উপবাস রাখেন।
পবিত্র বাইবেলে আমরা এমন বেশ কয়েকজনকে দেখতে পাই যারা উপবাস করতেন যেমন- মোশি, দায়ূদ, দানিয়েল, হান্না, পৌল, প্রভু যীশু। তারা কী করেছিলেন, কেন করেচিলেন, ও তাদের উপবাসের ফলে কী হয়েছিল তা অধ্যয়ন করা এই নিয়ম শৃঙ্খলা চর্চার প্রস্তুতির জন্য আদর্শ হতে পারে।

১০. সরলতা

সরলতা কথাটির অর্থ হলো আমাদের সম্পদ বা কোন ব্যক্তি বা কোন ধরণের কাজ নয়- কিন্তু ঈশ্বরকে আমাদের জীবনের একেবারে কেন্দ্রে রেখে জীবন যাপন করা। যখন আমরা এভাবে সরলতায় চলি, আমাদের কথাবার্তা হয়ে যায় সততায় ও বিশ্বস্ততায় পূর্ণ। তখন আমরা জীবনে কোন পদমর্যাদা পাবার বা লোকদেরকে অভিভুত করবার জন্য ব্যাকুল হই না। আমাদের যা কিছু থাকে, তা আমরা অন্যদেরকে দিতে প্রস্তুত থাকি, কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের যা কিছু আছে তা ঈশ্বরের ,

সেগুলোকে ধার হিসেবে আমাদেরকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে। সম্পদ তখন নিষ্পাপ ভাবে উপভোগ করা যায়, সেটি আমাদেরকে অন্য দিকে সরিয়ে নেয় না (উপদেশক ৬:১৮,১৯)। ঈশ্বর আমাদেরকে যা করতে বলেন তার উপর নির্ভর করে আমরা তখন সিদ্ধান্ত নিই, এবং তার ফলে সেই সিদ্ধান্ত গুলো কোন সম্পদ, কারো মত, ভয়ভীতি, আত্মকেন্দ্রিকতা, দুশ্চিন্তা, লোভ ও হিংসা থেকে মুক্ত থাকে । আমাদের সকল সম্পদ যে দরিদ্রদেরকে দিয়ে দিতে হবে তা নয়, সেগুলো তো ঈশ্বরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, একন সেগুলো তাঁরই নির্দেশ অনুসারে ব্যবহার ও উপভোগ করতে হবে।

পাঠ ৫: ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সম্পর্কের যত্ন করা

আমাদের সন্তানেরা আমাদের বৃদ্ধি বা আমাদের অপূর্ণ স্বপ্নের পরিপূর্ণ করার জন্য নয়, কিন্তু তারা আমাদের কাছে ঈশ্বরের দান, তাদেরকে যত্ন করতে হবে, ভালোবাসতে হবে, প্রশিক্ষিত করতে হবে ও তাঁর রাজ্যের জন্য মুক্ত করে দিতে হবে।

সরলতার নিয়ম শৃঙ্খলা হলো "তোমরা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও ধার্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর"(মথি ৬:২৫-৩৩)।

১১. কৃতজ্ঞতা

যদিও কৃতজ্ঞতা সাধারণত "আত্মিক নিয়ম শৃঙ্খলা"র মধ্যে রাখা হয় না, কিন্তু পবিত্র বাইবেল শাস্ত্রে এমন অনেক শাস্ত্রাংশ আছে যেখানে এটির উল্লেখ করা হয়েছে, তাই এই বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। আমাদেরকে "সর্বসময়ে সর্ব বিষয়ের জন্য ধন্যবাদ দিতে "(ইফিষীয় ৫:২০),"সকল পরিস্থিতিতে ধন্যবাদ দিতে "(১ থিষলনকীয় ৫:১৮) , এবং "ধন্যবাদ সহকারে তাঁহার দ্বারে প্রবেশ করতে ও প্রশংসা সহকারে তাঁহার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে"(গীত ১০০:৪) বলা হয়েছে।
এর আগের দিনে আপনার জীবনে ঈশ্বর যে পাঁচটি বিষয়ে কাজ করেছেন সেজন্য ধন্যবাদ দিয়ে আজকের দিনটি শুরু করার চাইতে আর কি ভালো উপায় থাকতে পারে? এই আশীর্বাদ গতে পারে- একজন পারিবারিক সদস্যের জীবনে দান, একটি পাখীর গান, উত্তর পাওয়া কোন প্রার্থনা, সুস্বাস্থ্য, স্বাধীনতা, সুরক্ষা, কোন বন্ধুর উৎসাহব্যঞ্জক কথা, এবং ঈশ্বরের বাক্য হতে কোন গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ, বা একজন আগন্তুকের দয়া লাভ। সমস্ত দিন ধরে ঈশ্বর যে কাজ করে চলেছেন তার দিকে নজর রাখবেন, পরিবেশ পরিস্থিতির দিকে নজর রাখবেন যে সমস্ত বিষয়ে আপনি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারেন।

আপনার কৃতজ্ঞতার পরিধি বাড়াতে শুরু করুন এবং যারা আপনার চারিপাশে আছেন, পরিবারের সদস্যরা, সহকর্মীবৃন্দ, প্রতিবেশী, পাইকারী দোকানদারেরা, যারা সেবা কর্মী, এবং ঈশ্বরের পরিচর্যাতে যারা রত আছেন তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানান। তাদেরকে ছোট কোন উপহার বা উৎসাহমূলক কথার মধ্য দিয়ে জানতে দিন যে তাদের কাজ আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আর তাদের জীবন অন্যদের জীবনকে বদলে দিতে পারে।

আপনার দিনটি শেষ করে যখন আপনি ঘুমাতে যাবেন, কৃতজ্ঞতার হৃদয়ে আপনি প্রভুকে ধন্যবাদ দিন যে এমন কি কঠিন সময়ের মধ্যে যখন আপনি পড়েছিলেন, সেখানে আপনি শিক্ষতে পেরেছেন কী করে নানা দুর্বলতা, অপমান, অনটন, তাড়না, সঙ্কটের মধ্যেও আমি প্রীত হতে পারি , কেননা যখন আমি দুর্বল, তখনই বলবান "(২ করি ১২:১০)।

ভ্যার ফসক্যাম্প তাঁর লেখা বই "ওয়ান থাউজান্ড গিফটস" নিজেকে চ্যালেঞ্জ করেছেন যেন তিনি এমন এক হাজার ঈশ্বরের দাস সম্বন্ধে লিখতে পারেন যেগুলোর জন্য তিনি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ। এটি জীবনে " কৃতজ্ঞতার মনোভাবের" নিয়ম শৃঙ্খলা গড়ে তোলার নজন্য একটি সুন্দর উপায় (ফসক্যাম্প, ২০১০)।

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

১২. বদান্যতা

"ঈশ্বর হৃষ্টচিত্ত দাতাকে ভালোবাসেন" (২ করিন্থীয় ৯:৭)। কোন এক ব্যক্তি বলেছেন যে আমরা যখন দান করি তখনই সব চাইতে বেশী আমরা তাঁর মতো হতে পারি। এটি আমাদের ডিএনএ এর একটি অংশ কারণ তিনি আমাদের পিতা এবং " কারণ ঈশ্বর জগতকে এমন প্রেম করিলেন যে তিনি ...দান করিলেন (যোহন ৩:১৬)।

আমরা যখন দান করার বিষয়ে চিন্তা করি স্বাভাবিকভাবে তৎক্ষণাৎ টাকা পয়সা নিয়ে চিন্তা করি, কিন্তু, কোন বদান্য আত্মা আমাদেরকে আমাদের মানি ব্যাগ খোলার চাইতে আরোও অনেক বেশী দেবার জন্য উৎসাহিত করে। নিশ্চয়ই ঈশ্বর চান যেন আমরা দরিদ্রদেরকে দান করি। দ্বিতীয় বিবরণ ১৫:১১ পদে লেখা আছে, "অতএব তোমার দেশের মধ্যে দরিদ্রের অভাব হইকে না। অতএব আমি তোমাকে এই আজ্ঞা দিতেছি তুমি আপনা দেশে তোমার ভ্রাতার প্রতি তোমার দুঃখী ও দীনহীনের প্রতি তোমার হাত অবশ্যই খুলিয়া রাখিবে। "যিহিষ্কেল ১৬:৪৯ এ আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বর মদোমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন যে সদোম দুঃখী ও দরিদ্রের কোন যত্ন নিত না।

কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সময়, আমাদের গুণ, অন্যকে উৎসাহ দেওয়া, আমাদের ধন-সম্পদ ও আমাদের জ্হান দিয়ে বদান্য হতে বলছেন। ১ তীমথিয় ৬:১৮ পদে এ কথাটাই সংক্ষেপে বলা হয়েছে: যেন পরের উপকার করে, সৎ ক্রিয়ারূপ ধনে ধনবান হয়,দানশীল হয়, সহভাগীকরণে তৎপর হয়"।

পদ মুখস্থ করা

গীত ১১৯:১০৫: তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ আমার পথের আলোক ।

যিরমিয় ২৯:১৩: আর তোমরা আমার অন্বেষণ করিয়া আমাতে পাইবে, কারণ তোমরা সর্বান্তঃকরণে আমার অন্বেষণ করিবে।

মূল সত্য:

ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কে রক্ষার বিষয়ে কখনও আটকে থাকার দরকার নেই। তিনি সব সময় আপনার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন কখন আপনি নতুন নতুন ভাবে আপনার সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁর অনুসন্ধান করবেন- যেভাবে আপনি ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করেন, প্রার্থনায় তাঁর সঙ্গে সময় কাটানো,তাঁকে আপনার কৃতজ্ঞতা জানানো, আপনার সমস্ত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা বা অন্য যে কোন উপায়ে পবিত্র আত্মা আপনাকে আলোড়িত করেন। প্রত্যেকটি দিনকে ঈশ্বর যেন আপনাকে পরিচালিত করে এগিয়ে নিয়ে যান সে বিষয়ে শিখুন।

আপনার প্রতিক্রিয়া /সাড়াদান:

১. ধ্যানের বিষয়ে বাইবেল অধ্যয়ন করতে পদক্ষেপ নিন- আমরা কীসের বিষয়ে ধ্যান করি এবং আমরা কি ফল লাভ করতে আশা করতে পারি। তারপরে, আপনি নিজে আত্মিক ধ্যান চর্চা করুন, এবং যা শিখেছেন তা লিখে রাখুন। এমন কোন নিগূঢ় সত্য আবিষ্কার করেছেন যা আপনাকে আরোও সফলভখাবে ধ্যান করতে সাহায্য করেছে? এমন কোন বাঁধা ছিল কি যার উপর জয়ী হতে হয়েছে ও কীভাবে হয়েছেন?

পাঠ ৫: ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সম্পর্কের যত্ন করা

২. আপনার প্রার্থনার সময়ের বিষয়ে বর্ণনা করুন। কোথায় এবং কখন আপনি প্রার্থনা করেন? আপনার প্রার্থনায় কি কোন নক্সা আছে? আপনি কি আপনার প্রার্থনার মধ্যে বা পরে তা রিখে রাখেন? প্রার্থনায় সময় কাটানোতে আপনি কোন বিষয়টি সব চাইতে কঠিন বলে মনে করেন? অন্যদের সামনে জোরে জোরে প্রার্থনা করতে কি আপনার অসুবিধা হয়?

৩. আপনার জীবন আরোও সরল করবার জন্য আপনি আর কি কি করতে পারেন, বিবেচনা করুন- যেমন, খুব কম ঋণ করা, আপনার ঘর থেকে বেশী জিনিষপত্র বাদ দেওয়া বা যেগুলো আর ব্যবহার করেন না সেগুলো দিয়ে দেওয়া।

৪. কোন কোন ধরণের অধ্যয়নের উপায় আপনার কাছে উপযুক্ত বলে মনে হয়েছে?

৫. একাকী নির্জনতায় সময় কাটানোর জন্য কি আপনি চেষ্টা করছেন বা এই একাকী থাকার চিন্তা করতে আপনার ভয় লাগছে? নির্জনে একাকী থাকাকে আপনি কীভাবে আনন্দময় করে তুলকে পারেন?

৬. কোন কোন সময়ে আপনার পক্ষে অন্য লোকদের কাছে নিজেকে সমর্পণ বা বশীভূত করা সব চাইতে কঠিন কলে মনে হয়? কীভাবে একজন খ্রীষ্টিয়ান হওয়াতে অন্যের নিকট সমর্পিত হওয়া কঠিন বা সহজ বলে মনে হয়?

৭. আপনি এখন কোথায় সেবাকাজ করছেন? আপনি নিজেকে জিজ্ঞেস করুন যে আপনি কি সেবা কাজ করতে বা একজন সেবক হতে ইচ্ছুক? এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য হয় আপনার হাতে যে পরিমানে নিয়ন্ত্রণভার থাকে তার উপর।

এ বিষয়ে যদি আরোও জানতে চান তাহলে পড়ুন:

সেলিব্রেশন অব ডিসিপ্লিন : লেখক- রিচার্ড ফস্টার (ফস্টার,১৯৮৮)

মাই হার্ট ক্রাইস্টস হোম : লেখক- রবার্ট বয়েড মুঙ্গার (মুঙ্গার,১৯৯২)

ইন্টারসেশন, থ্রিলিং অ্যান্ড ফুলফিলিং: লেখক- জয় ডসন (ডয়সন, ১৯৯৭)

প্রেয়ারস দ্যাট অ্যাভেইল মাচ: লেখক- জার্মেইন কোপল্যান্ড (কোপল্যান্ড, ২০০৫)

সিক্রেটস অভ পাওয়ারফুল প্রেয়ার লেখক- হ্যামন্ড অ্যান্ড কামেনেটি (হ্যামন্ড অ্যান্ড কামেনেটি, ২০০০)

ওয়ান থাউজান্ড গিফটস: লেখক- অ্যান ফসক্যাম্প (ফসক্যাম্প, ২০০০)

ফ্রি বাইবেল স্টাডিজ ইন্টারনেট সাইটস { HYPERLINK "http://www.biblegateway.com" }

{ HYPERLINK "http://www.blueletterbible.com" }, {HYPERLINK}

{ HYPERLINK "http://www.lovegodgreatly.com" }

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

লগু

পাঠ ৬: সেবক নেতৃত্ব

আমার ব্যক্তিগত নেতৃত্বের যাত্রা শুরু হয় তখন যখন আমি, একজন পালকের মেয়ে হিসেবে, মন্ডলীতে বিভিন্নভাবে নেতৃত্ব দিতে শুরু করি, যেমন- নার্সারীতে সাহায্য করা, শিশুদের প্ররিচের্যাতে, সঙ্গীত কয়ের দল, যুব পরিচর্যা, সান্ডে স্কুলে শিক্ষাদান, পিয়ানো বাজানো, এমন কি উপাসনার পরে খাওয়া দাওয়ার পরে টেবিল ও বাসন কোসন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন দায়িত্বে নেতৃত্ব দেওয়া আমার কাছে বেশ মজার লাগতো: আমি শিখতে আনন্দ পেতাম, এবং আমি শেখাতে ভালোবাসতাম। আমার কলেজে পড়বার সময়ে আরোও বেশী দায়িত্বপূর্ণভাবে নেতৃত্বে যাওয়া স্বাভাবিকই ছিল। আমি কখনই 'প্রেসিডেন্ট' বা 'স্বপ্ন দ্রষ্টা' হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি নি। কিন্তু, নেতৃতআবকে সমর্থন করা ও সেবা করতে আমার আনন্দ লাগতো। দু'জন ছোট ছোট ছেলের দশ বছর ধরে মা হওয়ার সময়ে নেতৃত্ব ও সেবাকাজ সম্বন্ধে আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। কিন্তু, কর্পোরেট জগতে বিশ বছর থাকাকালীন সময়ে, যখন আমি ধীরে ধীরে টিম লীডার, পরে সুপাভাইজর ও শেষে ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্বে উন্নীত হলাম, তখন আমার নেতৃত্ব ধারা উঠে এলো। আমি নিশ্চয়ই পুরুষতান্ত্রিক তেল শিল্পে উপর থেকে নীচের

ব্যক্তিকে দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার মতো লোক ছিলাম না। কিন্তু, আমি শিকেছিলাম যে আমার ডিপার্টমেন্টে লোকেরা তখন সব চাইতে ভালোভাবে কাজ করে যখন তাদেরকে স্পষ্টভাবে লক্ষ্যগুলো বুঝিয়ে দেওয়া হয়, আর আমি আমার ক্ষমতায় যতোটুকু সম্ভব তাদেরকে তাদের লক্ষ্য মাত্রায় পৌছাতে বাধাজনক যা কিছু ছিল তা আমি দূর করে দিতে চেষ্টা করতাম। আমি 'সেবক নেতৃত্ব' কথাটির সঙ্গে তখন পরিচিত হলাম, এবং আমি যা জানতাম তার উপর ভিত্তি করে নিজেকে সেই পদবীটি দিতে চেষ্টা করেছিলাম।

৪৮

পাঠ ৬: সেবক নেতৃত্ব

কিন্তু, আমার ভিতরে গভীরে কোথাও আমি নিজেকে সব সময় একজন 'দ্বিতীয় শ্রেণীর' নেতা- হিসেবে মনে করতাম যে সহজাতভাবে নেতৃত্বের গুণাবলী নিয়ে জন্মগ্রহণ করে নি- কিন্তু আমি সেই দায়িত্বে কাজ করতে শিখেছিলাম। তখন আমি রবার্ট গ্রীণলীফ এর লেখা 'সার্ভেন্ট- লীডারশীপ' নামক বইটি পড়লাম এবং এই কথাটি পগে আমি হতবাক হয়ে গেলাম: একজন সেবক নেতা প্রথমত একজন সেবক... এই নেতৃত্ব আরম্ভ হয় সেই স্বাভাবিত মনোভাব থেকে যে আমাকে সেবা করতে শিখতে হবে, প্রথমেই সেবা করতে হবে। তারপরে সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নেবার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নেতৃত্ব দেবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে। সেই ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে অন্য একজন ব্যক্তি অপেক্ষা ভিন্ন যে প্রথমেই একজন নেতা হতে চায়। সেই প্রথমেই-সেবকের দ্বারা যে যত্ন নেওয়া হয় তাতেই পার্থক্যটি ধরা পড়ে যায় যে অন্যদের সবচেয়ে উচ্চ অগ্রাধিকার হলো কীভাবে সেবা পাওয়া যাবে। সবচেয়ে ভালো পরীক্ষাটি এভাবে করা যায়: যাদেরকে সেবা করা হয় তারা কি মানুষ হিসেবে বৃদ্ধি পায়? সেবা পেতে পেতে তারা কি স্বাস্থ্যবান, জ্ঞানবান, আরোও মুক্ত, আরোও স্বাধীন, সেবক হবার জন্য নিজেদের মতো হয়ে ওঠে? (গ্রীণলীফ, ১৯৭৭, পৃ ২৭)।

তিনি বলছিলেন যে আমি, একজন সেবক-নেতা হিসেবে, একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতা নই! এ ধরণের চিন্তা আমার কাছে লাইট বাল্ব এর মতো হয়ে জ্বলে উঠলো। আমি নেতৃত্বকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিক থেকে বুঝতে শিখলাম।

আমার মতো অনেক মহিলারা সেবকের ভূমিকা ভালো করে বুঝেছে, এমন কি অন্যদের প্রয়োজনগুলোও তারা মিটাতে বেশ আনন্দ পাচ্ছে। ঈশ্বর কি আপনাকে সেই নেতৃত্ব দেবার ইচ্ছে প্রকাশ করার জন্য সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে আহ্বান করছেন? আমি আপনাকে বিশ্বাসের সেই পদক্ষেপ নিতে উৎসাহ দেবো। সেটি হতে পারে- স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ছোট কোন দলকে নেতৃত্ব দেওয়া বা বাইবেল স্টাডি পরিচালনা করা , কোন বিশেণ উৎসব পালন করার ব্যবস্থা করা, বা একটি বিশেষ লক্ষ্য অভিমুখে একটি প্রজেক্ট দলকে নেতৃত্ব দেওয়া। ঈশ্বরকে অনুরোধ করুন , যদি তিনি আপনাকে আহ্বান করেন, তিনিই আপনাকে দক্ষ করে তুলবেন !!

কোন কোন লোকেরা তর্ক করতে পারে যে সেবক ও নেতার ধারণা একেবারে উল্টো। কীভাবে একজনই একজন নেতা ও একজন সেবক উভয় হতে পারে? এই প্রশ্নের প্রভু যীশুর উত্তর লূক ২২:২৬ পদে পাওয়া যায়:" তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, সে কনিষ্ঠের ন্যায় হউক, এবং যে প্রধান সে পরিচারকের ন্যায় হউক।" তিনি এই সত্যটি শুধুমাত্র তাঁর এই কথার মধ্য দিয়ে সমর্থন করেন নি " মনুষ্যপুত্র পরিচর্যা পাইতে নয় কিন্তু পরিচর্যা করিতে আসিয়াছেন"(মথি ২০:২৮), কিন্তু তিনি এ পৃথিবীতে থাকাকালীন সময়ে সেই আদর্শও দেখিয়েছেন।

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

নোটস

ক. প্রভু যীশু একজন সেবক-নেতা

বর্তমানের এই সংজ্ঞা অনুসারে প্রভু যীশু কি একজন সেবক-নেতা ছিলেন? "একজন সেবক-নেতা মানুষের ভিতর থেকে বের করে এনে, উৎসাহিত করে ও সবচাইতে উঁচুমানে উন্নীত করে" (স্পিয়ারস, ১৯৯৮, পৃ ১২)। প্রভু যীশু নিশ্চয়ই এই মানের নেতাই ছিলেন! সেবক-নেতোর আর অন্যান্য গুণাবলী কি কি (স্পিয়ারস, ১৯৯৮, পৃ ৪-৬)? এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো:

১. শোনা: সেবক-নেতারা যাদেরকে পরিচালিত করেন তাদে ধারণা, চিন্তা, সমস্যা ও ভালোবাসার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। যারা প্রভু যীশুর কাছে এসেছিল তিনি তাদের কথা শুনতেন, তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন, যদিও কোন কোন সময় সেটি দেওয়া তার পক্ষে অসুবিধাজনক ছিল (যোহন ৩:১-২১; যোহন ৪:৭-৪২)।
২. ভালোবাসা: প্রভু যীশু যাদেরকে পরিচালিত করতেন তাদের সকলের জন্য তাঁর অনেক ভালোবাসা ছিল (মথি ৯:৩৬; লূক ৭:১৩)।
৩. আরোগ্যদান: সেবক নেতারা যে লোকদেরকে নেতৃত্ব দেন তাদেরকে সুস্থ করে তোলেন। "ফলতঃ নাসরতীয় যীশুর কথা, কিরূপে ঈশ্বর তাঁহাকে পবিত্র আত্মাতে ও পরাক্রমে অভিষেক করিয়াছিলেন; তিনি হিতকার্য করিয়া বেড়াইতেন, এবং দিয়াবল কর্তৃক পীড়িত সকল লোককে সুস্থ করিতেন; কারণ ঈশ্বর তাঁহার সহবর্তী ছিলেন।

৪. সচেতনতা: সেবক-নেতারা তাদের অন্তরের শান্তি জানতেন। প্রভু যীশু জানতেন তিনি কে ছিলেন এবং কোথায় তিনি যাচ্ছেন; এগুলো তাঁকে জানাবার জন্য তাঁর অন্য কারো দরকার হয় নি (যোহন ২:২৪-২৫)।

৫. রাজী করানো: সেবক-নেতারা নিজের ইচ্ছা সকলের উপর চাপিয়ে না দিয়ে বরং সকলের মধ্যে এক মত গড়ে তোলেন। প্রভু যীশু জানতের যে যিহূদা তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাচ্ছে, কিন্তু তিনি তাঁকে তাঁর একজন শিষ্য হতে দিলেন এবং অর্থের দায়িত্বও তাকে দিলেন (মথি ২৬:২৫; যোহন ১৩:২৯; ১৭:১২)।

৬. ধারণা দান করা: সেবক-নেতারা প্রতিদিনকার বাস্তবতার সঙ্গে অদৃশ্যমান ধারণার মিল রেখে চলেন। প্রভু যীশু প্রায়ই ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে প্রচার করতেন "পরে যীশু সমুদয় গালীলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; তিনি লোকদের সমাজ-গৃহে সমাজ-গৃহে উপদেশ দিলেন, রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিলেন, এবং লোকদের সর্বপ্রকার রোগ ও সর্বপ্রকার পীড়া ভাল করিলেন" (মথি ৪:২৩)।

পাঠ ৬: সেবক নেতৃত্ব

৭. ভবিষ্যত দৃষ্টি: সেবক-নেতারা অতীত থেকে শিখে বর্তমানের পরিস্থিতিতে তা ব্যবহার করেন এবং সিদ্ধান্তের ফল আশা করেন। প্রভু যীশু তার এবং তাদের সামনে যে কঠিন সময় আসছে সে সম্বন্ধে তাঁর শিষ্যদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন (লূক ৯:৪৪,৪৫; মথি ২৪:১-৩১)।

৮. সম্পদের সুব্যবহার: মসেবক নেতারা তাদের সম্পদের জ্ঞানবান রক্ষক ও অন্যদেরকে সেবা করবার জন্য নিবেদিত। প্রভু যীশু তাঁর সময়ের সুব্যবহার করেছিলেন। তিন বছরের মধ্যে তিনি বিশ্বে এক পরিবর্তন এনেচিলেন। তিনি দরিদ্রদেরকে দান করেচিলেন, কিন্তু ধনীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন যেন তারা তাঁকে দান করে (যোহন ১৩:২৯; লূক ৮:৩; মথি ২৬:৭-১২)।

৯. মানুষের বৃদ্ধি করার জন্য সমর্পিত: সেবক-নেতারা যাদেরকে নেতৃত্ব দেন তাদের ব্যক্তিগত, পেশাগত ও আত্মিক বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ দেন। প্রভু যীশু ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সময় ব্যবহার করে ধৈর্যপূর্বক তাঁর বারোজন শিষ্যদেরকে সব কিছু উজাড় করে শিক্ষা দিয়েছিলেন, শুদ্ধ করেছিলেন, ও প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন (মথি ১০:১; ১১:১; ১৬:২৪; ২০:১৭)।

১০.সমাজ গড়ে তোলা: সেবক নেতারা তাদের অনুসারীদেরকে একটি দলবদ্ধ টীম হিসেবে গড়ে তোলেন। প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে পরস্পর ভালোবাসতে ও সেবা করতে শিখিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পরে, তারা এক সঙ্গে থাকতেন, সারা বিশ্বে ক্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করবার উদ্দেশ্যে একত্র হতেন (যোহন ১৩:১৪-১৬; মথি ২৮:১৯-১০; প্রেরিত ২:৪৪-৪৭)।

এগুলো ছাড়া তাঁর আর কোন কোন সেবক-নেতৃত্বের গুণাবলী আপনি মনে করতে পারছেন?

খ. বর্তমানে সেবক নেতৃত্বের চর্চা

১. শোনা: আপনি যাদেরকে নেতৃত্ব দেন তাদের সম্বন্ধে, তাদের পরিবার, তাদের পছন্দ-অপছন্দ সম্বন্ধে, তাদেরকে কোন কোন বিষয় আঘাত করে এবং তাদের হৃদয়কে কষ্ট দেয় সে সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আগ্রহ প্রকাশ করুন। তারা এসব বিষয়ে যা বলে সেগুলো শুনে যান, কোন কথা বলবেন না। সেগুলো ঝালাই করে নেওয়ার জন্য প্রশ্ন করুন ও তাদের মতামত ও ধারণা সম্বন্ধে বুঝতে চেষ্টা করুন। প্রেরিত পৌল এভাবে বলেছেন," কিন্তু, হে ভ্রাতৃগণ... যাঁহারা তোমাদের মধ্যে পরিশ্রম করেন...আর তাঁহাদের কর্ম প্রযুক্ত তাঁহাদিগকে প্রেমে অতিশয় সমাদর কর" (১ থিষলনীকীয় ৫:১২-১৩)।

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

২ ভালোবাসা: যাদেরকে আপনি নেতৃত্ব দেন তাদেরকে ভালো করে চিনে নিন এমন কি তাদের ব্যবহার ও কথাবার্তা যদিও ততো গ্রহণযোগ্য না-ও হয়। এটি জেনে রাখুন যে "আহত লোকেরাই লোকদেরকে আহত করে" এবং কীভাবে ও কখন তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া প্রয়োজনীয়। যারা অন্যদেরকে ক্ষতি করে বা যারা কোন কষ্টকর সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা প্রদর্শন করুন। কোন কোন সময়ে, তার ফলে "উপস্থিতির পরিচর্যা" হয়ে উঠবে যখন আপনি শুধু বসে বসে তাদের দুঃখের বেদনার কথা শুনবেন। মহিলা হিসেবে আমরা "কিছু করতে" চাই, কোন খাবার তৈরী করি, শিশুদের যত্ন নিই, ঘনদোর পরিষ্কার পরিচআছন্ন করি। কিন্তু প্রায়ই প্রার্থনাপূর্বক সঙ্গী হওয়াটা আরোও বেশী দরকার হয়। প্রতিটি পরিস্থিতিতে কীভাবে প্রকৃতভাবে ভালোবাসার সঙ্গে উত্তর দিতে হয় সে জন্য দরকার হয় জ্ঞান ও পবিত্র আত্মার পরিচালনা।

৩. আরোগ্য: যাদেরকে আপনি নেতৃত্ব দেন তাদেরকে আত্মিক, মানসিক, আবেগজনিত ও শারীরিক সম্পূর্ণতা পেতে সাহায্য করুন। আমাদের হয়তো দুঃখ বা কষ্টের শারীরিক সুস্থতা দেবার জন্য কোন দক্ষতা না থাকতে পারে কিন্তু, যদি আমরা সেই 'মহান চিকিৎসক' এর সঙ্গে একীভূত থাকতে পারি আমরা তাদের পক্ষে বিনতি করতে পারি। যারা আবেগজনিত কারণে বা আত্মিকভাবে, বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ, তাদের কাছে একজন সেবক- নেতা আশীর্বাদ, উৎসাহ ও ভরসার কথা বলতে পারেন।

৪. সচেতনতা: আপনার নিজের দূর্বলতা অযোগ্যতা, ও পাপময়তা প্রার্থনাপূর্বক স্বীকার করুন। একজন সেবক-নেতা হিসেবে, আপনি কে এবং আপনি কার, আপনার মূল্য, আপনার অগ্রাধিকার, ও আপনার আহ্বান সম্বন্ধে জেনে নিন। অন্য কারো প্রশংসার মধ্য দিয়ে যখন প্রলোভন আপনাকে অহংকারে ফুলিয়ে দিতে চায়, বা আপনার জীবনে সত্যটাকে ঢেকে রেখে আপনাকে ভালো দেখাতে চায়, আর যারা আপনার সাথে একমত হয় তাদেরকেই আপনি সাথে রাখেন, তখন আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে ও পবিত্র আত্মার উপস্থিতিকে আপনার বিবেক উদ্দীপিত করতে ও আপনাকে সত্যে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে অনুরো্ধ করুন।

৫. রাজী করানো : স্বেচ্ছা সেবকদেরকে বোঝানো যেন তারা একটি উদ্দেশ্য পূর্ণ করে বিশ্বস্তভাবে তাদের সময় ও গুণ ব্যবহার করতে দেয় আপনি যদি কোন কর্মচারীকে কোন কাজ করতে রাজী করানোর চাইতে অনেক কঠিন কাজ। স্বেচ্ছাসেবকেরা অবিরামভাবে উৎসাহ পেতে চায়। তারা যে কাজ করছে সেটির গুরুত্ব দেখতে চায়। আমি শিখেছি যে যারা স্বেচ্ছাসেবা করতে ঈশ্বরের আহবানে সেই কাজটি করতে অনুপ্রাণিত হয়েছে তাদের জীবনে এই কাজের জন্য নিবেদন ও আয়ূ তাদের চাইতে অনেক বেশী যাদেরকে আপনাকে জোর করে ডেকে আনতে হয়েছে। অন্য দিকে, যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে আহূত বলে মনে করে কিন্তু নিজেকে সেজন্য অযোগ্য বলে মনে করে, এই সব ক্ষেত্রে তাদেরকে রাজী করানো ও উৎসাহ দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। জোর করে ব্যবহার করা লোকদেরকে স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে তুলনা করা যায় না!

নোটস

পাঠ ৬: সেবক নেতৃত্ব

৬. ধারণা দান করা: ঈশ্বর আপনাকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছেন তা স্পষ্টভাবে ও সংক্ষেপে সকলের কাছে তুলে ধরতে প্রস্তুত থাকুন। এর জন্য সম্ভবত আপনার কাজ করতে ও চর্চা করতে হবে, কিন্তু সেটা করা যতার্ত হবে যদি আপনি যাদেরবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যটিকে স্পষ্টভাবে বুঝতে ও দেখতে পায়। সেই দর্শন বা স্বপ্ন তাদের সৃজনশীল ধারণা ও শক্তিবে উৎসাহিত করবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

৭. দূরদৃষ্টি/জ্ঞান : সেবক-নেতারা অতীত হতে শিক্ষা লাভ করে বর্তমানে তা সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার ও অনেক দূর্বলতা হতে রক্ষা পাবার জন্যে ব্যবহার করতে পারেন। যাকোব ১:৫ পদ ব্যবহার করুন, ঈশ্বরের কাছে জ্ঞান যাচঞা করুন এক সিদ্ধিান্ত নেবার জন্য অন্যদেরকেও এক সঙ্গে নিন যেন তারা বিভিনআন ধরণের দৃষ্টি ভঙ্গী ও অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারে। "মন্ত্রণার অভাবে সংকল্প সকল ব্যর্থ হয়, কিন্তু মন্ত্রী বাহূল্যে সেই সকল সুস্থির হয় (হিতোপদেশ ১৫:২২)।

৮. ধনাধ্যক্ষতা: সেবক নেতারা সকল ধরণের সম্পদ জ্ঞানপূর্বক ব্যবহার করেন। আর্থিক সম্পদ একটি ট্রাস্ট যা থেকে তারা দেন। দাতাদের কাছে সম্মান অর্জন করতে হলে, আপনি সরাসরি তাদের কাছে বলুন আপনি সেই সব আর্থিক সম্পদ কীভাবে ব্যবহার করেছেন এবং সেজন্য দায়বদ্ধ থাকুন। সময়ের প্রতি যা স্বেচ্ছাসেবকেরা যে সময় দিচ্ছেনব তার প্রতি প্রস্তুত থেকে ও সংগঠিত হয়ে শ্রদ্ধাশীল থাকুন। স্বেচ্ছাসেবকদের সবলতা ও দূর্বলতার প্রতি সজাগ থাকুন যেস আপনি জ্ঞানপূর্বক তাদের প্রচেষ্টা ব্যবহার করতে পারেন।

৯. মানুষের সার্বিক বৃদ্ধির জন্য নিবেদন: আপনি মানুষদেরকে তাদের শক্তি, সবলতা ও দূর্বলতা চিহ্নিত করতে ও তাদের গুণগুলোকে আপনি তাদের আদর্শ হয়ে, শিক্ষাদান করে, কোচিং করে (তাদের ভুল ধরিয়ে দিয়ে ও তাদের সমস্যা সমাদান করতে উৎসাহ দিয়ে,) এবং তাদেরকে ক্ষমতায়ন করে (ক্ষমতা দিয়ে) তাদেরকে গড়ে তুলুন। কোচিং করতে গিয়ে তাদের কাছ থেকে ফিড ব্যাক নিন- তারা কোন কোন কাজগুলো ভালো করেছে এবং কোনগুলোতে আরোও উন্নতি করতে পারতো। তাদেরকে তাদের মূল্য বোধ, তাদের আকাঙ্খা, ও তাদের জীবনে ঈশ্বওেরর আহ্বান আবিষ্কার করতে উৎসাহ দিন। আপনি তাদেরকে নিজে দেখান কীভাবে আপনি শিখতে ইচ্ছুক ও বৃদ্ধি পাচ্ছেন।

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

১০. সমাজ গড়ে তোলা: একজন সেবক নেতা যাদেরকে নেতৃত্ব দেন তাদের প্রতি শর্তহীন ভালোবাসা প্রদর্শন করেন। সমাজ গড়ে তোলার সবচেয়ে শক্তিশালী উপায় হলো সেই শর্তহীন ভালোবাসাকে ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশ করা ও স্বচ্ছজীবন, সততার জীবন, ও পরস্পরের সঙ্গে আনন্দের জীবন যাপন করুন। আপনি তাদেরকে সমর্থন দিতে ও পরস্পরতে ভালোবাসতে মৌখিকভাবে উৎসাহ দিতে পারেন। আর, সেই সঙ্গে আপনি নিজে তাদের কাছে প্রকৃতভাবে সেই ভালোবাসা দেখিয়ে বোঝাতে পারেন যে তা অনেক কার্যকর ও শক্তিশালী। আর, তাদের সঙ্গে আন্দ ফূর্তি করতে ভুলবেন না। তাদেরকে বুঝিয়ে দিন যে আপনি তাদের সঙ্গে থেকে বেশ আনন্দ পান। আপনি যডিদ তাৎক্ষণিক ফল দেখতে না পান, সেবক নেতৃত্ব নিয়ে হতাশ হবেন না। স্টিফের কভে এর লেখা "ইনসাইটস অন লীডারশীপ" পুস্তকে লেখক নেতৃত্বকে চীন দেশের বাঁশ গাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আপনি একচি বাঁশ গাছ পুঁতুন, কিন্তু আপনি চার বছর ধরে এরকটি চোট বাঁশ গাছ ছাড়া আর কিছুই

দেখতে পাবেন না। এই চার বছর সময়ে মাটির নীচে সেই বাঁশের শিকড়ের কাঠামো গড়ে ওঠে, আর আপনি কিছুই দেখতে পার না। আপনি অথ্যবসায় সহকারে সসব সময় কাজ করে যান। পঞ্চম বছরে, চীন দেশের সেই বাঁশ গাছটি ৮০ ফুট লম্বা হয়ে বেড়ে ওঠে (স্পিয়ার্স ,১৯৯৮,পৃ ১৮)।

মুখস্থ পদঃ

মার্ক ১০:৪৫: কারণ বাস্তবিক মনুষ্যপুত্রও পরিচর্যা পাইতে আসেন নাই, কিন্তু পরিচর্যা করিতে এবং অনেকের পরিবর্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে আসিয়াছেন।

মথি ২৫:৪০: ৪০তখন রাজা উত্তর করিয়া তাহাদিগকে বলিবেন,আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, আমার এই ভ্রাতৃগণের- এই ক্ষুদ্রতমদের- মধ্যে একজনের প্রতি যখন ইহা করিয়াছিলে, তখন আমারই প্রতি করিয়াছিলে।

মূল সত্যঃ একজন সেবক নেতা প্রথমে একজন সেবক যে সচেতনতার সাথে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয় যে সে নেতৃত্ব দেবে।

পাঠ ৬: সেবক নেতৃত্ব ও আপনার সাড়াদান :

১. আপনি কি নিজেকে একজন সেবক নেতা হিসেবে মনে করেন? কেন করেন বা কেন করেন না? কোনটি আপনার কাছে সজাতভাবে আগে আগে- নেতৃত্ব ও সেবা করা?

২. সেবক নেতুত্বের দশটি নীতিমালার কোনটি আপনার কাছে সব চাইতে কষ্টকর ও চ্যালেঞ্জিং বলে মনে হয় এবং কোনটি আপনার জীবনে প্রথমেই চলে আসে?

৩. আপনি কি মনে করেন যে কোন কোন কৃষ্টি বা সংস্কৃতিতে ততোটা ভালোবাবে সফল হয় না?

এ বিষয়ে আলোও জানতে হলে পড়ুনঃ

সার্ভেন্ট লীডারশীপঃ লেখক- রবার্ট গ্রীণলীফ (গ্রীণলীফ, ১৯৭৭)

ইনসাইটন অন লীডারশীপ : লেখক- ল্যারী স্পিয়ার্স (স্পিয়ার্স, ১৯৯৮)

লিডিং ফ্রম দ্য হার্ট : লেখক- জ্যাক ক্যাল (ক্যাল ও ডোনেলান, ২০০৪)।

লণ্ড

অধ্যায়- ৭ : মূল্যবোধ, অগ্রাধিকার, ভারসাম্যতা

মথি ২৫:১৪-৩০ পদে প্রভু যীশু যে তালন্তের দৃষ্টান্ত কথা বলেছিলেন তা আমার কাছে সব সময় ভয়ের বিষয় ছিল। প্রভু যীশু যে সব তালন্তগুলো আমাকে দিয়েছিলেন সেগুলো আমি শিশুবেলায় উপলব্ধি করেছিলাম। কিন্তু যখনই আমি এইড দৃশ্টান্তটি পড়তাম একটি প্রশ্ন আমাকে কুড়ে কুড়ে বেড়াতো আর সেটি হলো, "হে ঈশ্বর, তুমি আমার কাছ থেকে কী আশা করো? আমি সেই দাসের মতো হতে চাই না যে তার তালন্তটিকে মাটির নীচে লুকিয়ে রেখেছিলো। "এটি মনে হতো যে প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রতি সময়ে তাদের এমন সামর্থ বা গুণ ছিল যা আমি ব্যবহার করেছি। কিন্তু সেগুলো এখন অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। অথবা, এমন দান যা আমি মনে করেছিলাম যে ঈশ্বর আমার মধ্যে দান করেছেন, কিন্তু আমি রেসগুলো কখনই আবিষ্কার করি নি বা উন্নতও করি নি। এটে আসলে আমার জীবনের এই বর্তমান সময়ে এটি হয়েছে, কিন্তু আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম যে ঈশ্বর আমাকে বার বার ফিরে গিয়ে সেই ফেলে আসা সুতোগুলোকে তুলে আনতে বলছিলেন যেন তিনি সেগুলোকে দিয়ে নতুন ঢাকনিতে সাজাতে পারেন। আপনার মধ্যে ঈশ্বর এমন কোন কোন দান দিয়েছেন যেগুলোকে তিনি চান যেন আপনি তাঁর রাজ্যের বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করতে পারেন। হয়তো আপনি কোন কোন সময়ে অনেক কিছুর চাপে নীচু হয়ে পড়েন, আর সেটা হলো আপনার প্রতিদিনের কাজ করা। আমি আপনাকে উৎসাহ দিয়ে বলতে চাই যে আপনি আপনার চোখ ও আত্মা খুলে রেখে দেখুন ঈশ্বর অঅপনার মধ্য দিয়ে কী করতে চান। এটি সময়ের বিষয়ে, অগ্রাধিকারের বিষয়ে ও ভারসাম্যতার বিষয়ে একটি পাঠ, এবং সেই সঙ্গে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে কোনটি সব চাইতে মূল্যবান সেটি আবিষ্কার করা।

অধ্যায়- ৭ : মূল্যবোধ, অগ্রাধিকার, ভারসাম্যতা

ক. আপনার মূল্যবোধ জেনে নিনঃ

আপনার জীবনে সব চাইকে মূল্যবান বিষয় কোনটি? কোন কোন বিষয় বা জিনিষ পেয়ে আপনি সুখী হোন ও আপনি পরিপূর্ণ মনে হয়। আপনি তিন থেকে চারটি এরবম বিষয় লিখুন, কিন্তু এগুলোকে জটিল করে তুলবেন না। এগুলোর উপর বার বার চিন্তা করবেন না, বা অন্যদের কাছে জিজ্ঞেস করবেন না আপনার কাছে কোন বিষয়টি সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিৎ। নিজের কাছে আপনি সৎ থাকুন। এগুলো শুধু মাত্র আপনার নিজের জন্য। আপনার রিজের হৃদয়ে সৎ থাকার বিষয়ে স্বীকৃতি মাত্র। আপনি যদি না জানেন কোথা থেকে শুরু করতে হবে, তাহলে ঈশ্বরের কাছে জ্ঞান চান যেন তিনি বিষয়টি স্পষ্ট করে দেন। প্রথমবারে যদি আপনি এটি সঠিকভাবে করতে না পারেন, বা বার বার বাধা পেতে থাকেন, তাহলে একবারে এটি শেষ করবেন না। তালিকাটি এমন একটি জায়গায় রাখুন যাতে আপনি সেটি দেখতে পান ও বদলাতে পারেন, স্পষ্ট করতে পারেন, ও অনেক সময় ধরে সহজ সরল করে তুলতে পারেন। শেষে আপনার মূল্যবোধগুলো খুব সহজ সরল হওয়া দরকার। স্পষ্ট কথায় আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরবেন।

উদাহরণ স্বরূপ, আমি সম্প্রতি এই প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছি।

- ঈশ্বরের সাথে ও আমার পরিবারের সাথে আমার সম্পর্ক
- অন্যদের ক্ষমতা দেওয়া: ভালোবাসতে, শিক্ষা দিতে, উৎসাহ দিতে, অনুগ্রহ ছড়িয়ে দিতে,
- সফলকাম হবার মতো লক্ষ্য অর্জনে চ্যালেঞ্জ
- সততা, বিশ্বস্ততা, ন্যার বিচার, নম্রতা

আপনি কেন আপনার মূল্যবোধগুলো লিখবেন? আপনার মূল্যবোধ স্পষ্টভাবে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে আপনার প্রতিদিনির সিদ্ধান্ত নেওয়া ও আচরণ নির্দ্ধারণ করতে হবে।

খ. আপনার অগ্রাধিকার স্থাপন করে সে অনুসারে চলুন

বেশীরভাগ প্রাপ্ত বয়স্ক খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য সবচেয়ে প্রথম অগ্রাধিকারগুলো হলো: ঈশ্বর, স্বামী বা স্ত্রী, সন্তান, কাজ ও চার্চ। সাধারণত, অন্যান্য অগ্রাধিকার যেমন: অন্য পরিবারের সদস্যরা, কন্ধুবান্ধব, নিজে, শখ, শিক্ষা, ইত্যাদি তালিকার আরোও নীচে থাকে। কিন্তু, আপনার হয়তো অবাঞ্ছিত পরিবেশ থাকতে পারে যেমন একেবারে ছোট শিশু বা অস্বাভাবিক শিশু, অথবা বৃদ্ধ পিতা-মাতা যা কোন ব্যক্তিকে জীবনের একটি সময়ে সেই ব্যক্তিকে উচ্চে পদান্বিত করতে পারে।

প্রথম: ঈশ্বর যে আমার এক নম্বর অগ্রাধিকার, সে কথাটির অর্থ কী? তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কই সবচেয়ে প্রথমে গুরুত্ব পাবে। এর অর্থ এই নয় যে আমার পারিবারিক দায় দায়িত্বগুলো আমি অবহেলা করি ও বেশীরভাগ সময় ধ্যান ও প্রার্থনাতে কাটাই। কিন্তু, আমি তাঁর ইচ্ছানুসারে চলবার জন্য চেষ্টা করি যেনআমি আমার স্বামী ও সন্তানদেরকে উপযুক্তভাবে সেবা যত্ন করতে পারি। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমি আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর সামনে প্রথমত জীবন যাপন করি এবং তাঁকেই আমি সন্তুষ্ট করতে চাই।

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

দ্বিতীয় হলো: আমার স্বামী (বা স্ত্রী)। তার প্রতি সারা জীবনের জন্য আমার নিবেদন ও আমার সন্তানদেরকে বিশ বছর বা তার কম সময়ের জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের কাছে ধার দেওয়া হয়েছে। যদি আমার সন্তানেরা আমার কাছে প্রথম বা দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে তাদের সাথে আমার সম্পর্ক এতো গভীর হবে যা বহন করবার জন্য তারা প্রস্তুত থাকবে না।

তৃতীয়: একজন মা হিসেবে আমার লক্ষ্য হলো একজন আত্মিকভাবে, আর্থিকভাবে, মানসিকভাবে, দার্শনিকভাবে স্বাধীন ও দায়বদ্ধ মানুষকে গড়ে তোলা সে ঈশ্বরকে ভালোবাসে ও তাঁর সেবা করে। 'প্রভুর শাসনে ও চেতনা প্রদানে তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুল' (ইফিষীয় ৬:৪)। তারা আমার পুরষ্কার নয় যেন তাদেরকে দিয়ে আমি অহংকার করার অধিকার পাই, তারা আমার সুমাসনে বড় হয়ে উঠেছে সেটাই নয়। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তি। তারা ঈশ্বরের সাদৃশ্যে নির্মিত। তারা তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নেয়, তাদের অগ্রাধিকার তারাই নির্দিষ্ট করে এবং প্রার্থনাপূর্বক পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে তারা তাদের সম্পর্ক বজায় রাখে। তাঁর কাছেই তাদেরকে জবাব দিতে হবে।

চতুর্থ ও পঞ্চম: ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য, কাজ করা ও মন্ডলী হলো ভারসাম্যপূর্ণ অগ্রাধিকার। কোন কোন সময় মন্ডলী উচ্চ অগ্রাধিকার পায়, এবং কোন কোন সময় আমার কাজই বেশী অধিকার পেয়ে থাকে। এর সবই নির্ভর করে সেই মুহুর্তে আমার ভূমিকা ও সম্পর্ক বজায় রাখার উপরে। মন্ডলীর বিষয়ে বলতে গেলে, আমি বিশ্বাস করি যে আমরা যেন মন্ডলীর পরস্পরকে সহভাগিতা থেকে বঞ্চিত না করি, কারণ ঈশ্বর আমাদেরকে সমাজে সহ-বিশ্বাসীদের সাথে বাস করতে বলেছেন (ইব্রীয় ১০:২৫)। মন্ডলীতে পরস্পরের প্রতি আমাদের ভালোবাসা আমাদেরকে খ্রীষ্টের শিষ্যত্বের প্রমাণ দেয় কারণ সেটাই আমাদের কাজে সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ (যোহন ১৩:৩৫; ১ পিতর ২:১৮; কলসীয় ৩:২৩)।

আমাদের জীবনে এমন অনেক কাল বা সময় আসে যখন বিভিন্ন সব পরিস্থিতি বা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়ে সাময়িক আপোস করতে হয়, কিন্তু আমাদের অগ্রাধিকার স্থির করার পূর্বে এগুলো সাধারণ নির্দেশিকা হিসেবে আমাদেরকে সাহায্য করে।

এর চাইতেও কঠিন এক প্রশ্ন আসে যে সেই সব অগ্রাধিকারগুলো অনুসরণ করে কি আমরা আমাদের দিন কাটাই কি-না। প্রতিটি দিন ঈশ্বরের এক এক আশীর্বাদ, যার জন্য আমরা দায়বদ্ধ। আমাদেরকে সেই দিনটি আর কখনই ফিরে দেওয়া হবে না। আমরা যেভাবে আমাদের দিন কাটাই তা ঈশ্বরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ (গীত ৯০:১২)।

শত শত ব্যবসাভিত্তিক বই লেখা হয়েছে যেগুলোতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সময় ব্যবস্থাপনা কৌশল,

অধ্যায়- ৭ : মূল্যবোধ, অগ্রাধিকার, ভারসাম্যতা

এবং এমন অনেক ব্যবসা আছে যেগুলো কাগজ, ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি, ও কম্পিউটার সফটওয়্যার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও আপনার সময় আরোও কার্যকরভাবে ব্যবহার করার জন্য সাহায্য করে। কিন্তু, শেষে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খুঁজে পেয়েছি: কয়েকটি মূল নীতিমালা, একটি ক্যালেন্ডার, একটি নোটপ্যাড, এবং পবিত্র আত্মার প্রতি সংযুক্ত একটি হৃদয় আমাদের প্রয়োজন।

১. একটি সাধারণ ধরণের চার্ট বা ক্যালেন্ডার ব্যবহার করে আপনার প্রতি সপ্তাহের অবশ্য কর্তব্য কাজ ও সময়গুলোকে ঢেকে দিন। এই ধরণের বিষয়গুলোকে অন্তর্ভূক্ত করবেন: খাওয়া, ঘুমানো, কাজ করা, ব্যায়াম, ধ্যানমূলক সময়, মন্ডলীর কাজ, প্রতিদিন ও সাপ্তাহিকভাবে ঘরের ছোট খাটো কাজ, বাজারে যাওয়া, সাপ্তাহিক ও মাসিক বিশেস বিশেস কাজ। রোববারকে বিশ্রাম দিন হিসেবে রেখে দিন। সেদিন পরিবারের সঙ্গে আনন্দ বিনোদন করতে পারেন। যে সাদা জায়গাগুলো এখনও ভর্তি হয় নি, সেগুলো আর অন্যান্য কাজের জন্য। যখন কোন ব্যক্তি আপনাকে তাদের জন্য কিছু করে দিতে অনুরোধ করে বা আপনিই সেই কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু মনে রাখবেন, এই সব ধরণের কাজ যেন আপনার সাদা জায়গার সময়ে হয়, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময়ে নয়।

২. এর পরে, সৃজনশীলভাবে প্রতি দিনকার কাজগুলো পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা করবার জন্য কিছু সময় ব্যয় করুন যেন আপনি সেগুলোর পিছনে সব চাইতে কম সময় ব্যয় করতে পারেন। এটি নীতিকথাতে বলা হয়েছে: আপনি একটি কাজ করবার জন্য যতো সময় দেবেন ততোটুকু সময় সে কাজটি করতে লাগবে। জ্ঞান পাবার জন্য প্রার্থনা করুন। আপনি যদি ইতোমধ্যে সপ্তাহের সব সময় কভার করে ফেলে থাকেন, তাহলে চিন্ড়া করুন আপনি অন্যান্য পরিবারের সদস্যদেরকে কোন দায়িত্ব দিতে পারবেন? কোন কোন দায়িত্ব আপনি এক সঙ্গে যুক্ত করতে, বা বাদ দিতে পারবেন? আমাদের সকলেরই "বিশেস সময়" আছে যখন আমরা সব চাইতে বেশী কাজ করতে পারি। কারো কারো জন্য এই সময়টি সকালবেলা, বা অন্যদের জন্য এটি হয়তো বিকেল বেলা, বা গভীর রাতে।

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

আপনি নিজে কোন সময়ে সব চাইতে ভালো কাজ করতে পারেন সেটি চিহ্নিত করুন ও যত্ন সহকারে মনোনীত করুন যে দিনের সেই সময়ে আপনি কোন কাজ ভালো করতে পারবেন। "সময় নষ্টকারী বিষয়গুলো" কে আপনি বেছে নিন যেগুলো আপনার দিনের অনেক সময় অযথা খরচ করে, - ব্যবস্থাপনার অভাব, অন্যান্য বিষয় বাধা দেয়, সমস্যা, পরিকল্পনা করবার অভাব।

৩.এই অনুশীলনীর লক্ষ্য হলো আপনার কাজের মধ্যে অনেক সাদা সময় বের করা যেন আপনি "সমস্যাযুক্ত কিন্তু জরুরী নয়" এমন যে কাজগুলো আমরা সকলেই বহুদিন ফেলে রাখতে পছন্দ করি, যেমন, আপনার আত্মা আনন্দে পূর্ণ করে এমন কোন বই পড়া, আপনার আলমারী ও ড্রয়ার পরিষ্কার করা, কোন বন্ধুর কফি খাওয়া, নতুন কোন দায়িত্ব প্রার্থনা পূর্বক গ্রহণ করা, এবং তা করতে গিয়ে আপনি কি ছেড়ে দিচ্ছেন তা বোঝা।

এখন, আপনি একটি উদ্দেশ্য নিয়ে চলছেন (১ করিন্থীয় ৯:২৪-২৭)।

গ. ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য কাজ করা

মহিলারা বলে থাকেন যে তারা একটি বিশেষ কষ্টকর সমস্যার মধ্যে জীবন যাপন করছেন- সেটি হলো ঘরে এবং মন্ডলীতে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন করা, কাজের সময়ে নানা দায়িত্ব নিয়ে লোফালুফি করা। সেগুলো সবগুলো এক সঙ্গে ভালোভাবে সম্পন্ন করা, এবং সৎ থাকা ও সবাইকে সন্তুষ্ট রাখা। ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য, জীবন অনেক সহজ ও ভারসাম্য হয়ে গেছে যখন আমি বুঝতে পেরেছি যে অন্যদেরকে সন্তুষ্ট করা আমার দায়িত্ব বা কাজ নয়। সেটি কেবলমাত্র ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়েই আসতে পারে। আমি তাদেরকে ভালো খাবার দিতে পারি, একটি ভালো ঘরও দিতে পারি, সেই সঙ্গে আরাম আয়েশ, উৎসাহ, জ্ঞান ও আশাও দিতে পারি, কিন্তু আমি তাদেরকে সুখী করতে পারি না। আমার জীবনে, ভারসাম্য এসেছিল যখন আমি বুঝতে পারলাম আমি একজন মহান দর্শকের সামনে জীবন যাপন করছি, তাই আমি আর আমাকে সন্তুষ্ট করি না, কিন্তু ঈশ্বরকে করি। কোন কোন সময়ে, এর দ্বারা বোঝানো হতে পারে চার্চের প্রেয়ার মিটিং বাদ দিয়ে আমার ছেলের ফুটবল খেলা দেখা, অথবা কোন 'সুসম্পর্ক গড়ে' তোলার ঘটনাতে যোগ দেওয়া। আবার অন্য কোন সময়ে এটি হতে পারে আগের রাতে পরিবারের জন্য খাবার প্রস্তুত করা যেন আমি পরের দিন যে কাজ করবো বলে কথা দিয়েছি বা কোন ঘরে বাইবেল স্টাডি করবো সেটি যেন করতে পারি। প্রতিটি দিন একটি ভারসাম্য রক্ষা করার দিন, প্রার্থনাপূর্বক অভিযান। হ্যাঁ, অনেক ব্যর্থতা ছিল, আর সমস্যাও ছিল অনেক, কিন্তু, সব কিছুর শেষে আমি সত্যভাবে বলতে পেরেছিলাম, তিনি আমাকে আমার যাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপে পরিচালিত করে এগিয়ে নিয়ে গেছেন - কোন ভুল ছিল না। এমন কি কোন সময় ছিল যখন আমি নিজেই ভুল করেছি?

অবশ্যই! আমি শিখেছি যে আমার উপর যখন অনেক চাপ আসে, যখন আমি আমার সন্তান বা কর্মীদের নিয়ে বিব্রত হই, যখন আমি শুয়ে থাকি তখনও যখন আমার মন ছুটে বেড়ায়, এর সব কিছুর কারণ হলো সাধারণত সব কিছুর সঙ্গে মিল রেখে আমার অগ্রাধিকার তৈরী করি না।

অধ্যায়- ৭ : মূল্যবোধ, অগ্রাধিকার, ভারসাম্যতা

চিন্তা, ধ্যান, অনুতাপ ও নিজেকে নতুন করে তুলবার জন্য একটি নির্জন স্থান খুঁজে পাওয়া দরকার। "হে ঈশ্বর, তুমি জানো, একবটি দিনে কেবল মাত্র ২৪ টি ঘন্টা আছে। আমি এগুলোর সব কিছু তার মধ্যে করতে পারি না। যা কিছু আমি করছি তার জন্য কি তুমি আমাকে আহ্বান করো নি? এর পরে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজটি তা দেখিয়ে দাও।" আমার জীবনের ভারসাম্যতা হারিয়ে গিয়েছিল, এর মূল কারণ ছিল সাদারণত আমি যেগুলোকে জরুরী বা অগুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতাম সেগুলোকে আমার অগ্রাধিকারগুলোর চাইতে আগে নিয়ে যেতাম। আপনি যদি আপনার জীবনে ভারসাম্যতা পেতে সমস্যা বোধ করেন, দিনে যে কয়েক ঘন্টা আছে তার চাইতে করার মতো অনেক বেশী কাজ দেখেন, তাহলে আমি আপনাকে উৎসাহ দেবো যেন আপনি প্রভুকে প্রার্থনাপূর্বক খুঁজে দেখুন যেন বুঝতে পারেন আপনার জীবনে কোন কোন পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। প্রভু যীশু বলেন,"আমার যোঁয়ালী সহজ, এবং আমার ভার লঘু"(মথি ১১:৩০)। যদি আপনার দায়িত্বের যোঁয়ালী আপনি যা বহন করতে পতার চাইতেও ভারী হয় এবং তার কুল কিনারা খুঁজে পাওয়া যায় না, তাহলে হয়তো প্রভু আপনাকে যা করবার জন্য আহ্বান করেছেন তার চাইতেও বেশী আপনি নিয়েছেন। আপনি আপনার পরিবারের নিকটতম ও নির্ভরযোগ্য উপদেষ্টাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করুন। তারা হয়তো কোন নতুন দিক-দর্শন দিতে পারবেন। আপনি কি আপনার মনের শত্রুর বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ করছেন? আপনি কি পদ সম্মান খুঁজছেন যা ঈশ্বরের পরিকল্পনায় নেই? ঈশ্বর যে দায়িত্ব আপনাকে দিতে চান নি তেমন দায়িত্ব কি আপনি নিয়েছেন? কেবলমাত্র ঈশ্বর ও আপনি এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন। তিনি চান যেন আপনি তাঁপর কাছে এই প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করেন! "আমরা ঈশ্বরের জন্য নয় কিন্তু ঈশ্বর আমাদের মধ্য দিয়ে যা করেন সেটাই সব চেয়ে মূল্যবান" (চেম্বার্স, ১৯৯২, পৃ ৩০)।

মুখস্থ পদঃ

গীত ৯০:১২ এইরূপে আমাদের দিন গণনা করিতে শিক্ষা দেও, যেন আমরা প্রজ্ঞার চিত্ত লাভ করি।

হিতোপদেশ ২৪:৩,৪: প্রজ্ঞা দ্বারা গৃহ নির্মিত হয়, আর বুদ্ধি দ্বারা তাহা স্থিরীকৃত হয়; জ্ঞান দ্বারা কুঠরী সকল পূর্ণ হয়, বহুমূল্য ও মনোরমা সমস্ত দ্রব্যে।

মূল সত্যঃ

যদি আমরা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে একটি ভারসাম্য জীবন যাপন করতে চাই আমাদের মূল্যবোধগুলো জেনে, এবং ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে আমাদের অগ্রাধিকারগুলো স্থাপন করা খুবই প্রয়োজন ।

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

১. আপনার বর্তমানের মূল্যবোধগুলো লিখে ফেলুন এবং সেগুলো একটি দৃশ্যমান স্থানে রাখুন যেখানে আপনি প্রতিদিন উদ্ধৃতি দিয়ে মিলাতে পারেন ও নবায়িত করতে পারেন ।

২. এমন কি কোন ঈশ্বরের দান আছে যা তিনি চান যেন আপনি জীবনের এই সময়েয় ব্যবহার করেন , কিন্তু আপনি সেগুলোকে কখনই উন্নত করেন নি, কারণ আপনার হাতে সময় ছিল না বা তেমন সুযোগও ছিল না। যদি তাই হয়, সেগুলো কি কি? আপনি সেই সব দানের দরজা খুলবার জন্য কোন পদক্ষেপ নিতে পারেন (প্রার্থনা সহ)?

৩. আপনি সেই সকল বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করুন যেগুলো করতে দুর্ভাগ্যবশত আপনি সম্মত হয়েছেন। আপনি সেই সব সম্মতিগুলো পূরণ করুন যেগুলো একবারের জন্য করেছেন। প্রার্থনাপূর্বক আপনার তালিকাতে অন্যান্য সম্মতিগুলো সমাধান করতে শুরু করুন। আপনি হয়তো এমন কোন ব্যক্তিকে পেতে পারেন যিনি আপনার কাজটি করে দিতে পারবেন, বা আপনাকে সেই ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে হবে যাকে আপনি সম্মতি দিয়েছিলেন এবং তাদের সঙ্গে কাজটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ধীর ধীরে বাদ দেবার পরিকল্পনা দেখাবেন। বা ঈশ্বর আপনাকে অন্য কোন সৃজনশীল সমাধান দিতে পারেন। চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াটি এখনই শুরু করুন এবং প্রার্থনা করুন।

এ বিষয়ে আরোও জানতে হলে পড়ুন:

মার্জিন: লেখক- রিচার্ড সোয়েনসন (সোয়েনসন অ্যান্ড সোয়েনসন, ২০০২)
দ্য ব্যালান্সড লাইফ : লেখক- অ্যালান লয় ম্যাকগিনিস (ম্যাকগিনিসি, ১৯৯৭)
দ্য সেভেন হ্যাবিটস অব হাইলি এফেক্টিভ পিপল: লেখক- স্টিভেন কোভে (কোভে,১৯৮৯)
টাইম ম্যানেজমেন্ট ফ্রম দ্য ইনসাইড আউট:লেখক- জুলি মর্গেনস্টেইন(মর্গেনস্টেইন২০০০
হ্যাভিং এ মেরী হার্ট ইন আ মার্থা ওয়ার্ল্ড: যোয়ান্না উইভার (উইভার, ২০০০)।

লগু আছে

পাঠ ৮: যোগাযোগ, ব্যক্তিত্ব ও সম্পক

সফল নেতৃত্বের জন্য কার্যকরভাবে যোগাযোগের চাইতে আর কিছুই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না। তা ছাড়া, কার্যকর যোগাযোগের জন্য আপনার উদ্দিষ্ট জনতাকে বোঝার চাইতে আর কিছু গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না। যোগাযোগ করার মধ্যে শুধু মাত্র কথা বলা নয়, কিন্তু, আপনার শারীরিক ভাষা, স্বর, ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্পষ্টতা, অর্থাৎ আপনি যা বলছেন তাই যে আপনার শ্রোতারা শুনছে তা নিশ্চিত করা। আপনি কথা বলে যেতে পারেন, কিন্তু যদি আপনার শ্রোতারা আপনার ভাষাতে কথা না বলে, বা আপনি যা বলচেন তার মাথা মুন্ডু কিছুই বুঝছে না, তাহলে আসলে যোগাযোগ হচ্ছে না। এই পাঠে আমরা আরোও শিখবো যে শুধু শ্রোতার ভাষাই গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের ব্যক্তিত্বও গুরুত্বপূর্ণ। দুজন লোক একই কথা শুনতে পারে, কিন্তু তাদের ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে দুজনে সেই কথার একেবারে আলাদা মানে করতে পারে। আমরা চার ধরণের ব্যক্তিত্বের ধরণ বা মন-মেজাজ নিয়ে আলোচনা করবো যা হিপোক্রেট দু'হাজার বছর আগে চিহ্নিত করে গেছেন, এবং সেগুলো মূলত এখনও একই আছে।

৬৩

নোটস

যোগাযোগ করার দক্ষতা ও ব্যক্তিত্ব উভয়ই বোঝা খুব প্রয়োজন যদি আমরা এমন একটি দল গঠন করতে চাই যেখানে পরস্পরের সঙ্গে অর্থবহ সম্পর্ক আছে।

১. যোগাযোগঃ

নেতা হিসেবে আমরা সাধারণত মনে করি যোগাযোগ হলো আমরা আমাদের বক্তব্য বিষয়গুলো যতো দক্ষতার সঙ্গে আমরা যাদেরকে নেতৃত্ব দিই তাদের কাছে পৌছে দেওয়া। হাজার হাজার লোকের কাছে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেওয়ার মধ্যে শক্তি আছে। কিন্তু, সাধারণ ভাবে কারো কথা মোনার মধ্যেও শক্তিশালী সম্পর্কযুক্ত শক্তি আছে। যদি আমরা আমাদের শ্রোতাদের কথা শুনতাম তাহলেই আমরা বুঝতে পারতাম যে আমরা সঠিকভাবে যোগাযোগ করছি কি-না।

স্টিভেন কোভের লেখা বই "দি সেভেন হ্যাবিটস অব হাইলি এফেক্টিভ পিপল" তে শোনার বিষয়ে পঞ্চম অভ্যাস হিসেবে লিখেছেন, "প্রথমে কুঝতে চেষ্টা করুন, তারপরে যেন লোকেরা আপনাকে বুঝতে পারে। (কোভে,১৯৮৯)। তিনি ঘন ঘন উল্লেখ করেছেন, মানুষের কথা শোনার বদলে, আমরা মানসিকভাবে আমাদের সাড়াদান প্রস্তুত করি। তিনি ধারণা দিয়েছেন যে আমরা আরোও অনেক বেশী কার্যকর যোগাযোগকারী হতে পারতাম যদি আমরা অন্য ব্যক্তি কি বলছেন তা আরোও মনোযোগ সহকারে শুনতাম যেন তাদেরকে বুঝতে পারি। যেমযন, আমরা বলতে পারতাম," আমার মনে হয় যে আপনি যা বলচেন তা হলো... আমি কি আপনার কথা ঠিকভাবে বুঝতে পেরেছি ? "যখন আমি প্রথম এই নীতিটি শিখেছিলাম, আমার চেলেদের সঙ্গে সেটি ব্যবহার

করার তাৎক্ষণিক সুযোগ এসেছিল- যদিও তারা সে সময়ে বিভিন্ন চিন্তাধারা ও ধারণা নিয়ে কিশোর জীবনে ছিল। একদিন সন্ধ্যে বেলাতে, যখন কাবার টেবিলের চারিপাশে বসে মনের আবেগ চড়তে থাকে, আমি তাদের প্রত্যেককে কোভের কৌশলটি ব্যবহার করতে বললাম। এর ফলে আলাপ আলোচনা একেবারে ভিন্ন ধরণের হয়ে গেলো!

পাঠ ৮:যোগাযোগ, ব্যক্তিত্ব ও সম্পর্ক

যেসব নেতারা নতুন নতুন চ্যালেঞ্জিং ধারণা পোষণ ও পালন করেন তারা তার উত্তরে ফিডব্যাক হিসেবে সব সময় শুভেচ্ছা ও সমালোচনা আশা করতে পারেন। আপনি একজন নেতা হিসেবে কীভাবে এই দুই ধরণের উত্তর শুনতে পারেন এবং তার উত্তরে আপনার নেতৃত্বের ধারা প্রয়োগ করতে পারেন? আপনি একটু হেসে ও মাথা নাড়িয়ে কিছু না বলে (কিছু না শিখে) যেতে পারেন বা আপনি এগুলো যত্ন সহকারে শুনতে পারেন, এই সব মন্তব্যের পিছনের কথা বুঝতে চেষ্টা করতে পারেন। শুভেচ্ছার বেলাতে, আপনি সেটি শুনে ঠিক যেটি সাহায্যকারী তা বুঝতে পারবেন, এবং নেতিবাচক মন্তব্যের সময়ে, আপনি আবিষ্কার করতে পারবেন যে সেখানে অবশ্যই একটি উপযুক্ত কথা আছে। এটি উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে যে ব্যক্তি নেতিবাচক মন্তব্য শেয়ার করেন, তিনি আসলে আপনাকে একটি দান দিতে চাইছেন। তিনি তার চিন্তাগুলো আপনার সাথে শেয়ার করতে ও আপনাকে সেটি স্পষ্ট করতে সুযোগ দিচ্ছেন। বা তিনি তার নেতিবাচক মনোভাব আরোও বিশজন নিকটতম বন্ধুদের কাছে তুলে ধরতে চাইছেন। ফিডব্যাকের দান, উভয় ধরণের হোক, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ও সার্বিকভাবে আপনি সব সময় গ্রহণ করবেন। নেতারা প্রায়ই, যাদেরকে নেতৃত্ব দেন তাদেরকে সাড়া দেবার জন্য ডেকে থাকেন। কিন্তু প্রায়ই কি করতে হবে বা বলতে হবে সে বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না। কিছু না বলা বা ভুল কিছু বলার ফলে তারা সেই পরিস্থিতিটা একেবারে এড়িয়ে যান। স্টিফেন মিনিস্ট্র নামে একটি সংস্থা এ বিষয়ে অুনেক সুন্দর প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন, এবং "উপস্থিতির পরিচর্যাচতে সাধারণ পরামর্শ দিয়ে থাকেন। শুধু মাত্র সমস্যা জর্জরিত ব্যক্তির সাথে উপস্থিত থেকে, ও চুপচাপ বসে থেকে তার কথা শুনে খুবই আনন্দ দেয়। এবং এটি খুব কম দেখা যায়। মোনা খুব গুনুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেই সঙ্গে, আমি আপনার হৃদয়ে সেই পরিনিস্থিতে ঈশ্বর কোন কথা বলেছেন তা স্পষ্টভাষায় বলার গুরুত্বও অনেক।
এখানে কয়েকটি টিপস দেওয়া হলো:

ক. আপনার বক্তব্য উপস্থাপনার বিষয়ে আপনি যদি সত্য ফিড ব্যাক পেতে চান, তাহলে শিশুদের একটি ক্ণাশে গিয়ে তাদেরকে শিখান। তারাই আপনাকে বলবে আপনার বক্তব্য কি একঘেয়ে ছিল কি-না, অনেক বিস্তারিত বিষয়, বা তাতে ভালোবাসার কোন ছোঁয়া ছিল না!

খ. চর্চা, চর্চা ও চর্চা করুন! আমি পড়েছি যে বিলি গ্রাহাম গাছের কাছে প্রচার করতেন। আমার বাবা একটি আয়নার সামনে প্রচার করতে শিখিয়েছিলেন যেন আমি আমার হাতের নড়াচড়া বা আচরণ দেখতে পাই যেগুলো শ্রোতাকে অন্য দিকে নিয়ে যেতে পারে।

গ. সহজ-সরল রাখুন। এর অর্থ এই নয় যে আপনাকে কোন প্রস্তুতি নেতে হবে না। আসলে, এর অর্থ হলো এই যে, আপনাকে আরোও বেশী করে প্রস্তুতি নিতে হবে, আপনার প্রচারের বিষয়বস্তুতে তিনটি বা বড়জোর চারটি প্রধান ও উদাহরণ-সহ পয়েন্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

ঘ. আপনি যদি নার্ভাস হয়ে পড়েন, তাহলেও চিন্তা করবেন না, প্রায় ৭০ বছর ধরে একজন পালকীয় দায়িত্ব পালন করছেন, তাকে সপ্তাহে চার থেকে পাঁচবার প্রচার করতে হতো। তিনি আমাকে একবার বলেছিলেন

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

যতোবার তিনি প্রচার করতেন, তিনি নার্ভাস বোধ করতেন। যখন আপনি আপনার সামর্থ্যে নিশ্চিত হন এবং উপলব্ধি করতে পারেন না যে আপনি আপনার সমস্যার মধ্যে পবিত্র আত্মায় অভিষিক্ত হবার উপরে নির্ভরশীল ।

ঙ. আপনি প্রভুকে অনুরোধ করুন যেন আপনার মধ্য দিয়ে তাঁর ভালোবাসা ও সত্য প্রবাহিত হতে থাকে, আপনি যেন একটি স্বচ্ছ কাচের মতো হয়ে ওঠেন যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আলেঅ প্রকাশিত ও উজ্জ্বল হয়। আপনার প্রচারের শেষে আপনার ভাবাবেগ বা শ্রোতাদের গ্রহণ না করার মনোভাব সব সময় আপনার প্রচার যে খুব ভালো প্রচারিত হয়েছে তার নির্ধারক নয়। একেবারে নীরব একটি শ্রোতার দল হয়তো বলে দিতে পারে যে ঈশ্বরের বীজ সঠিকভাবে বপিত হয়েছে। ঈশ্বরের উপরে নির্ভর রাখুন, তিনিই তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করবেন, এবং পবিত্র আত্মা শ্রোতাদের কাছে প্রকৃত সত্য তুলে ধরেছেন।

২. ব্যক্তিত্বের ধরণঃ

ব্যক্তিত্বের ধরণ বোঝার লক্ষ্য কখনই 'ঠিক' বা 'ভুল' এই ধরণের চিহ্নিত করা নয়। কিন্তু, আমরা যেভাবে সাড়া দিই ও চিন্তা করি এবং অন্যরা কেন ভিন্নভাবে সাড়া দেয় ও চিন্তা করে তা বুঝতে হবে। আমরা যতো অন্যদের সম্বন্ধে বুঝতে পারি, আমরা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করি যে আমাদের চিন্তা ও পথই একমাত্র পথ ও চিন্তা না-ও হতে পারে। এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পরিকল্পনা ও সমস্যা সমাধান করলে আরোও ভালো ফল পাওয়া যাবে কারণ আমরা এক সঙ্গে বাস করবো ও এক সঙ্গে কাজ করবো।
ব্যক্তিত্বের ধরণ শ্রেণী বিভাগ করার জন্য বিভিন্ন ধরণের উপায় আছে, কিন্তু অনেকেই চার ধরণের বিভিন্ন রকমের কথা বলে থাকেন। ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণের জন্য তিনটি সব চাইতে জনপ্রিয় উপায় এবং প্রতিটির চারটি শ্রেণী বিভাগ হলো:

ডিস্ক (DISC):- কর্তৃত্ব অর্পণ, প্রভাব বিস্তার, সম্মত হওয়া, সমর্থনকারী
হিপোক্রেটস- রাগী, নিশ্চিত, বিষাদময়, উৎসাহ ও উত্তেজনাহীন
রং: লাল, হলুদ, নীল ও সবুজ

এই সমস্ত উপায়গুলোর প্রত্যেকটিতে আমি শ্রেণীবিভাগগুলো একই ধারাতে রেখেছি। নীরচ, সংক্ষিপ্তকরণের ব্যাখ্যাতে আমি বিভিন্ন 'রং' ব্যবহার করেছি, তার মূল কারণ হলো এই যে আমি ম্যানেজমেন্ট টেকনোলজীর তত্বাবধানকারী ওয়র্কশপে প্রথম দায়িত্ব পাই। আমাদের শুরু করার আগে, আমি যোগ করতে চাই যে

পাঠ ৮: যোগাযোগ, ব্যক্তিত্ব, সম্পর্ক

কোন কোন সময় সকল রংগুলোর সম্মিলিত রূপ থাকে কিন্তু প্রতিটি শ্রেণীতে বিভিন্ন সবলতা থাকে।

লগু লাল- কর্তৃত্ব, রাগী- উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার দিকে ধাবিত

- চিহ্ন: সোজামুজি, সিদ্ধান্তকারী, প্রতিয়োগিদামূলক, ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক, দাত্বি প্রধান হতে পছন্দ করে, সোজাসুজি উত্তর পছন্দ করে, নিয়ন্ত্রণের বাইরে স্বাধীনতা, লক্ষ্য আছে
- পরীক্ষা নীরিক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেয়, ফলাফলের জন্য মূল্যায়ন করে
- আপনি যদি লাল হন, তাহলে সাবধান থাকবেন: হঠাৎ করে ভাবাবেগে সিদ্ধান্ত নেওয়া, অন্যের প্রতি রুঢ় ও কর্তৃত্ব পরায়ণ হওয়া, তাদের কথা না শোনা
- লালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে: একটি সিদ্ধান্তের ভালোপ ও খারাপ দুটো দিকই দেখান, এবং তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তের দিকে চলে যান, সহজে ধৈর্যচ্যূত হবেন না
- লাল নং এর লোকেরা সম্পর্কহীনতায় ভোগে

পরামর্শ- যতদিন চাওয়া না হবে, ততোদিন পরামর্শ দেবেন না, অন্যদেরকে হীনভাবে দেখবেন না,সরাসরি আপনার ভুল স্বীকার করুন।

লগু হলুদ (প্রভাব বিস্তারকারী, নিশ্চিত) সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী

- চিহ্ন: সামাজিক, হৈহুল্লোড় পছন্দ করে, পরিবর্তনের সাথে সহজেই খাপ খাইয়ে নেয়, একটি দলের সাথে কাজ করতে পছন্দ করে, খুব ভালো গল্প বলিয়ে, ও ভালো প্রশিক্ষক
- বিভিন্ন মতামত শুনে ও সবার সাথে এক মত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়
- আপনি যদি হলুদ হন, তাহলে সাবধান থাকবেন: সকলকে সুখী করতে, অব্যবস্থাপনা, সহজেই অন্য দিকে চলে যাওয়া হতে, বাড়িয়ে কথা বলতে, অন্যকে ব্যবহার করতে
- একজন হলুদের সাথে যোগাযোগ করতে হলে: তাদেরকে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে সাহায্য করুন, তাদের সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলুন, তাদের দ্বিধাধন্দ, দেরী হওয়া, সময় নিয়ে সম্পর্ক গড়ে তোলা দেখতে পারেন
- হলুদেরা খুব বেশী কথা বলা নিয়ে ও আত্ম কেন্দ্রিকতা নিয়ে সমস্যায় ফেলে

পরামর্শ: আপনার মতামত ছোট করুন, বাড়িয়ে কথা বলবেন না, অন্যের কথা শুনুন, সাংগঠনিক দক্ষতার উন্নতির জন্য কাজ করুন ।

লগু নীল-(সম্মত হয়, বিষাদ ময়) সংবাদ তথ্য পেতে চায়

- চিহ্ন: তথ্য খোঁজে ও গ্রহণ করে , শিখতে পছন্দ করে, পরিকণ্পনা করে, উন্নতি করে, মূল্যায়ন করে, সৃজনশীল ও আবিষ্কারক প্রজেক্টগুলো পছন্দ করে, চিন্তা করে
- সিদ্ধান্ত নেয়: তথ্য সংগ্রহ করে ও সকল পথ বাছাই করে
- যদি আপনি একজন নীল হন, সাধান থাকবেন: তথ্য খুব বেশী মূল্যায়ন করার বিষয়ে, সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করা হতে, আত্মিকতার উপরে যুক্তিকে ও কারণকে মূল্য দিতে

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

- একজন নীলের সাথে যোগাযোগ করার জন্য: বিভিন্ন পথের মধ্য দিয়ে চলতে তাদের সাহায্য করুন, সিদ্ধান্ত নিতে ধৈর্য ধরুন, তাদের কারণ ও যুক্তি শুনুন
- একজন নীল একদম খাঁটি হওয়া ও বিষাদ এর বিষয়ে কষ্ট পায়।

পরামর্শ: এক ধরণের কৃতজ্ঞতা বোধ গড়ে তুলুন, সেগুলো ভালো সেগুলোর দিতে তাকান, আপনার ও অন্যদের ভুল ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখুন, আপনার বিশ্বাস ও ঈশ্বরের বিশ্বাস গড়ে তুলুন।

লগু সবুজ: (সমর্থনকারী, উৎসাহ উত্তেজনাহীন) নির্দিষ্ট উপায় অনুসরন করে চলে

- চিহ্ন: গাম্ভীর্যপূর্ণ, সাবধান, বিস্তারিত বিবরণ জানতে চাই, ঐতিহ্যকে, নিয়ম ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, নির্দেশনা ও পরিচালনা পছন্দ করে
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে- সমস্ত বিবরণ পাবার পরে, সমস্যা চিহ্নিত করে, ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধান করে, উপায়ি উদ্ভাবন করে, সব কিছু লিপিবদ্ধ করে।
- যদি আপনি একজন সবুজ হন, তাহলে সাবধান থাকবেন: অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে, কম দায়িত্ব অর্পণের বিষয়ে, পরিবর্তনের বিষয়ে নরম ও না-ইচ্ছুক হতে, ঝুঁতিগুলোকে বেশীমাত্রায় দেখা।
- একজন সবুজের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে: সৃজনশীলতাকে উৎসাহ দিন, তাদের প্রকি আস্থা প্রকাশ করুন, নথিপত্র, কাঠামো ও স্তর দিন।
- সবুজ লোকেরা আকাঙ্খার অভাবে ভোগে ও পরিবর্তিত হতে ভয় পায়।

পরামর্শ:
নতুন নতুন বিষয় দিয়ে তাদেরকে উৎসাহিত করুন, তারা যে যে বিষয়ে আকাঙ্খী সেগুলো যেন পেতে পারে, সমস্যা সমাধানের কাজের দিকে মন দিতে ও পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে বলুন।
মানুষকে বোঝার আরেকটি একেবারে ভিন্ন ধরণের উপায় হলো যেটি প্রথম আরম্ভ হয় ডেজার্ট ফাদারদের দিয়ে, যে ক্রীষ্টিয়ানেরা তৃতীয় শতকে ঈশ্বরের কাছাকাছি থাকবার জন্য মরুভূমিতে চলে গিয়েছিল। এটি হলো **এনিয়াগ্রাম অ্যাপ্রোচ।** অনলাইনে অনেক বেশী সকিছু জানা যাবে, সেকুলার দলের লোকেরা ও এই উপায় ব্যবহার করে।

৩. সম্পর্ক

প্রভু যীশু সম্পর্ক স্থাপন সম্পর্কে বহু সময় ধরে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। এই বিষয়টি কেন তাঁর কাছে এতো গুরুত্বপূয়র্ণ ছিল? আমাদের মধ্যে একে অন্যের সঙ্গে সম্র্ক ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি। আমরা বলতে পারি না আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসি কিন্তু আমার বোনকে ঘৃণা করি (১ যোহন ২:৯)।

পাঠ ৮: যোগাযোগ, ব্যক্তিত্ব, সম্পর্ক

যখন তাহাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো- সবচেয়ে প্রধান আজ্ঞা কোনটি? প্রভু যীশু দুটি বিষয়ে উত্তর দিলেন "তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে, "এইটি মহৎ ও প্রথম আজ্ঞা। আর দ্বিতীয়টি ইহার তুল্য; তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে।" (মথি ২২:৩৬-৩৯) পবিত্র নতুন নিয়মে অন্যান্য ধরণের সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তোমরা পরস্পর মধুর স্বভাব ও করুণচিত্ত হও, পরস্পর ক্ষমা কর, যেমন ঈশ্বরও খ্রীষ্টে তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। (ইফিষীয় ৪:৩২)

ক্রুদ্ধ হইলে পাপ করিও না; সূর্য অস্ত না যাইতে যাইতে তোমাদের কোপাবেশ শান্ত হউক (ইফিষীয় ৪:২৬)।

কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও, এবং যাহারা তোমাদিগকে তাড়না করে,তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও; (মথি ৫:৪৪)।

নতুন নিয়মে বার বার আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যেন আমরা অন্যান্যদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করি (রোমীয় ১২:১৮; ২ করি ১৩:১১ ইব্রীয় ১২:১৪)। কিন্তু মানুষ বড়ই কঠিন, কোন কোন সময় তাদেরকে বোঝা কষ্টকর। আমরা কীভাবে এই কঠিন লোকদেরকে নিয়ে ওঠাবসা করতে পারি? বস্তুত, আমরা কিসটি উপায়ের যে কোন একটি উপায় বেছে নিই: তাদেরকে এড়িয়ে চলি, বা তাদেরকে আক্রমণ করি, বা তাদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করি। পবিত্র বাইবেলে আমাদের স্পষ্টভাবে শেষটিকে গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। যদিও পরিবেশ এমন হয় যে আপনি একজনের সাথে কথাবার্তা বলছেন বা আপনি দুজন পরস্পর বিরোধী দরের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছেন, মূল নীতিকথা একই। প্রথমেই একটু পিছিয়ে যান, ও সমস্যাটিকে গভীরভাবে মূল্যায়ন করুন। তখন সমস্যার উদ্ভব হয়? আপনি এগুলোর মধ্যে সাদারণ সূতোগুলো বের নকরুন ও জ্ঞান ও বাচাই করার আত্মার জন্য প্রার্থনা করুন।

ক. এখানে কি ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ আছে? মূল্যবোধেরম উদ্দেশ্য, বা আশার মধ্যে পার্থক্য আছে?

বা হয়তো এখানে যোগাযোগের অভাবে বা ভুল তথ্যের জন্য শুধু মাত্র একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে ? এ বিষয়ে চিন্তা করতে সময় নিন ও পরিবেশটিকে নিয়ে প্রার্থনা করুন। ঈশ্বরকে বলুন যেন তিনি তাঁর চিন্তাধারা,অন্তর্দৃষ্টি, ও সময় আপনাকে দেন।

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

যদি সমস্যাটি হয়ে থাকে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দের কারণে, তাহলে এমন সিদ্ধান্ত নিতে হবে যাতে শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে ওঠে যাতে সকলের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। যেমন প্রেরিত পৌল ও বার্ণবা । যদি সমস্যাটি হয় মূল্যবোধের ও উদ্দেশ্যের পার্থক্য, তাহলে প্রত্যেকের উচিৎ হবে যেন তিনি প্রভুর ইচ্ছা কি তা জানতে চেষ্টা করেন। যদি এই সমস্যাটি আসে দূর্বল যোগাযোগর বা ভুল তথ্যের কারণে, তাহলে সেই সমস্যাটি নিয়ে কথা বললে সাধারণত বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে আসে ও প্রভুর আলোতে চলবার জন্য অঙ্গীকার করার যেতে পারে (১ যোহন ১:৭)।

খ. এটি কি কোন ধরণের আত্মিক যুদ্ধ? হয়তো বিভিদের আত্মা কাজ করছে, বা অন্য ধরণের কোন আত্মা আক্রমণ করেছে দুজনকেই, মিথ্যা কথা বোনা হয়েছে পরস্পর সংঘাত সৃষ্টির জন্য ও ঈশ্বরের কাজকে ধ্বংস করার জন্য। যদি তাই হয়, তাহোল আপনাদের মধ্যে যে দেয়াল আছে সেটিকে ভেঙ্গে ফেলে দিন, সেজন্য আপনাদেরকে উন্মুক্ত ও সৎভাবে কথা বলতে হবে ও শয়তানের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে (ইফিষীয় ৬:১২)।

গ. সম্পর্কহানিটি কি পাপের ফল, আপনার পাপের বা অন্য ব্যক্তির পাপের ফল? হয়তো, অতীতের পাপ ও আঘাত বিচারকে ঢেকে ফেলেছে ও নেতিবাচক আবেগময় সাড়া সৃষ্টি করছে যা যে কোন বক্তব্য বা কাজের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। 'তোমাদের মধ্যে কোথা হইতে যুদ্ধ ও কোথা হইতে বিবাদ উৎপন্ন হয়? তোমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যে সকল সুখাভিলাষ যুদ্ধ করে, সেই সকল হইতে কি নয়?' (যাকোব ৪:১)

পীসমেকার মিনিস্ট্রিজ যে কোন সংঘাতকে সামাধানের জন্য চারটি পদক্ষেপের কথা বলেছে:

১. ঈশ্বরের গৌরব কর, বিশ্বাস করো যে ঈশ্বরে সংঘাতকেও মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করতে পারেন (রোমীয় ৮:২৮)।

২. আপনার নিজের চোখের কড়িকাঠটি আগে বের করে ফেলুন (মথি ৭:৫)। ফিলিপীয় ৪:২-৯ পদের উপর ধ্যান করুন।

৩. ধীরে ধীরে সুসম্পর্ক ফিরিয়ে আনুন। সম্পর্ক পুনস্থাপন করুন। সেখানে যেন দোষারোপ করা না হয়। (মথি ১৮:১৫-১৮)

৪. যান এবং তাঁরি সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করুন। ঈশ্বর যেমন আপনাকে ক্ষমা করেছেন তেমনই তাকেও ক্ষমা করুন। (কল ৩:১:২-১৪)। (স্যান্ডে, ২০১৪)

অন্য লোকেরা এই সংঘাতে তাদের ভূমিকা কি তা বুঝতে পেরেছে কিনা সেটি বড় বিষয় নয়, ঈশ্বর আমাদেরকে আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যেন আমরা তাদেরকে ক্ষমা করি, তাহলেই আমরাও ক্ষমা পাবো (মথি ৬:১৫)। যদি এই ক্ষেত্রে আপনি সমস্যার মধ্যে থেকে কষ্ট পান, তাহলে এই অধ্যায়ের শেষে আপনার জন্য পড়বার মতো কিছু পরামর্শ আছে এবং ওয়েবসাইটের উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন ব্যক্তিত্বের ধরণের লোকদের জন্য এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা আছে এবং তারা মনে করে যে "সব কিছুই শেষে ঠিক হয়ে যাবে।"

পাঠ ৮: যোগাযোগ, ব্যক্তিত্ব, সম্পর্ক

আমি খুব সরলভাবে স্বীকার করি যে আমি সেই সব লোকদের মধ্যে একজন । একই সঙ্গে, আমি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিখেছি যে সেই সব সমস্যা খুব কমই চলে যায় বা ঠিক হয়ে যায়। বেশরিভাগ সময় এগুলো স্নায়িকভাবে চাপা পড়ে থাকে, কিন্তু সবচেয়ে© যখন কঠিন তখনই এগুলো আবার উঠে আসে। যদি সেই সব সমস্যাগুলো বার বার মনে আসতে থাকে, এবং আপনার মনে হয় যে আপনি সেই অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিদেরকে এড়িয়ে যাচ্ছেন, তাহলে আপনাকে প্রার্থনাপূর্বক ও সততার সঙ্গেও সম্মানের সঙ্গে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। আপনাকে সরাসরিভাবে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে , ভালো হয় কোন নিরিবিলি স্থানে দুজন সামনাসামনি একাকী বসে বিসয়টির সুরাহা করতে হবে।

মুখস্থ পদ:

লগু রোমীয় ১২:১৮-যদি সাধ্য হয়,তোমাদের যত দূর হাত থাকে,মনুষ্যমাত্রের সহিত শান্তিতে থাক।

লগু ইফিষীয় ৪:৩২- তোমরা পরস্পর মধুর স্বভাব ও করুণচিত্ত হও, পরস্পর ক্ষমা কর, যেমন ঈশ্বরও খ্রীষ্টে তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন।

মূল সত্য:

বিভিন্ন ধরণের যোগাযোগের ধরণ ও ব্যক্তিত্ব বোঝা শক্তিশালী সম্পর্ক ও সমাজ গড়ে তোলার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়।

অপনার সাড়াদান/প্রতিক্রিয়া

১. কোন ধরণের ব্যক্তিত্বের ধরণ আপনার নিজের ব্যক্তিত্বের ও আপনার পরিবারের সকলের ব্যক্তিত্বের ধরণের কাছাকাছি। যদি আপনার ইন্টারনেট ব্যবহার করার সুবিধা থাকে এবং কোনদিন কোন ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা করেন নি, তাহলে এই ওয়েবসাইটে বিনামূল্যে পরীক্ষাটা করিয়ে নিন: discpersonalitytesting.com/free-disc-test.

২. আগামী কথাবার্তার মধ্যে আপনি কিছু বলার আগে শোনার ধরণটি যত্নসহকারে বেশী ব্যবহার করতে চেষ্টা করুন ও কি বুঝেছেন তা স্পষ্ট করে নিন। যদি প্রথমে এটি বিশ্রী ও বিব্রতকর বলে মনে হয় তাহলে অবাক হবেন না। যেমন অনেক বিষয়ে হয়ে থাকে, আপনি যতো চর্চা করবেন ততোই আপনি এটিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন। আপনি আপনার কোন সহকর্মীকে যদি কোন নির্দেশনা দেন, তাহলে তাদেরকে বলুন তারা কি শুনেছে। আপনি হয়তো অবাক হয়ে যেতে পারেন!

৩. এমন কি কেউ আছেন যাকে আপনি বারবার এড়িয়ে চলতে চাইছেন বরে মনে হয় কারণ সতার সঙ্গে আপনার এর আগে কোর ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। নীচে দেওয়া শান্তিস্থাপনের ৪জি অনুসরণ সকরুন, মনে রাখবেন সময় অনুসারে ঈশ্বর আপনাকে পরিচালিত করবেন।

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

যদি আপনি এ বিষয়ে আরোও জানতে চান তাহলে পড়ুন:

{ HYPERLINK "http://www.peacemaker.net" }

{ HYPERLINK "http://www.stephenministries.org" }

{ HYPERLINK "http://www.enneagram.com" }

দ্য ফ্রেন্ডশীপ ফ্যাক্টর লেখক- অ্যালান লয় ম্যাকগিনিস (ম্যাকগিনিস,১৯৭৯)

স্পিকিং দ্য ট্রুথ ইন লাভ: লেখক- কোখ অ্যান্ড হাউখ কোখ অ্যান্ড হাউখ, ১৯৯২)

ফরগিভ অ্যান্ড ফরগেট: লেখক- লুইস স্মিডস (স্মিডস, ১৯৮৪)

ম্যানেজিং কনফ্লিক্ট গডস ওয়ে: লেখক- ডেবোরা স্মিথ পিগস (পিগস, ১৯৯৭)

পার্সোনালাইসিস- ম্যানেজমেন্ট টেকনোরজিস: নোল্যান্ড,২০১৫)

পার্সোনালিটি প্লাস লেখক: ফ্লোরেন্স লিটয়ার (লিটয়ার , ২০১৫)

লাইফ কীজ- কাইস, স্টার্ক, হার্শ (কাইস, স্টার্ক, হার্শ, ১৯৯৬)

দ্য সেভেন বেসিক হ্যাবিটস অব হাইলি এপেকটিভ পিপল : লেক- স্টিফেন আর কোভে কোভে ,১৯৮৯)

লাগু

পাঠ ৯: যেখানে ঈশ্বর আপনাকে স্থাপন করেছেন সেখানে নেতৃত্ব দেওয়া

আমাদের মধ্যে খুব কম লোকেই ইংল্যান্ডের প্রিন্স উইলিয়ামের মতো নেতৃত্বের পদে জন্ম গ্রহণ করি নি। এ ছাড়া খুব কমই সহজাতভাবে নেতা (যদিও কোন কোন ব্যক্তি সেই পদবী দাবী করতে পারেন), কিন্তু আমাদের বেশীরভাগের জন্য নেতৃত্ব ধীরে ধীরে উঠে আসে, সিড়ি বেয়ে বেয়ে ধারাবাহিকভাবে, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভের, চিন্তা ও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে। তাহলে কীভাবে কোন ব্যক্তি এই নেতৃত্বের যাত্রা শুরু করতে পারে? আপনি যেখানে আছেন সেখানে নেতৃত্ব দিয়ে শুরু করুন। যেমন এর আগে বলা হয়েছে, নেতৃত্বে আমার আগের অভিজ্ঞতাগুলো এসেছিল মন্ডলীতে স্বেচ্ছাসেবকের, ছাত্রদের মধ্যে কাজের, এবং নিয়ম মাফিক আমার কিমোর বয়সে কারো তত্বাবধানে থেকে দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে। সে প্রথম বছরগুলোতে যে নেতৃত্বের শিক্ষা লাভ করেছিলাম সেগুলো অমূল্য ছিল, সেখানে শিখেছি- কী করে সমালোচনা ও বাতিল হওয়ার সময়ে কথা বলতে হয়, কোন টীম তৈরী করার মূল্য কতো, এবং অনেক দিন স্থায়ী থাকবে এমন কোন সংস্থার বিত্তি স্থাপন করার অভিজ্ঞতা। আমার বিশ দশকের বয়সের সময়ে আমার জীবনে একটি বিশেস গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বের ভূমিকা পেলাম- আমি একজন মা হলাম। জীবনের পরবর্তী সময়ে, যখন আমি কর্পোরেট ব্যবসায়ে ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করতাম, আমার মনে আছে একবার আমি আমার বসকে বলেছিলাম, "এই কাজটি করবার জন্য যা কিছু জানার প্রয়োজন তা আমি সবই জেনেছি যখন আমি আমার দুটি বাচ্চাকে দশ বছর লালন পালন করেছি।" জীবনের প্রারম্ভে নেতৃত্বের যে গুণাবলী আপনি শেখেন তা কখনও অবমূল্যায়ন করবেন না। আপনি যতোই আপনার নেতৃত্বের দায়িত্বে সচেতন হতে থাকেন, আমি আপনাকে এই পরামর্শগুলো দেবো:

বর্তমানের জন্য ইষ্টৈরদেরকে গড়ে তোলা

১. একটি স্বপ্ন মনে রাখুন :

যখন আপনি তাদেরকে নেতৃত্ব দেন, আসলে আপনি কী সাধন করতে চাইছেন? আপনি কি কোন সমস্যার সমাধান করতে চান? তাদেরকে আলো বা নির্দেশনা দিতে চার, কোন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চান বা কোন খালি নেতৃত্বের পদ পূরণ করতে চান? লোকদের আপনাকে অনুসরণ করবার জন্য অনুপ্রাণিত করতে, আপনাকে অবশ্যই তাদের কাচে সেই স্বপ্নটি স্পষ্টভাবে বুঝিযে বলতে হবে যেন তারা আপনার সাথে থাকে। আপনি হয়তো ঈশ্বরীয় কোন আহ্বানের ডাকে সাড়া দিচ্ছেন, বা বিশেস কোন প্রয়োজন আপনি পর্যবেক্ষণ করেছেন, কর্তৃপক্ষের কারো কাছ থেকে এই দায়িত্ব পেয়েছেন। ইস্রায়েলীয়দেরকে মিশরীয় দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য মেশির একটি স্বপ্ন ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ, তাঁর প্রাথমিক প্রচেষ্টার ফলে সারা জীবনের জন্য তাকে পালিয়ে চল্লিশ বছরের জন্য মরুভূমিতে যেতে হয়েছিল। যদি আপনার প্রাথমিক জীবনের নেতৃত্ব বিফল হয়ে গিয়েছে তাহলে ভয় পাবেন না, মোশির মতো বন্ধুও আপনি পাবেন। ছেড়ে দেবেন না! জন ম্যাক্সওয়েল আমাদেরকে "সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে" বলছেন- আমাদের ভুলত্রুটি থেকে শিখতে হবে (২০০০)।

২. আপনার নিজেকে চিনুন-

রোমীয় ১২:৩ পদে লেখা আছে আমাদের যতোটুকু উচিৎ তার চাইতে যেন নিজেকে বেশী উচ্চ বলে না মনে করি। কিন্তু নেতৃত্বে এটি খুবউ প্রয়োজনীয়ে যে আমরা আমাদের সবলতা ও বিশেষ করে আমাদের দূর্বলতাগুলো জানি- আমাদের সবলতা যেন আমরা সেগুলোর উপরে গাঁথতে পারি এবং আমাদের দূর্বলতা- যেন আমরা বুঝতে পারি কীভাবে সেগুলোকে পরিহার বা উন্নত করা যায়।

ক. সবলতাগুলো জানুন- ৩ অধ্যায়ে আমরা আমাদের দান ও আকাঙ্খা নিয়ে আলোচনা করেছি। আপনার সবলতা জানবার জন্য সেগুলোই খুব সুন্দর পয়েন্ট। আপনার কাজ সম্পর্কে লোকেরা আপনার কার্যক্ষেত্রে, আপনার চার্চে, ঘরে, এবং সমাজে ও বিশেস করে আপনি যাদেরকে ভালো করে চেনেন তারা কোন কোন ভালো মন্তব্য করে? ৩টি বা ৪টি কাজের কথা চিন্তা করুন যেগুলো আপনি করতে পছন্দ করেন, এবং আপনি ভালোভাবে সেগুলো করেন বলে মনে করেন। যখন আপনি বর্তমানে যেখানে আছেন সেখানকার নেতৃত্বের পরিবেশ পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা করেন, আপনি সেখানে সেই সবলতাগুলো কতোটা প্রকাশ পায়?

খ. আপনার দূর্বলতা জানুন- যখন আপনি বিফল হন, সাধারণত তার কারণ কি থাকে? তখন লোকরা সাধারণত আপনার সম্বন্ধে কোন কোন নেতিবাচক কথা বলে? যদি সম্ভব হয় কোন ধরণের পরিস্থিতি পরিবেশ আপনি এড়িয়ে যেতে চান? আপনার যে কোন ৪-৫টি দূর্বলতার কথা চিন্তা করুন যেগুলো বেশ সমস্যাজনক। বর্তমানের পরিস্থিতিতে এই সব দূর্বলতাগুলো কীভাবে আপনার নেতৃত্বের কার্যকরীতা সীমাবদ্ধ করে? এই সব দূর্বলতা দূর করবার জন্য আপনি কী করতে পারেন?

পাঠ ৯: যেখানে ঈশ্বর আপনাকে স্থাপন করেছেন সেখানে নেতৃত্ব দেওয়া

গ. আপনার হৃদয়ের মনোবাঞ্ছা জানুন।

আপনি যখন "ঈশ্বর আপনাকে স্থাপন করেছেন সেখানে নেতৃত্ব দেওয়া" বিষয়ে চিন্তা করেন, সেখানে আপনার হৃদয়ের মূল উদ্দেশ্যটি কি? নিয়ন্ত্রণ করা? দরিদ্রদের প্রয়োজন মিটানো? অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ও ভারোবাসা লাভ করা? আপনার ইচ্ছার মধ্যে অহংকার, লোভ, হিংসা, ও অন্যান্য মাংসের অভিলাষ কাজ করে? আপনি নিজের সঙ্গে ও ঈশ্বরের সঙ্গে সততার সঙ্গে কাজ করুন। মরুভূমিতে মোশি চল্লিশ বছরের মধ্যে পরিবর্তিত হয়েছিল। তিনি আর মিশরের রাজকুমার ছিলেন না, কিন্তু একজন মেষপালক ছিলেন মাত্র। তিনি আর কোন রাগী, প্রতিশোধ গ্রহনকারী, চিলেন না, কিন্তু নিরীহ মরুভূমির একজন লোকে হয়েছিলেন। এমন একজন মানুষ যে তাঁর তরবারিতে শক্তিশালী সেই মানুষ না হয়ে তিনি নিজেকে একজন "বাকপটু নহি" বলে পরিচয় দিয়েছেন (যাত্রা ৪:১০)। তাঁর যতো শক্তি ছিল সেগুলো তাঁর দূর্বলতা হয়ে গেলো, এবং তখনই তিনি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নেতৃত্ব দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

৩. ঈশ্বরের আহ্বান শুনুন

পবিত্র বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের মহান সব নেতারা- অব্রাহাম, মোশি, যিহোশূয়, গিদিয়ন, দায়ূদ, পিতর, পৌল, সকলেরই একটি বিশেস বৈশিষ্ট্য ছিল। তাদেরন জীবনের কোন না কোন সময়ে তারা ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বলেছিলেন "হ্যাঁ প্রভু"। তাদের মধ্যে কেউই খুব উন্নত বা যোগ্য ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন না, আসলে, তাদের মধ্যে অনেকনিজেদেরকে খুবই দূর্বল চিত্তের নেতা বলে অভিহিত করেছিলেন, কিন্তু তথাপি তারা ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। মোশির মতো যখন ঈশ্বর আমাদেরকেও জিজ্ঞেস করেন, "তোমার হাতে কি আছে?" (যাত্রা ৪:২) তখন আমরা নিজেদেরকে অযোগ্য বলে মনে করি। প্রশ্নটি হলো এই যে আমরা কি বিশ্বাসে পা বাড়িয়ে বাধ্যতায় আমার যা আছে তাকে প্রভুর জন্য ব্যবহার করবো কি-না। যখন ছোট ছিলাম, আমার একটি প্রিয়© গান ছিল,"শমগরের একটি পাঁচনী ছিল, দায়ূদের একটি ফিঙ্গে, দর্কার একটি সূঁচ ছিল রাহবের কিছু সুতো। শিমমোনের ছিল একটি হাড়, হারণের একটি লাঠি, মরিয়মের ছিল তেল, তারা সবই দিল ঈশ্বর প্রভুকে। " আপনার হাতে কি আছে?

৪. একটি দল গঠন করুন

নেতৃত্বের একেবারে প্রাথমিক কাজই হলো একটি দল গঠন করা যারা আপনার সাথে একসঙ্গে পথ চলবে। আপনি তাদেরকে কীভাবে বাছাই করবেন? যারা সততার সঙ্গে চলে ,যারা দুঃখ দিলেও সত্য কথা বলবার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ, যারা আপনার স্বপ্নটিকে নিজের বলে মেনে নিয়েছে, এবং সেটি পূর্ণ করার জন্য আশা আকাঙ্খায় থাকে, যারা আপনি সযে সমস্ত ছোটখাটো ভুলত্রুটি না দেখলেও তারা দেখতে পায়, যারা আপনি যে সব ক্ষেত্রে দূর্বল সে সব ক্ষেত্রে তারা সবল, যাদের কাছে আপনি দায়বদ্ধ থাকতে ইচ্ছুক কারণ আপনি তাদের বিচারকে ও আনুগত্যকে সম্মান করেন, যখন আপনি ভুল করে ফেলেন তখণ যাদেরকে আপনি আপনাকে মোধরাতে ক্ষমতা দিতে ইচ্ছুক, যাদের সঙ্গে অঅপনি আপনার হৃদয়ের ইচ্ছা ও বাসনা বলতে পারেন এবং আপনি জানেন যে তাপরা আপনাকে আপনার ভুল ত্রুটি স্বত্বেও ভালোবাসবে তাদেরকে আপনি মনোনীত করবেন। আপনার কাছাকাছি যারা থাকে তাদের সংখ্যা বিরাট হবার দরকার নেই। সারারাত ধরে প্রার্থনা করে, প্রভু যীশু বারোজনকে বাছাই করেছিলেন যারা তাঁকে অনুসরণ করেছিল, কিন্তু তিনি কেবল মাত্র তিনজনের কাছে একেবারে অন্তরঙ্গ ছিলেন। মোশি কেবল মাত্র তাঁর বাই হারণকে পছন্দ করেছিলেন, তার সম্বন্ধে তিনি খুব ভালো করে জানতেনও না। কিন্তু ঈশ্বর তাকেই তাঁর সঙ্গী হিসেবে বাছাই করেছিলেন। আপনার দলটিকে ধীরে ধীরে ও প্রার্থনা পূর্বক গড়ে তুলুন । ভালোবাসতে, উন্নত করতে, সেবা করতে, শুধু মাত্র আপনার উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করার জন্যই নয় কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে মনোনীত করতে নিবেদিত থাকুন।

প্রায়ই দল গঠন শুরু হয় একজন আরেকজনকে মেন্টর করার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে, একে অন্যের হৃদয়ের ও জীবনের কাহিনী শুন, ধীরে ধীরে পরস্পরের প্রতি শদ্ধা ও আস্থা স্থাপন করে । ঈশ্বর আপনাকে কোথায় স্থাপন করেছেন? তিনি কি আপনাকে কোন স্বপ্ন দিয়েছেন যা তিনি আপনাকে দিয়ে সাধন করাতে চান? আপনি কি আপনার সবলতা ও দূর্বলতাগুলো ও আপনার হৃদয়ের ইচ্ছা চিহ্নিত করবার জন্য ঈশ্বরের সামনে সময় নিয়ে বসেছেন? তিনি কি আপনাকে আহ্বান করেছেন এবং নিশ্চিত করেছেন যে এখনই তাঁর আহ্বানের উত্তর দেবার সময়? তিনি কি আপনার চারিপাশে বিশ্বস্ত রোকদেরকে রেখেছেন?

মুখস্থ পদঃ

লগু রোমীয় ১২:৩-৮: বস্তুতঃ আমাকে যে অনুগ্রহ দত্ত হইয়াছে, তাহার গুণে আমি তোমাদের মধ্যবর্তী প্রত্যেক জনকে বলিতেছি, আপনার বিষয়ে যেমন বোধ করা উপযুক্ত, কেহ তদপেক্ষা বড় বোধ না করুক; কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে যে পরিমাণে বিশ্বাস বিতরণ করিয়াছেন, তদনুসারে সে সুবোধ হইবার চেষ্টায় আপনার বিষয়ে বোধ করুক। কেননা যেমন আমাদের এক দেহে অনেক অঙ্গ, কিন্তু সকল অঙ্গের একরূপ কার্য নয়, তেমনি এই অনেক যে আমরা, আমরা খ্রীষ্টে এক দেহ এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। আর আমাদিগকে যে অনুগ্রহ দত্ত হইয়াছে, তদনুসারে যখন আমরা বিশেষ বিশেষ বর প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন সেই বর যদি ভাববাণী হয়, তবে আইস, বিশ্বাসের পরিমাণ অনুসারে ভাববাণী বলি; অথবা তাহা যদি পরিচর্যা হয়, তবে সেই পরিচর্যায় নিবিষ্ট হই; অথবা যে শিক্ষা দেয়, সে শিক্ষাদানে, কিম্বা যে উপদেশ দেয়, সে উপদেশ দানে নিবিষ্ট হউক; যে দান করে, সে সরল ভাবে, যে শাসন করে, সে উদ্যোগ সহকারে, যে দয়া করে, সে হৃষ্টচিত্তে করুক।

পাঠ ৯: যেখানে ঈশ্বর আপনাকে স্থাপন করেছেন সেখানে নেতৃত্ব দেওয়া

লগু ১ করিন্থীয় ১২:৪-১১: [৪] অনুগ্রহ-দান নানা প্রকার, কিন্তু আত্মা এক; [৫] এবং পরিচর্যা নানা প্রকার, কিন্তু প্রভু এক; [৬] এবং ক্রিয়াসাধক গুণ নানা প্রকার, কিন্তু ঈশ্বর এক; তিনি সকলের মধ্যে সকল ক্রিয়ার সাধনকর্তা। [৭] কিন্তু প্রত্যেক জনকে হিতের জন্য আত্মার আবির্ভাব দত্ত হয়। [৮] কারণ একজনকে সেই আত্মা দ্বারা প্রজ্ঞার বাক্য দত্ত হয়, আর একজনকে সেই আত্মানুসারে জ্ঞানের বাক্য, [৯] আর একজনকে সেই আত্মাতে বিশ্বাস, আর একজনকে সেই একই আত্মাতে আরোগ্য সাধনের নানা অনুগ্রহ-দান, [১০] আর একজনকে পরাক্রম-কার্য-সাধক গুণ, আর একজনকে ভাববাণী, আর একজনকে আত্মাদিগকে চিনিয়া লইবার শক্তি, আর একজনকে নানাবিধ ভাষা কহিবার শক্তি, এবং আর একজনকে বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করিবার শক্তি দত্ত হয়; [১১] কিন্তু এই সকল কর্ম সেই একমাত্র আত্মা সাধন করেন; তিনি সবিশেষ বিভাগ করিয়া যাহাকে যাহা দিতে বাসনা করেন, তাহাকে তাহা দেন।

মূল সত্য:

আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর আপনাকে নেতৃত্ব দেবার জন্য আহ্বান করছেন, প্রথমেই একজন বিশ্বস্ত, নিবেদিত ও আনন্দিত অনুসারী হিসেবে ভালো কোন নেতার অনুসারী হোন যিনি প্রশিক্ষণ দেন, তথ্য আদাস প্রদান করেন, ও দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পণ করেন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে।

আপনার প্রতিক্রিয়া বা সাড়া দান:

১. আপনার চারিপাশে যে সব নেতারা চার্চে, সমাজে ও আপনার পরিবারে কাজ করে চলেছেন তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করুন, এবং এমন কাউকে খুঁজুন যিনি তার পাশে যারা আছে তাদেরকে সম্মানের সাথে নির্দেশ দেন । যদি আপনার আশেপাশে এমন কোন ব্যক্তিকে না পান, তাহলে যে যে নেতাকে আপনি প্রশংসা করেন তাদের জীবনী পড়ুন। তাদের জীবনী তেকে কি কি শিখলেন তা লিখে রাখুন।

২. ঘরে বা চার্চে , স্কুলে, কার্যক্ষেত্রে, সমাজে, আপনার সম্মিলিত পরিবারে আপনার নেতা হিসেবে যে সব অভিজ্ঞতা হয়েছে তা স্মরণ করুন। আপনি হয়তো অবাক হয়ে যেতে পারেন যে ইতোমধ্যেই আপনার নেতৃত্বের কতো অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। এই সমস্ত অভিজ্ঞতার প্রত্যেকটি থেকে আপনি কি কি শিখেছেন, কোন কোন সফলতা বা বিফলতা লাভ করেছেন?

আপনি আপনার নেতৃত্বের দক্ষতা পরিমাপ করুন এভাবে (১=কম, ৫=বেশী)

বিশ্বস্ত ১ ২ ৩ ৪ ৫

ভালো ১ ২ ৩ ৪ ৫

নতনম্র ১ ২ ৩ ৪ ৫

ভালো শ্রোতা ১ ২ ৩ ৪ ৫

মুক্তমনা ১ ২ ৩ ৪ ৫

করুণাপূর্ণ ১ ২ ৩ ৪ ৫

জ্ঞানবান ১ ২ ৩ ৪ ৫

সৃজনশীল ১ ২ ৩ ৪ ৫

স্বপ্নদ্রষ্টা ১ ২ ৩ ৪ ৫

আপোসকামী ১ ২ ৩ ৪ ৫

উৎসাহদাতা ১ ২ ৩ ৪ ৫

ভালো সময় মতো

সিদ্ধান্ত নেয় ১ ২ ৩ ৪ ৫

আপনার একজন নিকট বন্ধুকে আপনার সঙ্গে মূল্যায়ন নিয়ে আলোচনা করতে বলুন (অনেক প্রশ্ন করে অজ্ঞাতভাবে আপনার মূল্যায়ন শেষ করুন)। যে সব ক্ষেরেত্র আপনার মান ৩ বা তার নীচে, আপনি আপনার মান বাড়াবার জন্য বা দলের অন্য কারো সাথে আপনসার দূর্বলতাগুলো ভাগাভাগি করে নেবার জন্য কী করবেন?

এ বিষয়ে আরোও জানসতে হলে পড়ুন:

দ্য উইল টু লীড: লেখক- মার্ভিন বাওয়ার (বাওয়ার, ১৯৯৭)

লীডিং ফ্রম হার্ট: লেখক- জ্যাক কাহল (কাহল অ্যান্ড ডোনেলান, ২০০৪)

লণ্ড

পাঠ ১০: দলবদ্ধভাবে কাজ করা- মূল চাবিকাঠি

আমরা যখন পবিত্র বাইবেল ও ঈশ্বরের চরিত্র পাঠ করি, তখন আমরা অবশ্যই লক্ষ্য করি যে ঈশ্বর কখনই বর্তমানের ক্ষণিকের উজ্জ্বল ফলাফলের জন্য ভবিষ্যতকে জলাঞ্জলি দেন না। সুদূর অব্রাহামের সময়েও এই পৃথিবীর কাছে তাঁর ভালোবাসার কথা প্রকাশ করার জন্য ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা ছিল। এই পরিকল্পনার মধ্যে ছিল সেই একটি মানুষের সঙ্গে চুক্তি করা যিনি বিশ্বস্তভাবে তার বিশ্বাসকে তার পরিবারের কাছে প্রকাশ করবে ও তার ভবিষ্যতের বংশধরগণ সমস্ত পৃথিবীতে তা বলবে (আদি ১২৮:১৮,১৯)। তিনি ছোট্ট জাতিকে মনোনীত করলেন ও কৌশলগতভাবে সেই জাতিকে তাঁর জাতি হিসেবে স্থাপন করলেন। প্রভু যীশুও সেই একই ছক অনুসরণ করলেন। তিনি তাঁর পরিচর্যা একটি গ্রামের পরিবেশে শুরু করলেন যেটি যিরুশালেমের ধর্মীয় পরিবেশ থেকে অনেক দূরে ছিল। তাঁর পরিচর্যায় ছিল জেলেরা, কর-আদায়কারীরা, সামাজিকভাবে নীচু স্তরের লোকেরা। তাহলে তিনি কীভাবে এমন একটি দল গঠন করলেন যা সমস্ত বিশ্বকে পরিবর্তিত করে দিলো ও এখনও নেতাদেরকে ও অনুসারীদেরকে অনুপ্রাণিত করছে?

১. প্রার্থনাপূর্বক দলের সদস্যদেরকে মনোনীত করুন:

গত অধ্যায়ে আমি পরামর্শ দিয়েছি যে আপনি আপনার দলের সদন্যদের চরিত্র পর্যবেক্ষণ করে মনোনীত করতে শুরু করুন। এওই সব লোকেরা কি বিশ্বাসযোগ্য? তারা কি সৎ, কঠিন পরিশ্রমী, পরিবর্তিত হতে প্রস্তুত, শিকতে চায়,ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখকে আকাঙ্খিত, আত্মাতে আনন্দিত, যকন সত্য কষ্ট দেয় তখনও কি সত্য বলতে প্রস্তুত, তাদের পরিবারদের সমর্থন পায়, যাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয় তাদের প্রতি কি দয়ালু ও শ্রদ্ধাশীল, আত্মিকভাবে পরিপক্ক, ক্ষমাশীল, তাদের কাজের বিষয়ে দায়বদ্ধ, দয়ালু ও প্রেমপূর্ণ?

এটি দেখে মনে হতে পারে যে এতো যোগ্যতার এক অবিশ্বাস্য বিশাল তালিকা । আমাদের লক্ষ্য হলো এই সব ক্ষেত্রে যে সবাই নিখুঁত হবে তা নয়, কিন্তু এটি এক সাদারণ সততার মূল্যায়ন, যা আপনাকে দেখতে সাহায্য করবে কোথায় কোথায় তাদের পরিদর্শন দরকার হবে যেন তারা এমন সব স্থানে না যায় যেখানে তারা বিনষ্ট হয়ে যায়।

তাদেরকে চিনতে চেষ্টা করুন- তাদের জীবন কাহিনী, তাদের সবলতা বা দূর্বলতা, পছন্দ অপছন্দ, তাদের দক্ষতা ও আগ্রহ, তারা কীভাবে যোগাযোগ করে অপরের সাথে- এগুলো সব একতবারে অনেককআষণ ধরে একটি সাক্ষাৎকারে যে জেনে নেবেন, তা নয়, কিন্তু সময় ধরে, যতোই আপনাদের মধ্যে সম্পর্কের গভীরতা বাড়বে ততো আপনি জেনে নেবেন।

প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদের সাথে একই সাথে পথে চলেছিলেন- হাঁটতে হাঁটতে, খেতে, তাদের সঙ্গে বিশ্রাম করতেন, সব সময় সুযোগ খুঁজতেন তাদের কীভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, চ্যাণেঞ্জ দেওয়া যায়, যেন তারা বৃদ্ধি পায় ও ব্যক্তি হিসেবে বেড়ে ওঠে। সেটি হতে পারে গালীলের তীরে, শমরীয়ার কূপের ধারে, যিরুশারেমের মন্দিরে, যেখানেই হোক। তাঁর ক্লাশ রুমটি ছিল সারা দেশ জুড়ে। তাঁর মিষ্যেরা কীভাবে তাঁদের স্বর্গীয় পিতার সঙ্গে প্রার্থনা ও ঈশ্বরের রিখিত বাক্যে মধ্য দিয়ে সম্পর্ক গভীর করতে পারে সে বিষয়ে তিনি তাদের সামনে আদর্শ দেখাতেন।

আপনিও প্রার্থনাপূর্বক সেই সব রোকদেরকে খুঁজুন যাদের ব্যক্তিত্ব, সফলতা, দূর্বলতা ও দক্ষতা আপনার থেকে ভিন্ন। এর জন্য প্রয়োজন হবে আপনার মনের গভীর ইচ্ছা। আমরা তাদেরকে মনোনীত করতে এতো প্রলোভিত হই যারা আমাদের মতো কথা বলে, চলে ও কাজ করে, যারা একই ধরণের কাজ পছন্দ করে, আমাদের মতোই একই রুচি ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির লোক। কিন্তু আমরা একটি সংস্তা গড়ছি যেটি একটি গেহ, যার মধ্যে অনেক বিভিন্নতা আছে (ইফিষীয় ৪:১৬)।

আপনার হয়তো একেবারে শূণ্য হতে আপনার দলকে গড়ে তোলার সুযোগ না-ও হতে পারে। আপনি হয়তো এমন একটি দলকে হাতে পেয়েছেন যাদেরকে অন্যরা তৈরী করে দিয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের আরম্ভ করতে হবে একইভাবে আপনি প্রত্যেতের সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে সম্পর্ক তৈরী করবেন ।

লূক ৬:১২-১৬ পদে লেখা আছে যে যে শিষ্যরা তাঁর অনুসারী হবে তাদের মনোনীত করার পূর্বের রাতে তিনি সারাত ধরে প্রার্থনা করলেন। কোন সন্দেহ নেই যে তিনি তাদেরকে অনেক লোকের ভীড়ের মধ্যে দেখেছেন, তারা তাঁর কথা শুনছিল, কিন্তু পূর্ণ মনোনয়নের জন্য তাঁর প্রয়োজন ছিল ঈশ্বরের জ্ঞান। এই সিদ্ধান্তের গুরুত্বকে অবহেলা করবেন না।

এরাই হবে সেই লোকেরা যাদের সঙ্গে আপনি আপনার নেতৃত্বের যাত্রা চলবেন। ঈশ্বর যাদেরকে মনোনীত করেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপনাকে অবাক করে দিতে পারে। আমি ভাবি, যদি প্রভু যীশু ঈষ্করোতীয় যিহূদার ঈশ্বরীয় মনোনয়ন দেখে অবাক হয়েছিলেন, এবং যদি তাই হয়, তাহলে এই যিহূদার হাতেই অর্থের দায়িত্ব তুলে দেবার জন্য তাঁর পক্ষে কতোটা বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়েছিল?

২. দলের সবাইকে এক করা

একবার যখন আপনার দালানের ইঁটগুলো বসানো হয়ে যায়, তখন বিল্ডিং এর একটি দেহ হিসেবে আসল কাজ শুরু হয়। তাতে আপনার একজন নেতা হিসেবে প্রথমত প্রয়োজন হয় ঈশ্বর আপনাকে যে স্বপ্ন বা দর্শন দিয়েছেন সেটিকে সুন্দরভাবে সাজানো। সেই স্বপ্নটিকে সকলের সাথে এমনভাবে যোগাযোগ করতে হবে যাতে সেটি সকরেরই একই ছবি মনে ভাসবে এবং সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং। আপনি নিশ্চয়ই আপনার দলের সদন্যদেরকে সেই অন্ধদের মতো করে দেখতে চান না যারা একটি হাতিকে স্পর্শ করে তাদের নিজ নিজ অনুভূতি থেকে ব্যক্তিগতভাবে বলেছিল যে হাতি একটি খাম্বার মতো, একটি দড়ির মতো, একটি গাছের ডালের মতো, একটি পাখার মতো, একটি দেয়ালের মতো, একটি পাইপের মতো। যতো সহজে সেই দর্শনটি প্রকাশ করা যায়, ততো সহজে আপনার দলের সদস্যরা একই ধারণা পাবে, এবং সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করবার জন্য তারা একত্রে কাজও করবে। আপনার দর্শন বা স্বপ্নটিকে সহজ করা ছোটখাটো বিষয় নয় এবং তাই সেটিকে হালকাভাবে যেন না নেন। তাদের কাছে স্বপ্নটিকে তুলে ধরার পরে, আপনি আপনার দলের সদস্যদেরকে জিজ্ঞেস করুন তারা এটি সম্বন্ধে কি মনে করে। কখনও ধরে নেবেন না যে তারা এটি বুঝতে পেরেছে। দ্বিতীয় ধাপ হলো আপনি একটি দল হিসেবে সেই দর্শনটিকে বাস্তবায়ন করবেন। যদি ঈশ্বর ইতোমধ্যে আপনার কাছে তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশ করে না থাকেন, তাহলে উপায়টি নিয়ে চিন্তা ধ্যান ধারণা, ব্রেইন স্টর্মিং, করার মধ্য দিয়ে একতা, স্পষ্টতা, উৎসাহ ও নিবেদন আসতে পারে। আমাকে একটি উদাহরণ দিতে দিন। আপনার স্বপ্ন হতে পারে, "একটি মহিলাদের সমাজ গড়া যারা ঈশ্বরের সঙ্গে চলতে চলতে পরস্পর ভালোবাসে, উৎসাহ দেয়, ও সমর্থন করে।"

এবং "কীভাবে" বিষয়টি হয়তো "ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করে, প্রার্থনার অংশীদারীত্বের মধ্য দিয়ে, সমবেদ আরাধনার ও পরস্পরকে সেবার মধ্য দিয়ে"।

৩. পরস্পরকে সেবা করা

আমরা তখনই আরোও বেশী প্রভু যীশুর মতো হয়ে উঠি যখন আমরা এক দেহ হয়ে একই উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালোবেসে ও উৎসাহ দিয়ে কাজ করি (যোহন ১৭:২১)। আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখতে পেয়েছি যে দলের সদস্যদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে স্বল্প সময়ের জন্য ভালো ফল পাওয়া যায়, কিন্তু শেষে সদস্যদের মধ্যে হিংসা, অহংকার, অবিশ্বাসও সন্দেহ জন্ম নেয়, ফলে তারা সংস্থার একক দর্শন হতে বিচ্যুত হয়ে যায়। তার চেয়ে, তাদেরকে আপনি পরস্পরকে সমর্থন করতে ও উৎসাহ দিতে উৎসাহ দিন, যারা কষ্ট পাচ্ছে তাদের সাহায্য করুন, তাদের মধ্যে ভালোবাসা, একতা, ও একসঙ্গে শিক্ষালাভ করা সৃষ্টি করুন। যদি হয়তো আপনার অনেকগুলো ছোট ছোট দল থাকে, আর সেগুলোর মধ্যে একটি দল সতেজ হতে থাকে কিন্তু অন্য কোন দল দূর্বল হতে থাকে, তাহলে, সতেজ হতে থাকা দলের নেতাকে দূর্বল হতে থাকা দলের নেতার সঙ্গে কথা বলতে ও ধারণা শেয়ার করতে উৎসাহিত করুন। আরেকটি উপায় হতে পারে নিয়মিত দলীয় সভা হওয়া যেঙখানে দরের নেতারা তাদের সফলতা ও বিফলতা শেয়ার করবে ও তারা সবাই মিরে ব্রেইন স্ট্রম করে তারা যে বর্তমান সমস্যার মধ্যে আছে তার সমাধান বের করবে। পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা না করে, তাদেরকে আপনি উৎসাহিত করুন যেঙন তারা তাদের নিজের দলের জন্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করে, কিন্তু সেই লক্ষ্যগুলো এমন হওয়া উচিৎ যা যা সামগ্রিক সংস্থার লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে করা হয়।

তাদের সামনে পরস্পরকে শ্রদ্ধা করা ও ভালোবাসার আদর্শ কাজে, কথায় ও চিনআর মধ্য দিয়ে দেখান। প্রভু যীশু সব সময় ব্যকিত্গতভাবে কাওেরা কারো সঙ্গে সময় কাটাতেন, বিশেস করে যারা দুঃখ কষ্টের মধ্যে আছে, অসুস্থ, আবেগজনিতভাবে আহত। তিন বছরে পরিচর্যাতে তাঁর সামনে এক অসম্ভব বিশাল মিশন সাধন করার কথা ছিল। কিন্তু তিনি কখনই তাড়াহুড়ো, বা দৌড়াদৌড়ি করেন নি। তাঁর গোপন কথা ছিল তিনি তাঁর পিতার কাছে প্রতিদিন, অবিরামভাবে, বিশ্বস্তভাবে ও বিশ্বস্ত ও বাধ্য ছিলেন (যোহন ৫:১৯)।

৪. একটি সুস্থ্য সংস্থা বজায় রাখা

ক. দলের প্রত্যেককে শিখতে ও বৃদ্ধি পেতে উৎসাহ দিন

আপনি একজন নেতা হিসেবে যা করতে পারেন তার মধ্যে একটি বিশেষ কাজ হলো দলের সদস্যদের ব্যক্তিগত ব্যদ্ধি ও উন্নয়ন। তাদেরকে তাদের জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান আবিষ্কার করতে সাহায্যের জন্য আপনাকে আপনার জীবনের কথা তাদেরকে বলতে হবে, এবং তার সঙ্গে ঝুঁকি, সততা, ও আপনার জীবনে নম্রতার কথাও বলবেন। বিস্বস্তভাবে তাদের জন্য প্রার্থনা করবেন। তাদের আশা ভরসার কথা শুনুন ও তাদের জন্য আপনার পক্ষে যা সম্ভব তা করুন ।

পাঠ ১০: দলবদ্ধভাবে কাজ করা- মূল চাবিকাঠি

তার ফলে যেন তারা ঈশ্বর তাদের জীবনে যা চান সেই মতো হয়ে ওঠে। যদি তারা বিশ্বস্ত ও দায়িত্ববান হয়, তাহলে তাদের হাতে কাজের দায়িত্ব দিন ও তাদের সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলুন। প্রভু যীশু ৭২ জন শিষ্যকে বিভিন্ন শহরে গ্রামে পাঠিয়েছিলেন যে সব স্থানে পরে তিনি যাবেন, তাদেরকে তিনি স্পষ্টভাবে নির্দেশনা দিয়েছিলেন কি নিতে হবে, কি বলতে হবে ও কি করতে হবে। তারা কি তাদের নিজেদের শক্তিতে এভাবে যাবার জন্য অসুস্থদের সুস্থ করতে, সুসমাচার প্রচার করতে পরিপক্ক ছিল? তারা নিশ্চয়ই আত্মিক শক্তিতে পূর্ণ ছিল না, যেমন পরে আমরা দেখতে পাই, কিন্তু, ঈশ্বরের শক্তিতে পূর্ণ হয়ে, প্রভু যীশু যা যা করতে তাদেরকে পাঠিয়েছিলেন তারা তা করেছিল এবং তারা নিজেরাই তাতে অবাক হয়ে হয়ে গিয়েছিল (লূক ১০:১-২০)। সব সময় একটা গোপন ইচ্ছা থাকে যেন তারা আপনার 'ডানার নীচে' থাকে, একবার তাদেরকে আপনি প্রশিক্ষিত করার পরে তারা আপনার দলের একক সঙ্গী হয়ে যায়। সেই প্রলোভনটিকে দমন করুন। তাদেরকে ঈশ্বরের কাজ করবার জন্য ছেড়ে দিন যার জন্য তিনি তাদেরকে আহ্বান করেছেন, এবং ঈশ্বরের উপর নির্ভর করুন যে তিনি সেই শূণ্য স্থার পূরণ করবার জন্য অন্যদেরকে উঠাবেন। সেই চলমান স্রোতধারা ছাড়া, আপনার দলটি বিদ্রোহী অবাধ্য কিশোরদের মতো হয়ে যাবে, যারা দক্ষ হয়ে কোথাও যাবার জায়গা পাবে না।

খ. দলীর সভার মূল্যকে গুরুত্ব দিন

দলীয় সভা উদ্দেশ্যমূলক, প্রেমময়, এবং সকলের জন্য শিক্ষামূলক হওয়া উচিৎ। সভা আরম্ভ হবার আগে, যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে তার একটি সূটি প্রস্তুত করুন। প্রার্থনা সহকারে প্রতিটি মিটিং আরম্ভ ও শেষ করুন। মিটং আরম্ভ হবার পর পরই বিভিন্ন তথ্যাবলী উপস্থাপন করুন যেন আলোচনার জন্য হাতে প্রচুর সময় থাকে, এবং সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। প্রতিটি বিষয়ের জন্য যে সময় প্রয়োজন হবে তা বরাদ্দ করে রাখতে চেষ্টা করুন যেন কতো সময় ধরে সভাটি হবে তা আগের থেকে আশা করা যায়, অবশ্য যদি সেটি অংশগ্রহণকারীদের জন্য গ্ররুত্বপূর্ণ হয়। যদি দলের সদস্যদের রিপোর্ট আলোচ্যসূচির একটি অংশ হয়ে থাকে, তাহলে নির্ধারন করে দেবেন তাতে প্রতিটি রিপোর্টে কতো সময় দেওয়া যেতে পারে, এবং বিসয়বস্তু সম্বন্ধে একটি সনির্দেশনাও দিয়ে দেবেন। হয়তো সভাতে কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরতে পারেন কিন্তু বিস্তারিত রিপোর্ট লিখিত আকারে পেশ করতে হবে। দলীয় সভার সময় গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই সময় বুদ্ধিপূর্বূক ব্যবহার করুন যেন অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়, দিক নির্দেশনা ও গুরুত্বে পরিবর্তন আসকে পারে, এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সকরের কাছে পৌছে যায়। কোন কোন ব্যক্তি ভুল কথা বললে তাকে ব্যক্তিগতভাবে সে বিষয়ে ঠিক করে দেবেন।দলীয় সভাগুলো একজন নেতা হিসেবে আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে যেন আপনি সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের সমস্যা থাকলে তা ব্যক্তিগতভাবে শোধরাতে পারেন। দলের মধ্যে যদি কোন সম্পর্কের সমস্যা তাকে তাহলে তা বিবেচনা করবেন এবং এমনভাবে দলীয় কার্যক্রম সাজাবেন যাতে সকরে অংশ গ্রহণ করতে পারে ও সমভাব সৃষ্টি হয়।

গ. এক সঙ্গে সময় কাটান

পরস্পরের সঙ্গে সময় কটান। সেখানে আপনার জীবনের কাহিনী বলুন। ঈশ্বরকে পরিচালিত করতে অনুরোধ করুন যেন তিনি আপনাদের এই সময় কাটানোকে আরোও ফলপ্রসু করেন, যেখানে আপনার ঘরের কাজ, একসঙ্গে বাইরে কেতে যাওয়া, বা চা খেতে পারেন। এই সময়েই সম্পর্ক আরোও গভীর হতে থাকে। পরস্পরের সাতে সহভাগিতা একটি দল গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এই সময় নষ্ট হয় না যদিও আসরে কোন কাজ সাধিত হয় না। এই সময়ে একে অপরের কাহিনী শুনতে শুনতে এক সঙ্গে জোরে জোরে হাসতে ও কাঁদতে শিখুন।

ঘ. সাবধান থাকুন

"ছোট ছোট শিয়ালগুলোর বিষয়ে সাবধান থাকুন যেগুলো আংগুরের ক্ষেত ধ্বংস করে দেয়"- সেই সামান্য পারস্পরিক বিরক্তিকর বিষয় যেগুলো ছোট ছিল কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বড় হংে উঠেছে (পরমগীত ২:১৫)। এগুরোর বিষয়ে প্রথমে প্রার্থনা ও জ্ঞানপূর্বক বিবেচনা করুন। এগুলো নিয়ে আলোচনা করার সময়টি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কারণ "যেমন সুবর্ণের নথ ও কাঞ্চনের আভরণ, তেমনই শ্রবণশীল কর্ণের পক্ষে জ্হারবান ভর্ৎনাকারী। (হিতো ২৫:১২)। আপনার কথা তাদেরকে কষ্ট দেবে বা সোনার নথের মতো হবে তা খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। পরস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে অত্যন্ত আশ্চর্য আশ্চর্য সুন্দর পরামর্শে পূর্ণ এই হিতোপদেশ। প্রতিদিন একটি বা দুটি অধ্যায়ের উপর ধ্যান করতে চেষ্টা করুন এবং আপনি এক বিরাট সম্পদের অধিকারী হবেন যা তেকে আপণি অনেক অন্তর্দৃষ্টি নিতে পারবেন।

৫. যেন শুকিয়ে না যান

পরিচর্যার একটি বিশেষ দুর্বলতা হলো মানসিকভাবে ও আত্মিকভাবে শুকিযে যাওয়া। প্রয়োজন অনেক বেশী হতে পারে এবং মানুষের দাবীও সব কিছু অতিক্রম করে যেতে পারে। যদি আপনি সাবধান না হস, তাহলে আপনার মনে হতে পারে সমস্ত পৃতিবীর বোঝা আপনার কাঁধের উপর এসে পড়েছে এবং আপনি যদি নিঃশ্বাস নিতে ভুলে যান, তাহরে আপনার চারিপাশে সব কিছু ধ্বসে পড়ে যাবে। এটি শয়তানের একটি মিথ্যা ও অহংকার। এটি ঈশ্বরের কাজ এবং লোকেরাও তাঁরই, তারা আপনার নং। সপ্রভু যীশুর জীবন লক্ষ্য করুন। তাঁর জীবনে এমন অনেক সময় এসেছিল যখন তিনি নিজেই সরে গিয়েছিলেন, কোন কোন সময়ে তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে নিয়ে দূরে চরে গিয়েছিলেন, আবার কোন কোন সময় সমস্ত লোকেরা তাঁর চারিপাশে এসে তাঁর কাছে চাইছিল কিন্তু তিনি হেঁটে চলে গিয়েছিলেন। যদি কেউ সময়ের চাপ অনুভব করে, তাহলে যীশু করেছিলেন, তিনি মাত্র তিন বছর সময় পেয়েছিলেন তাঁর শিষ্যদেরকে প্রশিক্ষণ দেবার ও পরিপক্কক করে তুলবার জন্য যেন তারা সারা পৃথিবীটাকে বদরে দিতে পারে। তথাপি তিনি প্রস্তুতির জন্য সময় নিলেন, বিশ্রাম, প্রার্থনা, চিন্তা-ধ্যান, এবং একে অন্যের সঙ্গে পরস্পর সম্পর্ক গড়ে তুলবার জন্য সময় নিয়েছিলেন। এ ছাড়া ঈশ্বরের আর দ্বিতীয় কোন পরিকল্পনা ছিল না।

পাঠ ১০: দলবদ্ধভাবে কাজ করা- মূল চাবিকাঠি

মুখছ পদঃ

যোহন ১৩:৩৫ তোমরা যদি আপনাদের মধ্যের পরস্পর প্রেম রাখ, তবে তাহাতেই সকলেই জানিবে যে, তোমরা আমার শিষ্য।

ফিলিপীয় ২:২-৪- [২] তবে তোমরা আমার আনন্দ পূর্ণ কর- একই বিষয় ভাব, এক প্রেমের প্রেমী, এক প্রাণ, এক ভাববিশিষ্ট হও। [৩] প্রতিযোগিতার কিম্বা অনর্থক দর্পের বশে কিছুই করিও না, বরং নম্রভাবে প্রতেক জন আপনা হইতে অন্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর; [৪] এবং প্রত্যেক জন আপনার বিষয়ে নয়, কিন্তু পরের বিষয়েও লক্ষ্য রাখ।

মূল সত্য:

একটি দল গঠন করা, একটি দেহের মতো, যেখানে বিভিন্ন ধরণের লোকেরা একটি উদ্দেশ্যে ও পরস্পরের প্রতি ভালোবাসায় মিলিত হয়, সেটাই প্রকৃত নেতৃত্বের মূল কথা।

আপনার প্রতিক্রিয়া বা সাড়াদান:

১. যদি আপনি একটি 'স্বপ্নের দলকে' বেছে নিতে পারেন যারা আপনার দর্শন বা স্বপ্নকে পূরণ করবে, তাহলে আপনি কাদেরকে বেছে নেবেন এবং কেন?

২. আপনি যে দলের একতটি অংশ সে দলের মধ্যে প্রধান কোন কোন সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ আছে বলে মনে করেন? দলের মধ্যে সবলতা ও দূর্বলতাগুলো কি কি? আপনার কাছে এ গ্রশ্নগুলো বেশ কঠিন প্রশ্ন বলে মনে হতে পারে কিন্তু একজন নেতার কাছে এগুলো যেগু উত্তর দিতে হবে এমন প্রয়োজনীয় প্রশ্ন ।

এ বিষয়ে যদি আরোও জানতে চান কাহলে পড়ুন:

গুড টু গ্রেট: লেকক- জিম কলিন্স (কলিন্স, ২০০১)

দি ফাইভ ডিসফাঙ্গসনস অব আ টীম: লেখক- প্যাট্রিক লেনসিওনি লেনসিওসি,২০০২)

ফিফথ ডিসিপ্লিন: লেখক- পিটার সেঙ্গে (সেঙ্গে,২০০৬)

লণ্ড

পাঠ ১১: অনুসরণ করবার জন্য আহূত : "আমাকে অনুসরণ করো"

গালীল সাগরের তীরে, প্রভু যীশু প্রথম এই কথাগুলো দুজন জাল সারতে ব্যস্ত লোকের কাছে বলেছিলেন; তারা তৎক্ষণাৎ কার উত্তরে তাদের জাল ফেলে দিলো ও তাঁকে অনুসরণ করলো। প্রভু এখনও এই কথাগুলোই তাঁর শিষ্যদেরকে বলছেন। "ভয় করিও না, কেননা আমি তোমাকে মুক্ত করিয়াছি, আমি তোমার নাম ধরিয়া তোমাকে ডাকিয়াছি, তুমি আমার" (যিশাইয় ৪৩:১)। এটাই হলো আপনার সারা জীবনের জন্য প্রাথমিক আহ্বান, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে চলা, যিনি আপনার জন্য ও আপনার জীবনের পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা করেন। তিনি আপনার হৃদয়ের কথা শোনেন, আপনার মাথায় কতো চুল আছে তা তিনি গণনা করেন, এবং প্রতিদিন তিনি আপনাকে আপনার প্রয়োজনীয় আনন্দ, জ্ঞান, ও উৎসাহ দিয়ে তাকেন (লূক ১২:৭)। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি আমাদের প্রত্যেককে দ্বিতীয় ধরণের বা মাধ্যমিক আহ্বান দিয়ে থাকেন যেটি ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য আরোও বেশী নির্দিষ্ট, যে আহ্বানকে তিনি তাঁর দান, ব্যক্তিত্ব ও পরিবেশ দিয়ে বিভূষিত করেন। কারো কারো জন্য এই আহ্বান এতো বেশী শক্তিশালী এবং দায়িত্বটি এতো বেশী বিশাল যে, এটি সম্পূর্ণ করতে সারা জীবন লেগে যায়। উইলিয়াম উইলবারফোর্স, যিনি ইংল্যান্ডের দাসত্ব প্রথা নিয়ে আইনীভাবে লড়ছিলেন, তিনি প্রেরিত পৌলের মতো তাঁর জীবনের একটি আহ্বান পেলেন। আমি অভিজ্ঞতা পেয়েছি যে বেশীরভাগ মহিলাদের জন্য এই মাধ্যমিক আহ্বান জীবনে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্নভাবে দেখা যায়।

পাঠ ১১: অনুসরণ করবার জন্য আহূত : " আমাকে অনুসরণ করো"

ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য, জীবনের কাল সব সময় পৃথক : ছাত্র, যুবা-স্ত্রী, মা, সমবেত কোম্পানীতে কাজ করা, প্রচের্যা এবং অবসর। এই প্রত্যেকটি কালে, প্রভু আমাকে আহ্বান করেছিলেন যেন আমি তাঁকে অনুসরণ করি। কিন্তু, যে যে স্থানে তিনি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং যে কাজ করবার জন্য তিনি আমাকে পরিপক্ক করেচিলেন তা খুবই আলাদা ধরণের ছিল। আমাকে যা শিতে হয়েছিল তা হলো প্রতিদিন, প্রতিটি কালে, আমার প্রাথমিক আহ্বান ছিল, "ক্রুশ তুলে নাও ও তাঁকে অনুসরণ করো"(মার্ক ৮:৩৪)।

আমি ভন্ডামী করে বলবো না যে আমি আমার সারা জীবন তাঁর আহ্বান স্পষ্টভাবে শুনেও তাঁর পদায্ক অনুসমরণ করে চলেছি। জীবনের প্রথম দিকে, আমি মরোকদেরকে আনন্দ দিতাম, মনে করতাম যে যদি আমি তাদেরকে আনন্দ দিকে ও সন্তুষ্ট করতে পারি আমি নিশ্চয়ই তাঁকে, ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করছি। কিন্তু সেটি বেশ কঠিন হয়ে গেলো কারণ একজন সন্তুষ্ট করতে গিযে আমি অন্যজনকে অসন্তুষ্ট করে ফেলতাম। শেষে যখন আমি বুঝতে পারলাম যে আমার জীবন আমাকে সেই 'একজন দর্শকের ও শ্রোতার' সামনে যাপন করতে হবে, তখন আমার জীবনের জট খুলে গেলো এবং যিনি আমাকে তাঁকে অনুসরণ করবার জন্য আহ্বান করেছিলেন আমি আবার তাঁকেই সরল বাধ্যতায় অনুসরণ করতে লাগলাম।

১. আহ্বান মানে কি?

আহ্বানের মানে অনেকে এক বিশেষ ধরণের ডাক বা পেশা (লাটিন ভাষায় আহবান থেকে নেওয়া) মনে করেন, কিন্তু তারা স্বীকার করেন না যে যদি একটি আহ্বান থাকে তাহলে একজন আহ্বানকারীও থাকবে। খ্রীষ্টিয়ান হিসেবে আমরা সেই বিশ্বাসে অনবদ্য। "দ্য কল" নামক বইটিতে লেখক অস গিনেস আহ্বানকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, "সেই সত্য যে ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর কাছে ডাকেন এতো স্পষ্ট যে সব কিছু, আমরা যা, যা কিছু আমরা করি, আমাদের যা কিছু আছে সব কিছু এক বিশেষ উদ্দেশ্যে নিবেদিত ও শক্তিতে তাঁর আহ্বানের উত্তরে ও তাঁর সেবাতে ব্যবহৃত হয়" (গিনেস, ২০০৩,পৃ ৪)। তার অর্থ হলো এই যে, আমি একটি কম্পিউটার সফটওয়্যার কাজ করার জন্য নক্সা করছি কি-না, বা ঘরে একটি অসুস্থ শিশুকে আরাম দিই কি-না, বা আমার স্বামীর সাথে বাইরে খেতে যাচ্ছি কি-না, তার সবই আমি তাঁর জন্য করছি যিনি আমাকে আহ্বান করেছেন। " আর আর্খিপ্পকে বলিও, তুমি প্রভুতে যে পরিচারকের পদ পাইয়াছ সেই বিষয়ে দেখিও, যেন তাহা সম্পন্ন কর। " (কলসীয় ৩:১৭)। যদি আমি তাঁকে আমার সাথে চলতে নিতে খুবই বিব্রত হই, তাহলে আমি যাবো না। যদি আমি এমন কিছু বলি যা আমার বলা উচিৎ ছিল না, তাহলে আমি জানি তিনি তা শুনতে পেয়েছেন। তাই সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্ষমা চাওয়া উচিৎ। তিনি বলেছেন যে তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন, তাই আমি জানি যে আমি যা কিছু বলি বা করি ও চিন্তা করি তার সব কিছু তিনি দেখছেন।

অনেক লোক চিন্তা করে যে পরিচর্যাতে আহ্বান করা একটি লোক ব্যবসাতে যাবার জন্য আহ্বান পেয়েছে তার চাইতে এক ধরণের একটু "উঁচু" ধরণের আহ্বান।

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

আমার জীবনে উভয় ধরণের আহ্বান পেয়েছি। একজন ঘরে থাকা দুজন প্রাথমিক শ্রেণীতে পড়ুয়া ছেলের মা হিসেবে, আমি ব্যবসায়ী জগতে ফিরে যাবার জন্য ঈশ্বরের আহ্বান অনুভব করেছি। আমার স্বামীর সম্মতি নিয়ে, আমি সেই ধারণার অনুসরণ

করলাম। আমি দশ বছর এই কাজের মধ্যে অনুপস্থিত থেকে আবার দশ বছর আগেকার সেই একই কোম্পানীতে একই কাজে যোগ দিলাম। তিন মাসের মধ্যে কোম্পানীটি আর কোন লোক নেওয়া বন্ধ করে দিলো, কিন্তু ঈশ্বর ঠিক সময়ে আমার অন্তরে কথা বলেছিলেন। আমি সেই কাজে ১৮ বছর কাজ করলাম, এবং তারপরে, সেই একই স্পষ্টতায়, আমি বুঝতে পারলাম যে এখন সময় হয়েছে চরে যাবার। তীত ২:৩,৪ পদের মধ্য দিয়ে আমি বুঝতে পারণাম যে ঈশ্বর আমাকে মহিরাদের মধ্যে কাজ করতে আহ্বান করছেন। ছয় মাসের মধ্যে আমাদের কোম্পানীটি বিক্রী হয়ে গেলো, এবং অফিসও খুব শীঘ্রই বন্ধ হয়ে গেলো। ইতোমধ্যে আমি আমাদের চার্চে মহিলাদের পরিচর্যায় পরিচালক পদে উন্নীত হয়েছি। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি নিশ্চয়তায় আপনাকে বলতে পারি পরিচর্যায় আহ্বান তখনই ব্যবসা বা চাকুরীতে আহ্বানের চেয়ে বড়, স্পষ্ট বা আরোও আত্মিক কিছু নয়।

প্রশ্নটি হরো আমরা কি সেই আহ্বান শুনছি ও তার বাধ্য হচ্ছি কি-না। আপনি কীভাবে আপনার জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান বুঝতে পারবেন? এর খুব সহজ উত্তর হলো- আহ্বানকারীর সঙ্গে এক ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলুন। তারপরে, আপনাকে ধৈর্য ধরতে ও বাধ্য হতে হবে। তাঁকে বলুন যেন তিনি আপনার কাছে আপনি কে, আপনি কেন বিশেস তাঁর কাছে, তা যেন তিনি প্রকাশ করেন। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি খুবই পছন্দ করেন!

২. প্রভু যীশুকে অনুসরণ করার বাধা

অনেকের জন্য, প্রশ্নটা হলো ঈশ্বর আপনাকে কি করতে বলেন তা কি সেটি জানা নয়, কিন্তু সেটি করা! তিনি যখন আপনাকে ডাকেন তখন কোন কোন বাধা আপনাকে তা করতে দেয় না?

ক. কেউ কেউ বলে তিনি আমাকে যা করতে বলেন তার কোন অর্থ নেই। এটার কোর যুক্তিরও নেই অর্থও নেই। ঈশ্বর নিয়ম শৃংখলার ঈশ্বর, কিন্তু তিনি এই জাগতিক পৃথিবীর বাইরেও দেখতে পান। এবং যা আমাদের কাছে অর্থবহ বলে মনে না হতে পারে, সেটি প্রায়ই আমাদের স্বল্পদৃষ্টির কারণে হয়ে থাকে। ঈশ্বর অব্রাহামকে তাঁর ঘর বাড়ী ছেড়ে এমন একটি দেশে যেতে বললেন যার নামও জানা ছিল না (আদি ১২:১)। তিনি গিদিয়নকে হাজার হাজার সৈন্যদেরকে ঘরে পাঠিয়ে দিতে বললেন ও বিমাল এক শত্রু বাহিনীর সঙ্গে কেবল মাত্র তিন শত জনকে নিয়ে যুদ্ধ করতে বললেন (বিচার ৭:১-২৫)। প্রভু যীশু লাসারকে মরতে দিয়েছিলেন, যেন তিনি তাঁকে তিন দিন পরে পুনরুত্থিত করতে পারেন (যোহন ১১:১-৪৩)। ঈশ্বর এমন একজন ব্যক্তিকে মনোনীত করলেন যে খ্রীষ্টিয়ানদেরকে অত্যাচার ও হত্যা করতো (প্রেরিত ৯:১-১৫)। তিনি তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য সবলদেরকে নয় কিন্তু দূর্বলদেরকে মনোনীত করেন (১ করি ১:২৭)। শেষে, এটি বিশ্বাসের বিষয় হয়। আমি কি সত্যিই বিস্বাস করি যে তিনি আমার আহ্বান করছেন, এবং তিনি," যিনি আমাতে এক ভালো কাজ আরম্ভ করেছেন তা তিনি প্রভু যীশুর দিনে সম্পূর্ণ করবেন? (ফিলিপীয় ১:৬)।

নোটস

পাঠ ১১: অনুসরণ করবার জন্য আহূত: "আমাকে অনুসরণ করো"

খ. কেউ কেউ বলে তিনি আমাকে যা করতে বলেছেন তা খুবই কঠিন। তার ঠিক কথা বলে। তাঁর শিষ্যত্বের মূল্য অনেক। সহজ সময়ে এটির ফলে আপনি অঅপনার নিজের ইচ্ছা মতো জীবন যাপন করতে পারবেন। কঠিন সময়ে এটি আপনার সব কিছু নিয়ে নেবে, হয়তো আপনার জীবনও, কিন্তু শেষে আপনি অনন্ত পুরষ্কার আপনি লাভ করবেন (ইব্রীয় ১১:৬)।

গ. আমি কেমন করে জানতে পারবো যে যদি আমি যা মনে করি তা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা একটি বারতা, এটা কি আমার কল্পনামাত্র? এর একটি পরীক্ষা হলো এই যে ঈশ্বরের দর্শন তাঁকেই গৌরবান্বিত করবে এবং তাঁর রাজ্য কৃদ্ধি করবে।; আপনার নিজের ধারণা সাদারণত আপনাকে গৌরবান্বিত করবে (ইব্রীয় ১১)।

ঘ. আমি জানি কী করে ঈশ্বরের স্বর শোনা ও বোঝা যায়। এটি কি খুব সহজ নয় যে পরিস্থিতি অনুসারে যেন আমি বুঝতে পারি আমাকে কী করতে হবে? যোহন ১০:২৭ পদে বলা হয়েছে যে প্রভু যীশু বলেছেন,"আমার মেষ আমার রব শোনে"। আপনি যদি তাঁর মেষ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি তাঁর স্বর শুনতে পাবেন। এখানে প্রশ্নটি হলো এই যে আপনি তাঁর স্বর আপনাতে আকর্ষিত করার জন্য অন্যান্য প্রতিযোগীদের স্বরের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারবেন। ঠিক যেন একটি ছোট্ট শিশু তার মায়ের স্বর চিনতে শেখে কারণ তার মায়ের স্বর তার কাছে পরিচিত, তেমনি আমরাও আমাদের স্বর্গীয় পিতার সঙ্গে, তাঁর বাক্য পাঠ করে , তাঁর চরিত্র বুঝে ও তাঁর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে থেকে তার স্বর চিনতে পারি। যখন আমরা একটি স্বর শুনি যেটি ঈশ্বরের বাক্যের বিরুদ্ধে কথা করে তখন আমরা বুঝতে পারি যে এটি তাঁর স্বর নয়।

নোটস

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

১১কেননা, সদাপ্রভু বলেন, আমি তোমাদের পক্ষে যে সকল সঙ্কল্প করিতেছি, তাহা আমিই জানি; সেই সকল মঙ্গলের সঙ্কল্প, অমঙ্গলের নয়,তোমাদিগকে শেষ ফল ও আশাসিদ্ধি দিবার সঙ্কল্প! ১২ আর তোমরা আমাকে আহ্বান করিবে, এবং গিয়া আমার কাছে প্রার্থনা করিবে, আর আমি তোমাদের কথায় কর্ণপাত করিব। ১৩আর তোমরা আমার অন্বেষণ করিয় আমাকে

পাইবে; কারণ তোমারা সর্বান্তঃকরণে আমার অন্বেষণ করিবে; [১৪]আর আমি তোমাদিগকে আমার উদ্দেশ পাইতে দিব, ইহা সদাপ্রভু বলেন; এবং যে আমি তোমাদের মধ্যে ও যে সকল স্থানে তোমাদিগকে তাড়াউয়া দিয়াছি, সেই সকল স্থানে হইতে তোমাদিগকে সংগ্রহ করিব, ইহা সদাপ্রভু বলেন; এবং যে স্থান হইতে তোমাদিগকে বন্দি করিয়া আনিয়াছি, সেই স্থানে তোমাদিগকে পুনর্বার লইয়া যাইব। যিরমিয় ২৯:১১-১৪

আমি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বরের আহ্বান নিয়ে কোন সন্দেহ হতে পারে না, এবং সহজে সেটিকে এড়িয়ে যাওয়া যায়ও না। আপনি তাঁর প্রতিজ্ঞার উপরে দাবী করুন যে আপনি তাঁর মেষ এবং আপনি তাঁর স্বর শুনতে পাবেন।

৩. আহ্বানে সাড়া দেওয়া

ক. প্রভু যীশুকে অনুসরন করা যেমন এক দিকে সারা জীবনের জন্য সিদ্ধান্ত তেমনি একটি দৈনিক সিদ্ধান্ত। সেই দিন আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল যেন আমি তাঁকে অনুসরণ করি। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিই যে সেই দিন এমন কোন চ্যালেঞ্জ আমার সামনে ছিল না যা মোকাবিরা করার জন্য তিনি আমাকে প্রস্তুত করে নি। এবং আমি তাঁকে অনুরোধ করি যেন তিনি আমাকে সারটি দিন তাঁর উপস্থিতি অনুভব করতে সচেতন রাখেন। তারপরে আমি দিন যতোই বাড়ে, আমি তাঁকে বলি যেন তিনি আমাকে নতুন নতুন বিষয় প্রকাশ করেন।

খ. প্রভু যীশুর আহ্বানে সাড়া দেওয়া ও তাঁররাজ্যের জন্য দেওয়া আত্মিক দান ব্যবহার করা তখনই একঘেয়ে লাগে না। কাজটি খুবই তুচ্ছ ধরণের ও সাদারণ বলে মনে হতে পারে , কিন্তু এটির গুরুত্ব এই যে আমি এই কাজটি তাঁর জন্যই করছি। [২৩] যাহা কিছু কর, প্রাণের সহিত কার্য কর, মনুষ্যের কর্ম নয়, কিন্তু প্রভুরই কর্ম বলিয় কর; [২৪] কেননা তোমরা জার, প্রভু হইতে তোমরা দায়াধিকাররূপ প্রতিদান পাইবে; কলসীয় ৩:২৩-২৪:

আমার মনে পড়ছে ভাই লরেন্স এর কথা ।

পাঠ ১১: অনুসরণ করবার জন্য আহূত : "আমাকে অনুসরণ করো"

ভাই লরেন্স থালা বাসন মাজতে মাজতে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করতে চর্চা করেছিলেন। আমরা যে কাজটি করছি সেটি কি কোন একজনকে প্রভুর কাছে নিয়ে আসছে কি-না, বা আমার চেকবুকের ব্যালান্স ঠিক করে নিচ্ছি কি-না, যদি এগুলো তাঁর প্রতি বাধ্যতায় করা হয় , তাহলে উভয়েই পুরষ্কার পাওয়া যাবে । কি কাজ করছি সেটি বড় কথা নয়।

গ. প্রভুকে অনুসরন করার বিষয়ে সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যখন প্রভু আমাদেরকে অনুসরণ করতে বলেন, তিনি আমাদেরকে এমন নির্দেশনা দিতে পারেন যা তিনি চান যেন আমরা সেগুলো পালন করি। বা তিনি হয়তো তিনি আমাদের যা বলবেন তার জন্য আমাদের হৃদয় প্রস্তুত করতে থাকেন । সাবধান থাকবেন, তিনি যা বলছেন তা এখনই করতে হবে তা যেন আমরা মনে না করি, কিন্তু তাঁর সময়ের জন্য অপেক্ষা করুন, এবং তারপরে সেই কাজটি করুন (যোহন ৭:৩-১০)। অনেক বার আমি ভেবেছি যে আমি যদি প্রান্তরে ইস্রায়েলীয়দের মতো দিনের বেলাতে মেঘ ও রাতের বেলাতে অগ্নি স্তম্ভ অনুসরণ করতে পারতাম। এটি শুনতে কতো সহজ বলে মনে হয়, কিন্তু তারপরে আমি চিন্তা করে দেখেছি যে আমার ভিতরে পবিত্র আত্মা আছেন যিনি আমাকে পরিচালনা ও নির্দেশনা দেন।

ঘ. প্রভু যীশুকে অনুসরণ করার মানে এই নয় যে আমাদের আশে পাশে যারা আছে তাদের অভাব অনটনের উত্তর দেওয়া। যদি আমরা বিশ্বাস করি আমাদেরকে প্রত্যেকের প্রযোজন ও দাবী মেটাতে হবে, তাহলে আমরা অনবরত দুশচিন্তার মধ্যে দিন কাটাবো, এবং দিনের পর দিন বাড়তে তাকা প্রয়োজনের বোঝা মিটাবার জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবো। কিন্তু আমরা যদি আমাদের জীবনে ঈশ্বরের আহ্বানের উত্তর দিই, আমরা তখন সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে চিন্তা করবো যেগুলো ঈশ্বর আমাদেরকে সমাদানের জন্য দিয়েছেন, এবং আমরা তাঁর উপর নির্ভর করবো যে তিনি অন্যদেরকে সেই সমস্ত সমস্যা মিটাতে আহ্বান করবেন যেগুলো আমরা মিটাতে পারছি না। আমরা যদি, মানুষের প্রয়োজনের বা অভাব মিটাবার জন্য কেবল ব্যস্ত থাকি, আমরা যখন দেখবো যে আমরা তাদেরকে যা দিচ্ছি সেজন্য মানুষগুলো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে না, তখন আমরা খুবই হতাশ হয়ে পড়বো।

ঙ. যখন প্রভু যীশু আমাদেরকে অনুসরণ করবার জন্য আহ্বান করেন, তিনি আমাদেরকে আমাদের যাত্রাপথের বিসয়ে স্পষ্ট কোন ধারণা দিতে বা না-ও দিতে পারেন। কিন্তু তিনি এর পরে কি করতে হবে তা বলে দেবেন। অব্রাহাম জানতেন না এর পরে তাতে কোথায় যেতে হবে। কিন্তু তিনি জানতেন যে তাঁর যাত্রা শুরু করতে হবে যদিও নোহকে ঈশ্বর খুব স্পষ্টভাবে নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এটি কেন হলো? তিনি তো ঈশ্বর।" [৮] কারণ সদাপ্রভু কহেন, আমার সঙ্কল্প সকল ও তোমাদের সঙ্কল্প সকল সকল নয়, এবং তোমাদের পথ সকল ও আমার পথ সকল এক নয়। [৯] কারণ ভূতল হইতে আকাশমণ্ডল যত উচ্চ, তেমাদের পথ হইতে আমার পথ, ও তোমাদে সঙ্কল্প হইতে আমার সঙ্কল্প তত উচ্চ"। (যিশাইয় ৫৫:৮-৯)।

চ. যখন প্রভু ডাকেন, তাঁর কাজে অংশ গ্রহণ করবার সুযোগ পাবার জন্য আমাদেরকে সব সময় খুবই কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। তিনি আমাদেরকে মনোনীত না করেই তাঁর কাজ তিনি সম্পন্ন করতে পারতেন, কিন্তুতার বদলে তিনি আমাদেরকে তাঁর অংশীদার করলেন।

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

ছ. তাঁর ডাক অনুসরণ করা সারা জীবনের জন্য একটি নিবেদন। পরিবেশ পরিস্থিতি এবং এমন কি লক্ষ্যও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু তাঁর আহ্বান হতে আমাদের কোন অবসর নেই। মাদার তেরেজা কোলকাতাতে হাই স্কুলে

পড়াতেন। এ সময়েই তাঁর যক্ষা হলো এবং তাঁকে বিশ্রাম ও সুস্থতা লাভের জন্য দার্জিলিং এ পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ট্রেনে সেখানে যেতে যেতে তিনি ঈশ্বরের একটি আহ্বান পেলেন, "দরিদ্রদের মধ্যেই বাস করো ও তাদের সাথে কাজ করো ।" তিনি এই আহ্বানটিকে একটি "আদেশ" বলে অভিহিত করেছেন। এই আদেমের জন্যই তিনি কোলকাতাতে তার বাকী সারা জীবন দরিদ্রদের মধ্যে কাটিয়েছেন (www.ewtn.com -The EarlyYears).

৪. আহ্বানের প্রলোভন

ক. কল্পনা: এমন কেউ কেউ যারা ঈশ্বরের আহ্বান লাভ করেছেন এমন ভাব করেন যে ঈশ্বকর তাদেরকে মনোনীত করেছেন এই জন্য কারণ তারা অন্যদের চাইতে অনেক বেশী আত্মিকমনা, পবিত্র, বা ধার্মিক। কিন্তু প্রেরিত পৌল বলেছেন, "কিন্তু ঈশ্বর জগতীস্থ মূর্খ বিষয় সকল মনোনীত করিলেন, যেন শক্তি মন্ত বিষয় সকলকে লজ্জা দেন; ১ করি ১:২৭)। এবং তিনি নিজে স্বীকার করতে আনন্দিত ছিলেন যে তিনি খুবই দূর্বল ছিলেন, "আর তিনি আমাকে বলিয়াছেন, আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ট; কেননা আমার শক্তি দুর্বলতায় সিদ্বি পায়।"(২ করি ১২:৯)। গর্ব একটি মারাত্মক পাপ, তার ফলে ধ্বংস নেমে আসে ও ঈশ্বরের বিরোধিতা করা হয় (হিতো ১৬:১৮; ১ পিতর ৫:৫)।

খ. পরাশ্রীকাতরতা: যখন আমরা অন্য কাউকে দেকি যে সে আমাদের চাইতে ভালো বা সুখী আছে , বিশেষ করে তারা যাদেরকে ঈশ্বর একই আত্মিক দান ও আহ্বান দিয়েছেন , তাহলে কি আমরা কষ্ট পাই? যদি তাই হয়, হিতোপদেশ ১৪:৩০ পদে সাবধান করে বলা হয়েছে"শান্ত হৃদয় শরীরের জীবন; কিন্তু ঈর্ষা সকল অস্থির পচনস্বরূপ।"।

গ. লোভ : আপনি যা কিছু করছেন তা কি আপনাকে করতে বলা হয়েছে বলে করছেন, বা এটি করলে আপনি আরোও ধনী হবেন বরে করছেন? "কেহই দুই কর্তার দাসত্ব করিতে পারে না; কেননা সে হয় ত এক জনকে দ্বেষ করিবে. আর এক জনকে প্রেম করিবে, নয় ত এক জনের প্রতি অনুরক্ত হইবে, আর একজনকে তুচ্ছ করিবে; তোমরা ঈশ্বর এবং ধন উভয়ের দাসত্ব করিতে পার না।" (মথি ৬:২৪)।

মুকস্থ পদ:

লগু হিতোপদেশ ৩:৫,৬ পদ; তুমি সমস্ত চিত্তে সদাপ্রভুতে বিশ্বাস কর; তোমার নিজ বিবেচনায় নির্ভর করিও না; তোমার সমস্ত পথে তাঁহাকে স্বীকার কর; তাহাতে তিনি তোমার পথ সকল সরল করিবেন।

লগু গীত ৩২:৮ পদ; আমি তোমাকে বুদ্ধিদিব, ও তোমার গন্তব্য পথ দেখাইব, তোমার উপরে দৃষ্টি রাখিয়া তোমাকে পরামর্শ দিব।

পাঠ ১১: অনুসরণ করবার জন্য আহূত

মূল সত্য :

যখন প্রভু যীশু তাঁকে অনুসরণ করবার জন্য আমাদের ডাকেন, আমরা ভবিষ্যতের পথের প্রত্যেকটি বিষয় জানতে না-ও পারি, কিন্তু তিনিই পরবর্তী পদক্ষেপ নেবার জন্য ও আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য দেখিয়ে দেবেন। সেটিই যথেষ্ট।

আপনার প্রতিক্রিয়া বা সাড়াদান:

১. আপনার জীবনে এই কালে বা অবস্তায় ঈশ্বরের আহ্বান কি?

২. ঈশ্বর আপনাকে আজকে কি করতে বলছেন?

এ বিষয়ে আরোও জানতে হলে পড়ুন:

দ্য কল: লেখক- অস গিনেস (গিনেস, ২০০৩)

সারমন সিরিজ "হোয়াই অ্যাম আই হিয়ার?":

লেখক-রবার্ট মরিস { HYPERLINK "http://www.gatewaypeople.com" }

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

লগু

পাঠ ১২: চিন্তা করা, উদযাপন করা, দায়িত্ব অর্পণ করা

১. **চিন্তা করা**

এই পুস্তকে আমরা যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি সেগুলো নিয়ে যখন আপনি চিন্তা করেন, আপনি কোন কোন তিনটি বিষয় কখনও ভুলবেন না বলে মনে করেন?

ক.....
.....
.....

খ.
.....
.....
.....

গ.
.....
.....
.....

পাঠ ১২: চিন্তা করা, উদযাপন করা, দায়িত্ব অর্পণ করা

২. উদযাপন করা

এই কোর্সে আপনার দলের অন্যান্যদের অবদান সম্পর্কে চিন্তা করুন। এই কোর্সে তাদের প্রত্যেকের অবদান নিয়ে ধ্যান করুন। এবং ঈশ্বরকে বলুন যেন তিনি আপনাকে প্রত্যেকের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক কোন কথা যুগিয়ে দেন।

১.....
.....
.....
.....
.....

২.....
.....
.....
.....
.....

৩.....
.....
.....
.....
.....

৪.....
.....
.....
.....
.....

৫.....
.....
.....
.....
.....

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

৩. দায়িত্ব অর্পণ করা

দায়িত্ব অর্পণের আমাদের প্রার্থনা এই:

হে পিতা প্রভু, আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই যে তোমার বাক্যের মধ্যে প্রবেশ করলে আলো দেখা যায়। আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই যে তোমার বাক্য জীবন্ত ও শক্তিতেপূর্ণ... আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই পিতা, যে তুমি আমাকে শক্তির, ভালোবাসার ও শান্ত ও ভারসাম্য মনের আত্মা ও শৃংখলাপূর্ণ আত্ম সংযমের আত্মা দিয়েছ। আমি তোমার শক্তি ও সামর্থ পেয়েছি... কারণ তুমিই আমাকে একজন পরিচর্যাকারী হিসেবে এবং ...নতুন নিয়মের (খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণের) প্রচারক হিসেব উপযুক্ত করেছ।

আমার অতীতের সকল বিষয়গুলো আমি ভুলে গিয়েছি এবং আমি আমার সামনে যে সব বিষয়গুলো আছে সেগুলো দিকে এগিয়ে যাই। আমি খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশারোপিত হচি, আমি আর আমাতে জীবিত নই কিন্তু খ্রীষ্টই আমাতে জীবিত আছেন। আর এখন মাংসে থাকিতে আমার যে জীবন আছে তা আমি বিশ্বাসে, ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাসে যাপন করছি; তিনিই আমাকে প্রেম কররেন ও নিজেকে আমার জন্য দান করলেন।

আজকে আমি ঈশ্বরের বাক্য অনুধাবণ করি, এবং আমি তোমার বাকের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে বলি, পিতা, তোমার বাক্য আমা হতে দূরে না যাক; আমি তোমার বাক্যকে আমার হৃদয়মধ্যে রাখি। কারণ সেগুলো আমার কাছে জীবনম সুস্ততা ও আমার সকল দেহের স্বাস্থ্যস্বরূপ। আমি আমার হৃদয়কে সকল সতর্ক প্রহরায় সংরক্ষিত রাখি... কারণ তার মধ্য হতেই জীবনের স্রোতধারা নির্গত হয়।

অদ্য আমি দয়া, করুণা ও সত্যকে ত্যাগ করতে দেবো না, আমি আমার কণ্ঠদেশে সেগুলোকে বেঁধে রাখি। আমার হৃদয় ফলকে লিখে রাখি। তা করলে আমি ঈশ্বরের ও মানুষের কাছে অনুগ্রহ ও সুবুদ্ধি পাবো।

অদ্য সদাপ্রভুর ব্রস্তাতেই আমার আনন্দ ও আকাঙ্খা। তাঁর ব্যবস্থাতে আমি দিবারাত্র ধ্যান করতে অভ্যস্ত। তাই আমি জলস্রোতের তীরে রোপিত একটি গাছের মতো যা যথা সময়ে ফল দেয়, আমার পাতা কোন দিন ম্লান হবে না এবং আমি যা কিছু করবো আমি তাতে সফল হবো।

এখন সকল ধন্যবাদ ঈশ্বরের হউক, যিনি খ্রীষ্টে আমাকে সর্ব বিষয়ে বিজয়ী করেন!

তাঁরই নামে আমি এই প্রার্থনা করি । আমেন। (কোপল্যান্ড, ২০০৫, পৃ ১৩৫,১৩৬)।

পাঠ ১২: চিন্তা করা, উদযাপন করা, দায়িত্ব অর্পণ করা

নোটস

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

নোটস

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

গ্রন্থানুপুঞ্জ

বক, ডি, এইচ, জর্জ; হেনরিখস, বিল (২০১৫)

ডিসকভারিং ইয়োর গিফটেডনেস, দ্য টেবল পডকাস্ট, রিট্রিভড ফ্রম

{ HYPERLINK "https://youtube/frro6eLa" } জে ওয়াই বাওয়ার, এম (১৯৯৭)

দ্য উইল টু লীড: রানিং আ বিজনেস উইথ আ নেটওয়ার্ক অব লীডার্স, বোস্টন, ম্যাস, হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল প্রেস, চেম্বার্স, ও, (১৯৯২)

মাই আটমোস্ট ফর দ্য হাইয়েস্ট : অ্যার আপডেটেড এডিশান ইন টুজে ল্যাঙ্গুয়েজ: দ্য গোল্ডেন বুক অব অসওয়াল্ড চেম্বার্স, গ্রান্ড র‍্যাপিডস, মিশি: ডিসকভারি হাউস পাব্লিশার্স,কলিন্স, জে, সি. (২০০১)

গুড টু গ্রেট: হোয়াই সাম কোম্পানীজ মেক দ্য লীপড়অ্যান্ড আদার্স ডোন্ট (১ম এডিশান) নিউ ইয়র্ক, এনওয়াই, হার্পার বিচনেস, কোপল্যান্ড, জি (২০০৫)

প্রেয়ার্স দ্যাট অ্যভেইল মাচ) ২৫ তম অ্যানিভার্সারী কমেমোরেটিভ এডিশান), টুলসা, ওকে, হ্যারিসন হাউস, কভে, এস, আর (১৯৮৯)

দ্য সেভেন হ্যাবিটস অব হাইলি এফেক্টিভ পিপল : রেস্টোরিং দ্য ক্যারেকটার এথিক. নিউ ইয়র্ক সাইমন অ্যান্ড শুস্টার , ডসন, জে, (১৯৯৭)

ইন্টারসেশান, ত্রিলিং অ্যান্ড ফুলফিলিং , সিয়াটল, ডাব্লিউএ, ওয়াইডাব্লিউএএম পাব্লিশিং, ফরচুন, ডি, অ্যান্ড ফরচুন, কে (১৯৮৭)

ডিসকভার ইয়োর গডস গিভেন গিফটস, ওল্ড টাপপান, এনজে: এফ, এইচ, রেভেল কোং, ফস্টার, আর জে, (১৯৮৮)

সেলিব্রেশান অব ডিসিপ্লিন : দ্য পাথ টগ স্পিরিচ্যুয়াল গ্রোথ (রিভাইজড ১ম এডিশান) সান ফ্রান্সিসকো : হারপার অ্যান্ড রো গিলবার্ট, এল (২০১৫)।

ফ্রি স্পিরিচ্যুয়াল গিফটস অ্যানালাইসিস, রিট্রিভড ফ্রম { HYPERLINK "https://gifts.churchgrowth.org/cgi-cg/gifts.cgi?intro=1" } গ্রীণলীফ আর (১৯৭৭)

সার্ভেন্ট লীডারশীপ (২৫ অ্যানিভার্সারী এডিশান) মাহওয়াহ :পলিস্ট প্রেস, গিনেস ও (২০০৩)

দি কল : ফাইন্ডিং অ্যার্ড ফুলফিলিং দ্য সেন্ট্রাল পারপাস অব ইয়োর লাইফ. ন্যাশভিল, টেন, ডাব্লিউ পাব, গ্রুপ. হ্যামন্ড,এল, অ্যান্ড ক্যামেনেটি,প,(২০০০)

সিক্রেটস টু পাওয়ারফুল প্রেয়ার: ডিসকভারিং দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অব দ্য হার্ট, টুলসা, ওকলা,: হ্যারিসন হাউস, হেনরিকস বি (২০১৩)

হোয়াট ইজ ইয়োর গিফটেডনেস? গিফটেডনেস, রিট্রিভড ফ্রম { HYPERLINK "http://www.youtube.com/watch?v=sXLvI3LJHUw" } জ্যাকবসেন, ডাব্লিউ,(২০০০)

হি লাভস মি, টুলসা ওকলা, ইনসাইপ পাব্লিণশিং গ্রুপ, কাহল,জে, অ্যান্ড ডোনেলান,টি (২০০৪)

লীডিং ফ্রম দ্য হার্ট: চুজিং টু বি আ সার্ভেন্ট লীডার, (১ম এডিশান), ওয়েস্টলেইক, ওএই, জ্যাক কাহল অ্রাসোসিয়েটস, কাইস, এজ,এ,জি.,স্টার্ক অ্যান্ড হার্ম, এস,কে (১৯৯৬)

বর্তমানের জন্য ইষ্টেরদেরকে গড়ে তোলা

লাইফ কীজ : ডিসকভারিং হু ইউ আর , হোয়াই ইউ আর হিয়ার, হোয়াট ইউ ডু বেস্ট, মিনিয়াপোলিস, মিন, বেথানসী হাইস পাব্লিশার্স, কোক, আর, এন, অ্যান্ড অহ, কে,সি (১৯৯২)

স্পিকিং দ্য ট্রুথ ইন লাভ : হাই টু বি অ্যান অ্যাসারটিভ খ্রীশ্চিয়ান , সেইন্ট লুইস, মো, স্টিফেন মিনিস্ট্রিজ, লেনসিওনি, পি (২০০২)

দ্য ফাইভ ডিসফাঙ্গশনস অব আ টীম : আ লীডারশীপ ফেবল ম(১ম এডিশান) সান ফ্রান্সিসকো, জোসি-বাস, লিটয়ার ,এফ (১৯৮৬)

ইয়োর পার্সোনালিপি ট্রি : ডিসকভার দ্য রিয়াল ইউ বাই আরকভারিং দ্য রুটস অব. ওয়াকো

টেক্স,ওয়ার্ড বুকস, ম্যাক্সওয়েল জে সি, (১৯৯৩)

দ্য উইনিং অ্যাটিচ্যুড , ন্যাশভিল, টিএন, টি নেলসন পাব্লিশার্স, মাক্সওযেল, জে সি (২০০০)

ফেইলিং ফরওয়ার্ড : টার্ণিং মিসটেকস ইনটু স্টেপিং স্টোনস ফর সাকনেন, ন্যাশভিল, টিএন, টমান নেলসন পাব্লিশার্স, ম্যাকগিরিস এ, এল (১৯৭৯)

দ্য ফ্রেন্ডশিপ ফ্যাক্টর : হাই টু গেট ক্লোজার টু দ্য পিপল ইউ কেয়ার ফর, মিনেয়াপোলিস, অগসবার্গ পাব, হাউস, ম্যাকগিনিস, এ, এল (১৯৯৭)

ত্য ব্যালান্সড লাইফ : অ্যাচিভিংসাকসেস ইন ওয়র্ক অ্যান্ড লাভ, মিনেয়াপোলিস, অগসবার্গ, মায়ার,জে (১৯৯৫)

ব্যাটলফিল্ড অব দ্য মাইন্ড: হাই টু উইন ওয়ার ইন ইওেয়ার মাইন্ড, টুলসা, কেলা, হ্যারিসন হাউস, মিনিস্ট্রিজ, সি, এস (১৯৯৯)

ক্লেনজিং সেমিনার ওয়র্কবুক, পোপর প্রেজেন্টেড অ্যাট দ্য দ্য ক্লেনজিয় সেমিনার . করোরাডো স্প্রিংস, সিও, { HYPERLINK "http://www.cleansingstream.org" } মুর বি, (১৯৯৯)

ব্রেকিং ফ্রি: মেকিং লিবার্টি ইন ক্রাইস্ট আর রিয়ালিটি ইন লাইফ , ন্যাশভিল, টেন, লাইফওয়ে প্রেস, মুর,বি (২০০৪)

বিলিভিং গড, ন্যাশভিল, টেন: ব্রডম্যান অ্যান্ড হোলম্যান, মর্গেনস্টার্ন,জে, (২০০০)

টাইম ম্যানেজমেন্ট ফ্রম ইনসাইড আউট: দ্য ফুলপ্রুফ সিস্টেম ফর টেকিং কন্ট্রোল অব ইয়ের শিডিউল্ অ্যান্ড ইয়োর লাইফ (১ম এডিমান) নিউ ইয়র্ক, হেনরি হোল্ট , মরিস আর, (২০১৫)

ট্রুলি ফ্রি: মব্রেকিং দ্য স্লেয়ারস দ্যাট সো ইজিলি এট্যাঙ্গল , ন্যাশভিল, টেন, ডাব্লিউ পাব্লিশিং গ্রুপ, অ্যান ইমপ্রিন্ট অব টমাস নেলসন , মুঙ্গের, আর,বি (১৯৯২)

মাই হার্ট- ক্রাইস্টস হোম: আ স্টোরি ফর ওল্ড অ্যান্ড ইয়ং (২য় রিভাইজড এডিশান) ডাউনার্স গ্রোভ, Ill- ইন্টার ভার্সিটি প্রেস, নোল্যান্ড,জে, আর (২০১৫)

দি পার্সোনালাইসিস প্রোফাইল , রিট্রিভিড ফ্রম { HYPERLINK "http://www2.personalysis.com/assessment/" }পিগস ডি,এস, (১৯৯৭)

ম্যানেজিং কনপ্লিক্টন গড'স ওযে, নিউ কেনসিংটন, পিএ, হুইটেকার হাউস, রাথ টি,(২০১৪)

স্ট্রেংথসফাইন্ডার ২.০ (স্প্যানিশ এডিশান) নিউ ইয়র্ক, গ্যালাপ প্রেস, স্যান্ডি কে, (২০১৪)

দ্য ফো জি-স , খ্রীশ্চিয়ান কনশিলিয়েশান, ফাউন্ডেশনাল প্রিন্সিপ্যালস, রিট্রিভড ফ্রম { HYPERLINK "http://www.peacemaker.net" }সেঙ্গে পি এম (2006)

দ্য ফিফথ ডিসিপি- ন : দ্য আর্ট অ্যান্ড প্রাকটিস অব লার্ণিং (রিভাইজড অ্যান্ড আপডেটেড এডিশান), নিউ ইয়র্ক : ডাবল ডে /কারেন্সী, স্মলী,জি অ্যান্ড ট্রেন্ট,জে (১৯৮৬)

দ্য বে- সিং, ন্যাশভিল, টি নেলসন সিম্ডস, এল বি (১৯৮৪)

ফরগিভ অ্যান্ড ফরগেট : হিলিং দ্য হার্টস উই ডোন্ট ডিজার্ভ (১ এডিশান) সান ফান্সিসকো : হারপার অ্যান্ড রো, স্মিথ, ই, এম (২০০৫)

থিওফোস্টিক প্রেয়ার মিটিং : পেপার প্রেজেন্টেড অ্রাট দ্য থিওফোস্টি প্রেয়ার মিনিস্ট্রি , নেসিক সেমিনার, আরভিং, টেক্সাস, সিপয়ার্স, এল, সি (১৯৯৮)

ইনসাইটস অন লীডারশীপ : সারভিস,স্টুয়ার্ডশীপ, স্পিরিট, অ্যান্ড সার্বেন্ট লডিারশীপ. নিউ ইয়র্ক, উইলি , সোয়েনসেন, আর, এ, অ্যান্ড সোয়েনসেন, আর, এ (২০০২)

মার্জিন: রেস্টোরিয় ইমোশনাল , ফিজিক্যাল , ফাইনান্সিয়াল অ্যান্ড টাইম রিজার্বস টু ওভার লোডেড লাইভস; দ্য ওভারওেলাড সিড্রোম, রার্নিং টু লিভ উইখ ইন ইয়োর লিমিটস , করোরাডো স্প্রিং, করো, ন্যাভপ্রেস, ভোসক্যাম্প, এ (২০১০)

ওয়ান থাউজান্ড গিফটস: এ ডেয়ার টু লীভ ফুললি হোয়্যার ইউ আর, গ্রান্ড র‍্যাপিডস, মিশি, জন্পারভ্যান, ওযাগনার, সি,পি (১৯৯৪)

ইয়োর স্পিরিচুয়াল গিফটস ক্যান হেল্প ইয়ের চার্চ গ্রো (১৫ অ্যানিভার্সারি এডিশান), বেন্চুরা, ক্যালি, রিগ্রাল বুকস, উইভার,জে, (২০০০)

হ্যাভিং আ মমেরাী হার্ট ইন আ মার্ধা ওয়ার্ল্ড: ফাইন্ডিং ইন্টিমেসী উইথ গড ইন দ্য বিজনেস অব লাইফ (১ এডি) কলোরাডো স্প্রিংস, কলো, ওয়াটারবুক প্রেস

ইষ্টেরদের

উদ্যোগ